রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা-১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৩ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ৩ আশ্বিন - ৯ আশ্বিন, ১৪২৬ ঃ ২১ সেপ্টেম্বর - ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

Kolkata : 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 48, 21 September - 27 September, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: বাম ছাত্রযুবদের নবান্ন অভিযানকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার

বাধল এদিন। সিঙ্গুর থেকে নবান্ন অভিযানের যে কর্মসূচি নিয়েছিল বামেদের ছাত্রযুবরা তাদের আগেই আটকে দেয় পুলিশ। তা সত্ত্বেও বিক্ষোভকারীরা এগোবার চেষ্টা করলে তাদের ওপর বলপ্রয়োগ করা হয় বলে অভিযোগ। আহত অনেক।

রবিবার : এক জাতি এক প্রাণ তত্ত্ব মেনে দেশে হিন্দিভাষাকে তুলে

ধরার যে প্রয়াস কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে সম্প্রতি করা হয়েছে তা বাধাপ্রাপ্ত হল দেশের দুই রাজ্যে। তামিলনাড়ুতে ডিএমকে নেতা স্তালিন আর বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, মাতৃভাষাকে অবহেলা করার কোনও প্রচেষ্টা তাঁরা মানবেন না।

সোমবার: ভারতের সঙ্গে প্রথাগত যুদ্ধে হারলে পরমাণু অস্ত্র

প্রয়োগের দিকে হাঁটবে পাকিস্তান। ফের একবার এই মর্মে ভারতকে হুঁশিয়ারি দিলেন পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান।

মঙ্গলবার: ডেঙ্গু মোকাবিলায় অর্থ বরাদ্দ অনেকটাই বাড়াল রাজ্য

সরকার। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বুধবার : পাক অধিকৃত কাশ্মীর এবার ভারতের পরবর্তী লক্ষ্য। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তব্যের পর একই কথা শোনা গেল বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের কণ্ঠে।

বৃহস্পতিবার: দীর্ঘ আড়াই বছর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়। নতুন সরকার শপথ নেওয়ার পর এই প্রথম। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় তিনি প্রধানমন্ত্রীকে রাজ্যে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এর মধ্যে অবশ্য রাজনীতির গন্ধ পাচ্ছে বিরোধীরা।

শুক্রবার: বাংলায় নাগরিক পঞ্জিকরণ বা এনআরসি কোনও

ভাবেই মানতে রাজি নন বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও অপর পক্ষ থেকে আদতে কি বলা হয়েছে তা পরিষ্কার নয়।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

এনআরসি হচ্ছেই, ধরে নিয়ে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : অসমে জাতীয় নাগরিক পঞ্জী প্রকাশ। কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা রদ ও নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের অদম্য সাহস নাড়িয়ে দিয়েছে বাংলার জনজীবনে। বিজেপি নেতারা এরপর বাংলায় জাতীয় নাগরিক পঞ্জী লাগু করার কথা বলতেই পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি জেলায় শুরু হয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য। জেলা সদরগুলিতে আনাগোনা চলছে ১৯৭১ সালের ভোটার তালিকা জোগাড়ের। মাদ্রাসা-মসজিদ গুলি থেকে মুসলিম নাগরিকদের প্রয়োজনীয় নথি যোগাড় করার আবেদন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা মুর্শিদাবাদে তো ইতিমধ্যেই ইমামরা লিফলেট বিলি এমনকি রিকশা-অটোয় সতর্কবার্তা প্রচার করতে শুরু করেছেন নাগরিক পঞ্জী নিয়ে। কি কি প্রমাণপত্র লাগবে

এনআরসি আবহে ভিড় বাড়ছে রেশন কার্ডের লাইনেও। বেহালায় তোলা নিজস্ব চিত্র

তার তালিকা করে লিফলেটের মাধ্যমে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে নাগরিকদের। ইমাম নিজামুদ্দিন বিশ্বাস বলেছেন, 'নাগরিক পঞ্জী যে সারা দেশ জুড়েই অবশ্যম্ভাবী তাঁর আঁচ পেয়েছি আমরা। তাই সাধারণ মানুষকে আগাম সতর্ক করা হচ্ছে।

ইমাম মুয়াজিনদের মুর্শিদাবাদ জেলা সংগঠনের সম্পাদক আব্দুর রজ্জাক জানিয়েছেন, এ রাজ্যে যে এনআরসি চালু হবে সে ব্যাপারে তারা নিশ্চিত। কলকাতার লাগোয়া মেটিয়াবুরুজ, গার্ডেনরিচ সহ মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে বিধায়ক, কাউন্সিলারের কাছে শংসাপত্র নেওয়ার জন্য লাইন দিচ্ছে মানুষ। রাত জেগে কম্প্যুটার সেন্টারগুলিতে জন্ম সার্টিফিকেটের আবেদন জমা দেওয়া চলছে অনলাইন।

এরই মধ্যে নির্বাচন কমিশন রাজ্যে রাজ্যে অনলাইনের ভোটারের তথ্য সংশোধনের কাজ শুরু করেছে ১ সেপ্টেম্বর থেকে যা আরও রসালো করে তুলেছে এনআরসি জল্পনাকে। রটে গিয়েছে তালিকা সংশোধন না করতে পারলে নাগরিক পঞ্জী থেকে বাদ পড়তে হতে পারে। তাই ভিড় বাড়ছে এলাকার সাইবার ক্যাফেগুলিতে। এরপর পাঁচের পাতায়

উৎসবে আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অনুপ্রবেশ

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগনা : শারদোৎসবের প্রধান উৎসব দুর্গাপুজোর দিন যতই এগিয়ে আসছে ততই রাজ্যজুড়ে অনুপ্রবেশ, নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড জঙ্গি হামলার আশঙ্কা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে রাজ্য পুলিশ প্রশাসন ও গোয়েন্দামহলে। বিশেষ করে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের উপর চব্বিশ পরগনার সীমান্তগুলি নিয়ে উদ্বিগ্ন গোয়েন্দারা। ইতিমধ্যে বিশ্বকর্মা পুজো দিয়ে শারদোৎসবের ঘন্টা বেজে গিয়েছে। আর এই সময়েই অর্থাৎ বিশ্বকর্মা পুজোর সময়েই, গোয়েন্দাদের উদ্বেগ যে কতখানি বাস্তব, তার প্রমাণ পাওয়া গেল স্বরূপনগরে চব্বিশ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ধরা পড়ায়। যার মধ্যে ১৬ জন অনুপ্রবেশকারীকে পাকড়াও করেছে স্বরূপনগর থানার পুলিশ এবং আটজন অনুপ্রবেশকারীকে বিএসএফ পাকড়াও করে স্বরূপনগর থানার হাতে তুলে দেয় বলে জেলা পুলিশ সূত্রে জানা যায়। পুলিশ জানায়, স্বরূপনগর থানার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা থেকে এই অনুপ্রবেশকারীদের ধরা হয়েছে। যার মধ্যে আছে চারালি বর্ডার, সামুলিয়া, বিথারি, হাকিমপুর সীমান্তগুলি। পুলিশ আরও জানায়, স্বরূপনগর থানার মোট সীমান্ত এলাকা প্রায় চুয়াল্লিশ কিমি। তার মধ্যে চৌত্রিশ কিমি ফেন্সিং আর দশ কিমি নন ফেন্সিং। এছাড়া স্বরূপনগর থানা এলাকায় মোট বিওপি (বর্ডার আউট পোস্ট) রয়েছে ১২টি। সব কটিতেই সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর কঠোর নজরদারি আছে বলে বিএসএফ সূত্র জানায়। তবে স্বরূপনগর থানার পক্ষ থেকে গরু পাচার বন্ধ বলে দাবি করা হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

বার্জের অভাবে বিপাকে বন্দর

প্রিয়ম গুহ, কলকাতা: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত 'কলকাতা বন্দরের' সুবিধা অসুবিধা এবং উন্নতির দিক শীর্ষক এক আলোচনাসভায় কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ভিনীত কুমার বলেন, ১২টি বন্দরের মধ্যে পূর্বাঞ্চলীয় বন্দর ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে, গত বছর ৪০ হাজার বর্গ কিমি বন্দর এলাকায় আমদানি রপ্তানি হওয়া জিনিস মজুত করার জন্য জায়গা তৈরি করা হয়েছে। এবছর ৪৫ বর্গ কিমি আরও বাড়ানো হয়, এছাড়াও অত্যাধুনিক হিমঘর তৈরি হচ্ছে যাতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুত করা যায়। ট্রাক রাখবার জন্য বন্দর এলাকায় পার্কিংয়ের জায়গা তৈরি করা হচ্ছে আরও ভালোভাবে। এছাড়াও ড্রেজিং

বক্তব্য রাখছেন পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান। ছবি: উৎপল রায়

করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনায় ফল হয়েছে, ড্রেজিং চলছে কিছুদিনের মধ্যে আরও বৃহৎ আকারের করা হবে। খিদিরপুর ডকসংলগ্ন জায়গায় যাতে দুটি ট্রেন একসাথে দাঁড়াতে পারে সে বিষয়েও ভাবনা চিন্তা করছে পোর্ট ট্রাস্ট। কলকাতা পোর্ট ৬৩.৭ মিলিয়ন টন জাহাজী মাল আমদানি রপ্তানি করেছে। হলদিয়ায় ৪৫.২ মিনিয়ন টন জাহাজী মাল গিয়েছে এসেছে গত ২০১৮-'১৯ বর্ষে। প্রত্যেক বছর জাহাজ বাড়ছে ১০টি করে। যদিও কলকাতা এবং হলদিয়া পোর্টে একটি সমস্যা হল জোয়ার ভাঁটা, কারণ জাহাজ ঢুকতে এবং বের হতে হয় জোয়ার ও ভাঁটার উপরে নির্ভর করে। লকগেটের ওপর ভরসা করতে হয় যদিও শ্রীকুমার বলেন, ধীরে ধীরে সবকটি লকগেটকেই স্বয়ংক্রিয় করে তোলা হচ্ছে যা সময় বাঁচবে। আগে কলকাতা থেকে আসামে অর্থাৎ উত্তর পশ্চিমে জলপথের প্রাধান্য ছিল। তা হ্রাস পেয়েছে কিন্তু জাতীয় জলপথ-২ এর মাধ্যমে বাংলাদেশ হয়ে আবার চালু হয়ে গেছে আরও উন্নত করার লক্ষে সরকার।

অন্তর্দেশীয় জলপথ অগ্রাধিকার দিয়েছে সরকার তাই জলপথের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে আমদানি রপ্তানির এগিয়ে চলেছে ভারত। যদিও কিছু জায়গায় বেগ পেতে হচ্ছে। এরপর পাঁচের পাতায়

ন্যূনতম ভাতার দাবিতে ডেপুটেশন আইসিডিএস ও আশাকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকা এবং আশা কর্মীদের উল্লেখযোগ্য শ্রমের ফলে রাজ্যের সাথে কোচবিহার জেলার মা ও শিশুদের অপুষ্টি দূরীকরণে, শিশুদের প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা দান সহ অন্যান্য পরিষেবা এবং রাজ্যের ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর মধ্যে গ্রামীণ এলাকার মানুষকে যুক্ত করা সক্ষম হয়েছে। এর পাশাপাশি তাদের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেবার ফলে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মা ও শিশুদের রক্তাল্পতা এবং অপুষ্টিজনিত সমস্যায় মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে ক্রমান্বয়ে। আইসিডিএস কর্মীদের পাশাপাশি আশা স্বাস্থ্যকর্মীদের সীমাহীন পরিশ্রমে শিশুদের যেমন বিদ্যালয়মুখী করার মধ্য দিয়ে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে, ঠিক একই ভাবে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য বিষয়ক ও অন্যান্য জনস্বাস্থ্য বিষয়ক কাজে গোটা দেশ সাফল্যের প্রচার করতে পারছে। কিন্তু এর পরেও সরকার বৈমাত্রেয় সুলভ আচরণ করছে এই আইসিডিএস কর্মীদের পাশাপাশি আশা স্বাস্থ্য কর্মীদের সাথে। এই পরিস্থিতিতে সোমবার যৌথ আন্দোলনে সামিল হল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইসিডিএস কর্মী সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়ন কোচবিহার জেলা যৌথ সমন্বয় কমিটি। এদিন ২১দফা দাবিকে সামনে রেখে কোচবিহার শহরে মিছিল করার পাশাপাশি কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ ও জেলাশাসককে ডেপুটেশন দিলেন জেলার আইসিডিএস এবং আশা স্বাস্থ্যকর্মীরা।

কেন্দ্রীয় সরকারের ভ্রান্ত নীতির ফলে প্রতিনিয়ত দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কার্যত আকাশ ছুঁয়েছে। এর ফলে এই আইসিডিএস, আশা কর্মীরা তাদের সামান্য ভাতায় সংসার প্রতিপালন করবার ক্ষেত্রে চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ন্যূনতম মাসিক ১৮হাজার টাকা এবং অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকাদের মাসিক ১৫হাজার টাকা সম্মানিক ভাতা সুনিশ্চিতকরণ। এর পাশাপাশি এই আইসিডিএস ও আশা কর্মীদের অবসরকালীন বৃত্তি, পেনশন ও অনুতোষিক দেওয়ার ব্যবস্থা করা এবং এই অবসরকালীন বৃত্তি বা পেনশন ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ৩ লক্ষ টাকা এবং সহায়িকাদের ২লক্ষ টাকা করে অবসরকালীন আনুতোষিক দেওয়ার দাবিতে সোচ্চার হোন এই আইসিডিএস ও আশা কর্মীরা। এরপর পাঁচের পাতায়

রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত দিনহাটা

কিংশুক দত্ত, দিনহাটা: রাত হলেই বোমাবাজি। রাতের অন্ধকার ফুড়ে বিকট আওয়াজ। ঘুম ভাঙছে ভেটাগুড়ির। জানালার কাছে অজানা মানুষের চলা ফেরার শব্দে আর মুহূর্তের মধ্যে বোমা। বারুদের কালো ধোয়া আরও কালো করে তুলছে রাতের অন্ধকারকে। কোচবিহারের দিনহাটার প্রত্যন্ত গ্রাম। টানা সাত দিন ঘুম নেই গ্রামবাসীদের।

কারও উড়েছে বাড়ির চাল। কারও ছাদে বোমার আঘাতের দাগ। বোমাবাজিতে প্রাণহানি হয়নি ঠিকই তবে গ্রামের শান্তি উড়ে গেছে বোমার কালো ধোঁয়ার মত। ভেটাগুড়ি ১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ নাম জুড়ে এখন আতঙ্কের ছবি। বিজেপি কর্মীদের দাবি রাত হলেই এলাকায় তান্ডব করছে তৃণমূল কংগ্রেস। ঘুম উড়েছে তাদের। পালটা তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি এলাকায় সন্ত্রাস করছে বিজেপি।

পুলিশি টহল দিতে এসে ভেটাগুড়ি বাজারে পুলিশ ভ্যান লক্ষ করে চলেছে গুলি। টানা সাত দিনে একাধিক তাজা বোমা উদ্ধার হয়েছে গ্রামের পথে। বিকেল গড়ালেই রাত নামে। অন্ধকার যত ঘনিয়ে আসে আর কপালে চিন্তার ভাঁজ বাড়ে গ্রামবাসীদের। পুজোর কোনো ছাপ নেই গ্রাম জুড়ে। উৎসবের মাঝে এ যেন বিষাদ গোটা গ্রাম জুড়েই।

সাধের কর্মতীর্থে মদের আসর

কুনাল মালিক, বজবজ : ২০১৭ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের অর্থানুকুল্যে বজবজ-২ নম্বর ব্লকের ডি-রায়পুরের গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বিড়লাপুরে হুগলি নদীর তীরে তিনফটকে একটি কর্মতীর্থ দ্বিতল ভবন নির্মাণ হয়। নীল সাদা রঙের ভবনটি তৈরি হলেও, এখনও তালাবন্ধ। সামনের পার্কটির খেলনার দোলনা সহ যাবতীয় সরঞ্জাম ভেঙে পড়েছে। পার্কটি এখন জঙ্গলাকীর্ণ। নদীর তীরে হোগলা ও ঘাসে ঢেকে আছে। যত্র-তত্র মলমূত্রও ত্যাগ করছেন মানুষজন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ এত টাকা ব্যয় করে কর্মতীর্থ ভবন নির্মিত হলেও তা মানুষের কাজে লাগছে না, কবে ভবনটির উদ্বোধন হবে তাও মানুষ জানতে পারছে না। তাছাড়া স্থানীয় মানুষরা জানালেন, জঙ্গলাকীর্ণ পার্কে সন্ধের পরই মদ-জুয়ার আসর বসে। আগে অভিভাবকরা তাদের ছোট-ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে এই পার্কে তাদের এখন আর কেউ আসে না। তাছাড়া অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, সে জায়গায় ভবনটি নির্মিত হয়েছে। সেখানে আদৌ কি ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারবে স্ব নির্ভর দলগুলি? এরপর পাঁচের পাতায়

ডাক্তার নেই, নাম বদলে তাই 'রেফার হাসপাতাল'

মলয় সুর, মগরা : এলাকার প্রায় দু লক্ষাধিক মানুষ মগরা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। এখানে মাত্র ৩০টি বেড আছে। ৪ জন ডাক্তার আছেন। ১১ জন নার্স আছেন। তাঁরা শিফটে ডিউটি করেন। এই অবস্থায় এই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির উন্নতি করার জন্য স্থানীয় লোকজন অনেকদিন ধরেই দাবি জানাচ্ছেন। কিন্তু তার উন্নতি হচ্ছে না। স্থানীয় মানুষের ক্ষোভ দেখা দিয়েছে এখানে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নতুন বিল্ডিং অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও বেড বাড়ানোর প্রস্তাব রয়েছে। কিন্তু এই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির কোনও উন্নতির আশা এখনই দেখতে পাচ্ছেন না। তবে এই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির কোনও উন্নতি হলে এই এলাকার দু'লাখ মানুষ যে উপকৃত হবেন তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এখানে প্রতিদিন গড়ে ৬০০ জন গরিব মানুষ বহুদূর থেকে চিকিৎসার জন্য আসেন। অনেক পুরনো একতলা বিল্ডিংয়ে রোগী দেখা চলছে। রোগীদের বসার কোনও ব্যবস্থা নেই। আলো ও ঠিকমতো নেই। সেই কারণে এখানে একটি হাই মাস্ট আলো বসানো দরকার। যদিও হাসপাতাল চত্বরে অল্পবৃষ্টিতে জল মগ্ন হয়ে যায়। এরপর পাঁচের পাতায়

চাইলেই বাড়িতে পৌঁছে যাবে বই

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং ঃ বই পাঠের রেওয়াজ ধরে রাখতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ে এক ব্যক্তি নিজের উদ্যোগে চালু করেছেন 'বুক হোম ডেলিভেরি' পরিষেবা। ওই ব্যক্তি 'ক্যানিংয়ে পাবলিক লাইব্রেরি'র একজন কর্মী।

রাজ্য সরকারের উদাসীনতায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় পাঠাগার গুলোর বেহাল অবস্থা। কর্মী সংখ্যা কম, অর্থ অনুমোদন না থাকায় নিত্য নতুন আধুনিক বই কেনার সমস্যার কারণে একের পর পাঠাগার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অচল হয়ে রয়েছে বহু পাঠাগারও। সরকারি উৎসব পালন কর্মসূচি বন্ধ। মৃতপ্রায় পরিস্থিতিতে অন্তিম লগ্নে শ্মশানে দাঁড়িয়ে 'ক্যানিং পাবলিক লাইব্রেইরি'র কর্মী শ্যামল হালদার নিজের উদ্যোগে বইয়ের 'হোম ডেলিভেরি' পরিষেবা দিয়ে চলেছেন। পাড়া, ক্লাব, গ্রাম থেকে শিক্ষিত কর্মহীন বেকার যুবক-যুবতীদের ডেকে পাঠাগারমুখী করছেন। তাঁর চেষ্টায় সুন্দরবনের পাঁচজন ছাত্র উচ্চ সরকারি পদে চাকরি পেয়েছেন। এই সাফল্যে কথা ছড়িয়ে পড়ায় ৮৬ বছরেই পুরনো এই সরকারি পাঠাগারে ইদানিং ছেলেমেয়েদের আনাগোনা বাড়ছে। এবং তা শ্যামলবাবুর একান্ত প্রচেষ্টায়।

বর্তমানে এই পাঠাগারে নিয়মিত পাঠকের সংখ্যা ৪০০ জন। নিয়মিত পড়তে আসছেন ২৮৫ জন। এঁদের মধ্যে ছাত্রদের সংখ্যাই বেশি। বই আছে ১১ হাজার ৫১৭ টি। ধর্মীয়,

সামাজিক, দেশাত্মবোধক, গবেষণামূলক, শিক্ষামূলক, কেরিয়ার গাইড বিষয়ক বই রয়েছে, এমনকি কর্মসংস্থান থেকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকাও। পাঠাগারের কর্মী শ্যামল হালদার বলেন 'গ্রামের অধিকাংশ দরিদ্র ছেলেমেয়েরা বই কিনতে পারেন না বলে চাকরির পরীক্ষায় বসতে পারেন না। আমি বেতনের টাকায় চাকরির বই 'কেরিয়ার গাইড' কিনে এনে পাঠাগারে রাখছি। ওই বই পড়ে অনেকে চাকরি পেয়েছেন। সবাইকে বলছি লাইব্রেরিতে এসে বই পড়তে।' বড় চাকরি করতে হলে ইংরেজিতে কথা বলতে হবে। সেই কথা মাথায় রেখে তিনি পাঠাগারে ইংরেজি শিক্ষা শিখনের ব্যবস্থা করতে চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন।

এছাড়াও শারীরিক ভাবে অশক্ত যাঁরা পাঠাগারে এসে বই পড়তে পারেন না, অথচ বই পড়তে প্রবল উৎসাহী। এমন সব প্রবীণ পাঠকদের বাড়িতে তাঁদের চাহিদা মতো বই পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন শ্যামলবাবু। চালু করেছেন 'হোম ডেলিভারি'. এই প্রসঙ্গে শ্যামলবাবু বলেন 'সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। অনলাইন শপিং করে মানুষ যদি ঘরে বসে জিনিস পেতে পারে তবে আমি বই প্রেমিকদের বাড়িতে বই হোম ডেলিভারি দিতে কি পারি না ?'

১৯৩৩ সালে ১ ফেব্রুয়ারি সুন্দরবনের এই একমাত্র পাঠাগারটি চালু করে ছিলেন তৎকালীন ক্যানিংয়ের রূপকার লর্ড ক্যানিং। ১৯৫৬ সালে এটি সরকারি অনুমোদন পেয়েছে। শুরুতে হাতেগোনা কিছু পাঠক পাঠাগারে আসতেন। আশি'রদশকে পাঠকের সংখ্যা বেড়েছিল। পরে বাড়ি বাড়ি টেলিভিশন, আরও পরে মোবাইল পরিষেবা চালু হওয়ায় পাঠকদের বেশিরভাগই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আবার তাঁদের পাঠাগারমুখী করতে সরকার নানাভাবে চেষ্টা করছে কিন্তু কোনও ভাবে সফল হচ্ছে না। শ্যামলবাবু নিজের চেষ্টার পাঠক টানতে নিত্য নতুন কেরিয়ার গাইড কিনে মজুত রাখছেন পাঠাগারে। এমন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে শ্যামল বাবুর এই উদ্যোগকে প্রশংসা করেছেন ক্যানিংয়ের মহকুমা শাসক বন্দনা পাখরিওয়াল।

শ্যামল বাবু আক্ষেপ করে জানিয়েছেন, জেলা পাঠাগার থেকে কোনও সহযোগিতা পাচ্ছিনা। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সমস্যার কারণে পাঠাগারের জন্য বরাদ্দ টাকা আসছে না। প্রতিমাসে মনীষীদের জন্ম দিবস, মৃত্যু দিবস, এবং বিশেষ বিশেষ দিন পালন করার সরকারি নির্দেশ রয়েছে। টাকার অভাবে আমরা সেই 'দিবস উৎসব' পালন করতে পারছি না। জেলার পাঠাগারগুলো দেখভালের দায়িত্বে থাকা জেলা আধিকারিক বাপনকুমার মাইতি বলেন, 'ক্যানিং পাবলিক লাইব্রেরির অ্যাকাউন্টের সমস্যা রয়েছে। সেটি আপডেট করা দরকার। আমরা খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করছি।'

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ১ নম্বর ব্লকের বৈতালপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভ্রাম্যমান কিশলয় গ্রন্থাগার উদ্বোধন হয়, এই গ্রন্থাগারটি ফিতে কেটে উদ্বোধন করেন গোপীবল্লভপুর ১ নং ব্লকের বিডিও দেবজ্যোতি পাত্র মহাশয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর পশ্চিম চক্রের SI বিজয় কুমার দাস মহাশয় শিক্ষা বন্ধু ব্রজগোপাল দন্ডপাট মহাশয়। অঞ্চল প্রধান

ছবি রানী জানা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুখময় পান্ডা, সহ শিক্ষক দিগন্ত লাহিড়ী। প্রত্যেকে ভ্রাম্যমান কিশলয় গ্রন্থাগারের জন্য বই প্রদান করেন। এ দিনের কর্মসূচির সাথে ছিল সবুজ বাঁচাও, সবুজ জাগাও, সবুজের মাঝে পরিবেশ বাঁচাও কর্মসূচি। ৫২টি চারাগাছ শিশু, গামার, আকাশমনি অভিভাবিকা ও অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা একটি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান ও আয়োজন করা হয়েছিল।

Alipur Barta: 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 48, 21 September - 27 September, 2019

লক্ষ্য ৫ ট্রিলিয়নের স্বপ্নে পৌঁছানো

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের ৫ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির কতটা কার্যকর করা সম্ভব হবে তা নিয়ে মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি বণিকদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের মন্ত্রী সাধন পাণ্ডে। তার বক্তব্যে তিনি বলেন আমাদের অর্থনীতিতে শুধু অতি উচ্চস্তর এবং অতি নিম্নস্তরের মানুষ নেই, মধ্যমনি হয়ে রয়েছে মধ্যবিত্তরাও। বিভিন্নভাবে গ্রাম্য অর্থনীতিকে উন্নতি করার চেষ্টা চলছে। আনন্দের বিষয় হল পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ১২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরপর তিনি তোপ দাগেন আয়কর দফতরকে। বলেন, অনেকেই ভয় পাচ্ছে একটু সরল হলে হয়তো ব্যবসায়িক বৃদ্ধি সম্ভব। এছাড়াও তিনি বলেন, জিএসটি নিয়ে কিছুদিন অন্তর অন্তর বদলাচ্ছে নীতি। একটু সময় দিয়ে বোঝা এবং সরল নীতি বিবেচনা করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক পরিকাঠামো উন্নতির জন্য তিনি কিছু উপায় বাতলান। তার মধ্যে একটি হল বিভিন্ন রাজ্যকে অপর রাজ্য থেকে জিনিস কিনতে হয় যেমন উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গকে দুধ বা অন্যান্য জিনিস কিনতে হচ্ছে অথচ আমরা তা করতে পারি। যদিও তিনি বলেন, যা করা সম্ভব নয় তা হয়তো হবে না। কিন্তু সম্ভবপর জিনিস অবশ্যই হতে পারে। অর্থাৎ নিজ নিজ রাজ্যে নিজ নিজ জিনিস তৈরি করলে হয়তো প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নে পৌঁছানো সম্ভব

অর্থনীতি

হবে। এবং বলেন, নতুন প্রজন্মকে নীতি শিক্ষায় এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এখন শিক্ষাঙ্গনে পড়াশোনার চেয়ে রাজনীতি বেশি হচ্ছে।

স্টেট ব্যাঙ্কের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার সমীর কান্ত ঝাঁ বলেন, অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নেয় কৃষিজাত অর্থনীতি বা কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি। সেইদিকে সরকারকে নজর দেওয়া আরও প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন,

অধিকাংশ জিনিসই ভাবাচ্ছে কারণ ৬০ শতাংশ রপ্তানি কমেছে। এছাড়াও গত দেড় মাসে সোনার দাম দৌড়ানো যে শুরু করেছে আর থামার নাম নিচ্ছে না। এছাড়াও বর্তমান অবস্থায় কর্মসংস্থান একটি প্রধান বিষয় অর্থনীতি কিন্তু তাও থমকে গিয়েছে। এর সাথে সাথে রাজনৈতিক টানাপোড়েনও অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলছে। অর্থনীতি বিষয়ক প্রফেসর প্রণব কুমার দাস বলেন, অর্থনীতি মজবুত করার জন্য উচ্চশিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে। এছাড়াও প্রযুক্তি শিক্ষার অভাব আছে আমাদের দেশে। এর সাথে সাথে কর ব্যবস্থাকে একটু নতুন করে সাজানো প্রয়োজন। অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন কলকাতার আধিকারিক ডক্টর নীলাঞ্জন ঘোষ বলেন, আমরা এমন একটি অবস্থায় যাচ্ছি যা প্রস্তুতকারকের উপর নেতিবাচক এবং গ্রাহক উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

বণিকসভার সভাপতি ভিশাল ঝাঁঝারিয়া স্বাগত ভাষণে বলেন, স্বাধীনতা দিবসের দিন যেই লক্ষ্যস্থির করেছেন প্রধানমন্ত্রী তাতে পৌঁছনোর জন্য ৯ শতাংশ হারে প্রতি বছর অর্থনীতি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাই অনেক কিছুই সরল করতে হবে, যেমন কর ব্যবস্থা এবং ব্যাঙ্ক নীতি। তাহলে আমরা একসাথে কাজ করলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হব না। বর্তমানে অর্থনৈতিক যা হাল তা খুব একটা আশা না জাগালে ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই তা আশা দেখাবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ২০১৪ থেকে ২০১৯ এই পাঁচ বছরে আমরা ৩ ট্রিলিয়ন অর্থনীতিতে পৌঁছেছি যা গত ৭০ বছরে ছিল ২ ট্রিলিয়ন আমরা ৫ বছরে ১ ট্রিলিয়ন যোগ করতে পেরেছি। আশা করা যায় আগামী ৫ বছরে আমরা ৫ ট্রিলিয়নে ছোঁব। এখন এই স্বপ্ন সরকার কতটা বাস্তবায়িত করতে পারে তা সময় বলবে। নতুন প্রজন্মকে কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে অর্থনীতিতে শামিল করবার বিষয়ে এক আলোচনাও এদিন অনুষ্ঠিত হয়। কারণ অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান এক মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ একটু ভাবলেই বোঝা যাচ্ছে ব্যবসার মন্দার কারণ হল কর্মসংস্থান। সহজ ভাষায় বলতে গেলে যদি হাতে টাকা না থাকে তাহলে ব্যবসায় অবধারিত মন্দা দেখা দেবে। এবং অর্থনীতির বিসর্জন ঘটবেই। বাঙালির উৎসব দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে যদি আমরা দেখি বিভিন্ন বাজারে ভিড় হলেও আশানুরুপ ব্যবসার খাতা খোলেনি, সকলেই এবিষয়ে চিন্তিত ভবিষ্যতে এবছর উৎসবের মরশুম গেলে তার পূর্ণাঙ্গ ফলাফল এলেই সঠিক ভাবে বোঝা যাবে অর্থনীতির হালহকিকত।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২১ সেপ্টেম্বর – ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

মেষ : মনের উদ্যম থাকলেও মাঝে মাঝে অবসাদ আসবে। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় ও চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। গৃহে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টা ভাল। শিক্ষায় ফল ভাল হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ রয়েছে।

বৃষ : শিক্ষায় অমনোযোগিতার জন্য মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্য হানির যোগ রয়েছে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে পারবেন। শরীরের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত।

মিথুন : একটু বুদ্ধি বিবেচনা করে চললে আপনি লাভবান হবেন। বন্ধুদের থেকে সাবধান হতে হবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আয় মোটামুটি হবে। ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মস্থলে শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে।

কর্কট : দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে অবহেলা করবেন না। মনের মধ্যে বিভিন্নরকম সন্দেহ বাসা বাঁধতে পারে, মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে নতুনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করুন তাতে আপনার ভাল হবে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে।

সিংহ : স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আপনার শিল্পীবোধ অন্যকে আকৃষ্ট করবে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বিবিধ বাধা বিঘ্ন আসবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে মনের মত ফল পাবেন না। কিন্তু অর্থ আসবে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। দৈব দুর্ঘটনার যোগ।

কন্যা : বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। লেখাপড়ায় বাধার মধ্যে দিয়েও সফলতা পাবেন। মানসিক শক্তির জোরে অসাধ্য সাধন করতে সমর্থ হবেন। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করলে যথেষ্ট ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে।

তুলা : কর্মস্থলে সুনাম যশ বৃদ্ধি পাবে। চলাফেরায় সাবধান থাকতে হবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কিন্তু সঞ্চয়ে বাধা। পূর্ব পরিকল্পিত কাজগুলি সুন্দর ভাবে করতে সক্ষম হবেন। বয়স্করা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক : সন্দেহের বশে অন্যকে কটু কথা বলবেন না। ভ্রাতা বা ভগ্নীর দ্বারা উপকৃত হবেন। কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য রেখে চলতে হবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। কিন্তু চেষ্টা করলে সফলতা আসবে। ব্যবসায়ে লাভযোগ লক্ষিত হয়।

ধনু : গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। জপ, ধ্যানের দ্বারা শান্তি আনতে হবে। শরীর ভাল যাবে না, ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট, যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে বাধার মধ্যেও শুভ ফল পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাওয়ার যোগ রয়েছে।

মকর : মনের উদ্যম নিয়ে এগিয়ে চলুন সফলতা আসবে। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। যাঁরা জমিজমা কাজে লিপ্ত তা ভাল ফল পাবেন অর্থাৎ লাভবান হবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিরঃপীড়ায় বা চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কুম্ভ : প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। আর্থিক বিষয়ে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হবে। খুব চিন্তা–ভাবনা করে মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন। জেদের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করতে যাবেন না। পড়াশুনায় ভাল ফল পাওয়া যাবে। কর্মযোগ শুভ।

মীন : লেখাপড়ায় ভাল ফল পেতে পারেন। আর্থিক বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। কর্মে উন্নতি বা নতুন কর্ম লাভের যোগ রয়েছে। গৃহে ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ যোগ রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন।

জীবনবিমায় কেরিয়ার এজেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেশ কিছু কেরিয়ার এজেন্ট নেবে জীবনবিমা নিগমের ইস্টার্ন জোনাল অফিস (কলকাতা)।

যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েটরাই আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তফসিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী এবং অভিজ্ঞ প্রার্থীরা বয়সে ৫ বছরের ছাড় পাবেন।

আবেদন করতে পারেন যে কোনও জেলার তরুণ–তরুণীরাই।

কেরিয়ার এজেন্টরা প্রথম বছর প্রতি মাসে ১২,০০০ টাকা, দ্বিতীয় বছরে প্রতি মাসে ১১,০০০ টাকা এবং তৃতীয় বছরে প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকা স্টাইপেন্ড পাবেন। এছাড়াও ব্যবসার ওপর আকর্ষণীয় কমিশন, স্কুটার বাইকের মতো যান কেনার জন্য অগ্রিম টাকা পাওয়া যাবে।

কাজের খবর

প্রার্থীর সম্পূর্ণ জীবনপঞ্জি ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ দরখাস্ত জমা দিতে হবে ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে।

দরখাস্ত জমা এবং প্রার্থী নির্বাচন পদ্ধতি–সহ বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই অফিসগুলিতে ঃ (১) মেট্রো সেন্টার ঃ ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, এল আই সি অব ইন্ডিয়া, সি এ বি, এইচ বি অ্যানেক্স, ৪, সি আর অ্যাভিনিউ, কলকাতা– ৭০০ ০৭২, ফোন : (০৩৩) ২২১২ ৪৫৮০, ৯৮৩৬১৯০১৩৪। (২) সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, সি এ বি–১, কুইন্স ম্যানসন, রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭১। ফোন ২২২৯ ৪৭৩৩ / ৮৯০২৪ ০৯৭২২। (৩) ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, এল আই সি অব ইন্ডিয়া, সি এ বি–২, জীবন সুধা, ষষ্ঠ তল, ৪২ সি, চৌরঙ্গি রোড, কলকাতা– ৭০০ ০৭১। ফোন : ২২৮৮ ৯৯৩৯ / ৯৭৩৩০ ১৭২২৩৩। (৪) সিনিয়র ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, সি এ বি, সি এফ – ১৬৩, সেক্টর – ১, সল্টলেক সিটি, কলকাতা – ৭০০ ০৬৪। ফোন : ২৩৫৮ ৮০৪৯ / ৯৪৩৩০ ২১৩৬০। (৫) ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, সি এ বি, বরানগর, ৪৬/১/সি, বি টি রোড, কলকাতা ৭০০ ০০২। ফোন : ২৫৫৭ ২৪২২ / ৯৪৭৪৩ ৬৭২৯৯।

রামকৃষ্ণ মিশনে কারিগরি প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইলেক্ট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক্স সরঞ্জাম (ডেস্কটপ, মনিটর ও টি ভি সি ডি প্লেয়ার, স্টেবিলাইজার ইত্যাদি) মেরামত এবং এয়ারকণ্ডিশনার ও রেফ্রিজারেট মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রশিক্ষণ দেবে রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির।

ইলেক্ট্রিক্যাল ও ইলেক্ট্রনিক্স সরঞ্জাম মেরামতের প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১ বছর। অন্তত মাধ্যমিক পাশ তরুণরা প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। সপ্তাহে ৩ দিন ক্লাস। প্রশিক্ষণ শুরু হবে ৩ অক্টোবর থেকে। এককালীন ফি ৫ হাজার টাকা। তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : ৯৭৩২১ ৩৭৩৯৫।

এয়ারকন্ডিশনার ও রেফ্রিজারেটর মেরামতের কোর্সটির মেয়াদ ৪ মাস। সপ্তাহে ৩ দিন ক্লাস। প্রশিক্ষণ শুরু হবে ২ ডিসেম্বর থেকে। অন্তত ক্লাস এইট পাশ ছেলেরা প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। কোর্স ফি : এককালীন ৪ হাজার টাকা। তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : ৯৭৩২৩ ৫৮৭৩২।

ভর্তির জন্য যোগাযোগের ঠিকানা : রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির, বেলুড় মঠ, হাওড়া। ফোন : ২৬৫৪ ১১৪৫।

রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরে লাইব্রেরিয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি : লাইব্রেরিয়ান পদে ২০ জনকে নেবে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর R/Lib–20/72(1)/2019.

ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি – এ ২, ও বি সি – বি ২, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, সঙ্গে লাইব্রেরি সায়েন্স ডিপ্লোমা। বয়স : ১–১–২০১৯ তারিখে ১৮ থেকে ৩৯ বছরের মধ্যে।

বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা, সঙ্গে গ্রেড পে স্নাতক ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে ৩,৯০০ টাকা এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে ৪,১০০ টাকা।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbhrb.in আবেদনের শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর, রাত ৮টা। ফি বাবদ গভর্নমেন্ট রিসিপ্ট পোর্টাল সিস্টেমের মাধ্যমে দিতে হবে ১৬০ টাকা।

দরখাস্তের পদ্ধতি–সহ বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনীতে ৯১৪ কনস্টেবল

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক সহ সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আই টি আই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯১৪ জন কনস্টেবল (ট্রেডসম্যান) নেবে কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী (সি আই এস এফ)। দেশের মোট আটটি সেক্টর – ইস্টার্ন, সাদার্ন, সাউথ ইস্টার্ন, নর্থ ইস্টার্ন সেক্টরে নিয়োগ হবে এই সমস্ত ট্রেডে : কুক, কবলার, বার্বার, ওয়াশারম্যান, কার্পেন্টার, সুইপার, পেইন্টার, ম্যাসন, প্লাম্বার, মালি এবং ইলেক্ট্রিশিয়ান। শুধুমাত্র তরুণা দরখাস্ত করবেন।

ট্রেড অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : কুক : শূন্যপদ ৩৫০টি (সাধারণ ১৩১, তফসিলি জাতি ৪৭, তফসিলি উপজাতি ২১, ও বি সি ৮৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৩২, প্রাক্তন সমরকর্মী ৩৫)। কবলার : শূন্যপদ ১৪টি (সাধারণ ৯, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি ৩, প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। বার্বার : শূন্যপদ ১১১টি (সাধারণ ৩৯, তফসিলি জাতি ১৮, তফসিলি উপজাতি ৮, ও বি সি ২৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৯, প্রাক্তন সমরকর্মী ১১)। ওয়াশারম্যান : শূন্যপদ ১৩৩টি (সাধারণ ৪৬, তফসিলি জাতি ১৯, তফসিলি উপজাতি ৯, ও বি সি ৩৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১২, প্রাক্তন সমরকর্মী ১৩)। কার্পেন্টার : শূন্যপদ ১৪টি (সাধারণ ৮, ও বি সি ৫, প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। সুইপার : শূন্যপদ ২৭০ টি (সাধারণ ৯৮, তফসিলি জাতি ৩৬, তফসিলি উপজাতি ১৮, ও বি সি ৬৫, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২৬, প্রাক্তন সমরকর্মী ২৭)। পেইন্টার : শূন্যপদ ৬টি (সাধারণ ৫, প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। ম্যাসন : শূন্যপদ ৫টি (সাধারণ ৪, প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। প্লাম্বার : শূন্যপদ ৫টি (সাধারণ ৪, প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। মালি : শূন্যপদ ৪টি (সাধারণ)। ইলেক্ট্রিশিয়ান : শূন্যপদ ৩টি (সাধারণ)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। সেইসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আই টি আই। সুইপার ট্রেডের ক্ষেত্রে আই টি আই সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।

বয়স : ১–৮–২০১৯ তারিখে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সি–রা ৩ বছরের এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা : ১৭০ সেমি (গোর্খা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬৫ সেমি, তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ (সেমি)। বুকের ছাতি : না ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮০ ও ৮৫ সেমি (গোর্খা প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৩ সেমি, তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৬ ও ৮১ সেমি)। বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন হতে হবে। দৃষ্টিশক্তি : চশমা ছাড়া ন্যূনতম দূরের ক্ষেত্রে ৬/৬ ও ৬/৯।

প্রার্থীকে শারীরিকভাবে সক্ষম হতে হবে। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, তির্যক চাউনি থাকলে চলবে না।

বেতনক্রম : ২১,৭০০–৬৯,১০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে মোট ছ'টি পর্যায়ে – হাইট বার টেস্ট, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, শারীরিক মাপজোক যাচাই, নথিপত্র যাচাই, ট্রেড টেস্ট, লিখিত পরীক্ষা। সবশেষে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে হাইট বার টেস্ট এবং ৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে ১.৬ কিলোমিটার দৌড়। লিখিত পরীক্ষায় জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বা জেনারেল নলেজ, এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স, অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপ্টিটিউড, এবিলিটি টু অবজার্ভ অ্যান্ড ডিসটিংগুইশ প্যাটার্নস, জেনারেল ইংলিশ বিষয়ে অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। সময় ২ ঘন্টা।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : http://cisfrectt.in পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকার পোস্টাল অর্ডার। ফি 'Assistant Commandant/DDO, CISF, SEZ–1, HQrs, Kolkata'র অনুকূলে জি পি ও, কলকাতায় প্রদেয় হতে হবে। তফসিলি ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি দিতে লাগবে না।

দরখাস্ত ভরা খামের উপর লিখবেন : 'APPLICATION FOR THE POST OF CONSTABLE/.....' শূন্যস্থানে যে ট্রেডের জন্য দরখাস্ত করছেন, তার নাম লিখে দেবেন।

২২ অক্টোবরের মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : DIG, CISF (South East Zone–I) HQs., Premises No. 553, East Kolkata Township (Kasba), Kolkata 700 107. খুঁটিনাটি বিষয় জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

ভারত ইলেক্ট্রনিক্সে গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫০ জন তরুণ–তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে ভারত ইলেক্ট্রনিক্স। অ্যাপ্রেন্টিসশিপ অ্যাক্টে, ১৯৬১ অনুসারে গাজিয়াবাদ ১ বছরের ট্রেনিং দেওয়া হবে মেকানিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেক্ট্রনিক্স–সহ বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং শাখায়। প্রশিক্ষণ চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। এই প্রশিক্ষণের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 12930/64/HRD/GAD/03.

ট্রেড অনুসারে আসন : মেকানিক্যাল : ১৫টি, কম্পিউটার সায়েন্স : ১০টি, ইলেক্ট্রনিক্স : ১৫টি, ইলেক্ট্রিক্যাল : ৪টি, সিভিল : ৬টি।

নিয়মানুসারে তফসিলি, ও বি সি, দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং আর্থিকভাবে অনগ্রসর প্রার্থীদের জন্য শূন্যপদ সংরক্ষিত হবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বি ই বা বি টেক কোর্স পাশ। বয়স ৩০–৯–২০১৯ তারিখে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলি ও দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ৫ এবং ও বি সিরা ৩ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন।

৩১–১০–২০১৬–র আগে স্নাতক পাশ প্রার্থীরা আবেদন করবেন না।

স্টাইপেন্ড : প্রতি মাসে ১১,১১০ টাকা।

প্রাথমিকভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে বাছাই করা প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে।

প্রথমে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.mhrdnats.gov.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের পর ওই ওয়েবসাইটেই এস্টাবলিশমেন্ট সার্চ অপশনে গিয়ে ভারত ইলেক্ট্রনিক্সে অ্যাপ্রেন্টিসশিপের জন্য আবেদন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনের সময় প্রার্থীর স্ক্যান কররা পাসপোর্ট মাপের ফটো (২০০ কেবি সাইজের মধ্যে), আধার কার্ড (১ এম বি সাইজের মধ্যে) এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র (১ এম বি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

কলকাতায় সেন্ট্রাল টুল রুম অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টারে নিখরচায় এয়ার কন্ডিশনার ও কম্পিউটার মেরামতির প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিখরচায় আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া তরুণ–তরুণীকে এয়ার কন্ডিশনার ও কম্পিউটার মেরামতির প্রশিক্ষণ দেবে সেন্ট্রাল টুল রুম অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার। কোর্সগুলি পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে করানো হবে। প্রতিটি কোর্সের মেয়াদ ৩ মাস।

কোর্সের বিবরণ : (১) ফিল্ড টেকনিশিয়ান–এয়ার কন্ডিশনার (২) ফিল্ড টেকনিশিয়ান কম্পিউটিং অ্যান্ড পেরিফেরালস। শিক্ষাগত যোগ্যতা : ন্যূনতম ক্লাস এইট পাশ। বয়স : ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।

সরকার অনুমোদিত দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী তরুণ–তরুণীরাই এই প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ পাবেন। প্রতিষ্ঠানের তরফে জানানো হয়েছে প্রশিক্ষণের শেষে চাকরি পেতে সাহায্য করা হতে পারে।

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ঠিকানা : সেন্ট্রাল টুল রুম অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার, বনহুগলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, কলকাতা–৭০০ ০১৮।

প্রার্থীর সম্পূর্ণ জীবনপঞ্জি, বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্রের নকল, আধার কার্ডের নকল, প্রার্থীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের পাসবুকের প্রথম পৃষ্ঠার নকল (পাসবুকের প্রার্থীর ছবি থাকা আবশ্যক)–সহ আবেদন করবেন। প্রতিষ্ঠানের তরফে আবেদনের শেষ তারিখ জানানো হয়নি।

আবেদনের পদ্ধতি–সহ বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরগুলিতে : ৯৩৩০১৯৩৩০৪, (০৩৩) ২৫৭৮০০০১। ওয়েবসাইট : www.msme-toolroomkolkata.com

শব্দবার্তা ১৪৬

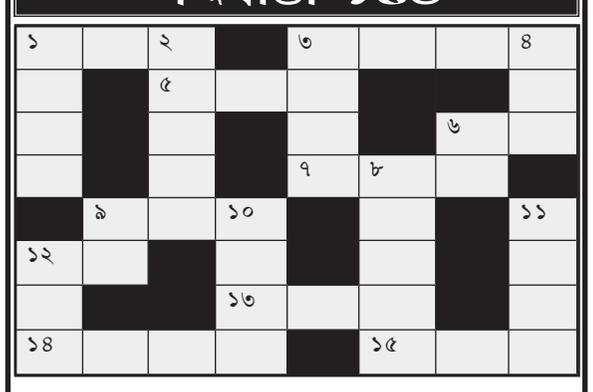

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। রাশিচক্রের অষ্টম রাশি ৩। অখ্যাতি, অপযশ ৫। গ্রন্থাদির রচয়িতা ৬। কাজ, কর্ম ৭। মুসলমানদের গোর ৯। পিতা ১২। অব্দ, সাল ১৩। উত্তরবঙ্গের প্রসিদ্ধ নদী ১৪। নানা কথা ১৫। একবারের বর্ষণ বা বৃষ্টি।

উপর–নীচ

১। বৃত্তের মতো আকার ২। গ্রামোফোন ৩। বিরক্তিকর বাচালতা ৪। প্রলেপ দেওয়া ওষুধ ৬। ফ্যাসাদ, সংকট ৮। কথার এটা হওয়া অনুচিত ৯। শ্রমিক ১০। মেঘজাত শিলা ১১। যে পশুপাখির ডাক নকল করতে পারে ১২। হঠাৎ অকস্মাৎ।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৪৫

পাশাপাশি : ১। জোলাপ ৩। আদিম ৫। রিমঝিম ৬। কারা ৭। রবার ৯। নরক ১১। তার ১২। তানপুরা ১৩। কনক ১৪। গমক।

উপর–নীচ : ১। জোরজার ২। পরিকর ৩। আম ৪। ময়রা ৬। কাবার ৮। বাহির ৯।নবরাগ ১০। কপর্দক ১১। তামাক ১২। তাক।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

কলকাতার ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন সেন্টারে জুনিয়র রিসার্চ ফেলো

নিজস্ব প্রতিনিধি : কিছু ছাত্রছাত্রীকে জুনিয়র রিসার্চ ফেলোশিপ দেবে ভেরিয়েবল এনার্জি সাইক্লোটন সেন্টার। এটি কেন্দ্রের অ্যাটমিক এনার্জি দফতরের অধীনস্থ একটি সংস্থা। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর VECC–1/2019. প্রার্থী বাছাই করা হবে ওয়াক–ইন–ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। ইন্টারভিউ ২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর, সকাল ১০টা থেকে। নির্বাচিত প্রার্থীরা হোমি ভাবা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটে পি এইচ ডি করার সুযোগ পাবেন। ওয়াক–ইন–ইন্টারভিউয়ের খুঁটিনাটি সহ বিস্তারিত তথ্যের জন্য আগ্রহীরা দেখতে পারেন এই ওয়েবসাইটে : www.vecc.gov.in

আতস কাঁচে

জলে ডোবা শিশু ফিরে পেল প্রাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রবাদে আছে রাখে হরি মারে কে? জলে ডুবে ভেসে উঠে একরত্তি শিশু ফিরে পেল প্রাণ। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন শিশুটির পরিবার সহ প্রতিবেশীরা। ঘটনাস্থল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম। শুক্রবার দুপুরে খেয়েই এক পা দু পা করে হেঁটে হেঁটে বাড়ির পিছনে বেশ কিছুদুর চলে যায় সোমাইয়া। বৃষ্টি হওয়ার জন্য রাস্তাও পিচ্ছিল হয়েছিল। সকলের অগোচরে ছোট্ট একরত্তি শিশু পা পিছলে পড়ে যায় ফিশারির জলে। বেশকিছুক্ষণ হাবুডুবু খেতে খেতে একসময় জলের তলা ডুবে যায় এবং বেশ কিছুক্ষণ পর জলের উপর ভেসেও ওঠে শিশুটি।এদিকে শিশুকন্যা কে না পেয়ে খোঁজাখুজি শুরু করেন পরিবারের লোকজন।খবর পেয়েই শিশুর বাবা রিয়াজউদ্দিন মোল্লা এবং মামা সফিকুল মোল্লা তড়িঘড়ি বাড়ির আশেপাশে খোঁজ করতে থাকেন। ততক্ষণে প্রতিবেশীরাও ভীড় জমিয়ে খোঁজখবর করতে শুরু করেছেন। আচমকা নজর যায় বাড়ির অদূরে ফিশারির দিকে। শিশুটিকে ফিশারির জলের মধ্যে ভাসতে দেখেন রিয়াজউদ্দিন।মূহুর্তে জলে ঝাঁপ দিয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করেন রিয়াজ ও সফিকুল। জল থেকে তোলার পর শিশুটির দেহে প্রাণ নেই বলে ভেঙে পড়েন রিয়াজউদ্দিন। প্রতিবেশীরাও কেউ কেউ গুণীনের দ্বারস্থ হওয়ার কথা বলে চাপা গুঞ্জন শুরু করেন।

রিয়াজ ভেঙে পড়লেও, ভেঙে পড়েনি সফিকুল। কারোর কোন কথা কর্ণপাত না করে ছোট্ট শিশুকে কাঁধে তুলে বাইক চালিয়ে সোজা স্থানীয় একটি নার্সিং হোমে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য। দীর্ঘপ্রায় ঘন্টাদুয়েক চিকিৎসা চলার পর হাল ছেড়ে দিয়ে নার্সিং হোমের চিকিৎসকরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু শিশুর মামা সফিকুল চিকিৎসকদের উপর ভরসা রেখেই চিকিৎসা চালিয়ে যেতে বলেন।এরপর চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে আচমকা চিৎকার করে ওঠে সোমাইয়া। পরিবারের লোকজন শুক্রবার সন্ধ্যায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে শুরু হয় আর একপ্রস্থ চিকিৎসা।

গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল পরকীয়া।আচমকা স্ত্রীর কাছে ধরা পড়ে যাওয়ায় কেরোসিন তেল দিয়ে নিজের স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ উঠলো খোদ স্বামীর বিরুদ্ধে। মৃত গৃহবধূর নাম শিখা সাউ(৩০)।ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার মাতলা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষপাড়া এলাকায়।পুলিশ ইতিমধ্যে অভিযুক্ত গৃহবধূর স্বামী তাপস সাউ কে গ্রেফতার করেছে।

স্থানীয় সূত্রে ও মৃতার বাপের বাড়ি সূত্রে জানা গেছে গত প্রায় পনেরো বছর আগে ক্যানিং মাতলা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজারলাট পাড়ার বাসিন্দা কানাই মন্ডলের মেয়ে শিখার সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাপসের এবং সেই সূত্রে তাপস ও শিখা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।বর্তমানে ওই দম্পতির ১৪ ও ১১ বছরে একটি পুত্র ও কন্যাসন্তান রয়েছে।পেশায় মাছের আড়তের ঠিকা কর্মচারী তাপস সাউ এর গত কয়েক বছর আগে অপর এক মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সেই অবৈধ সম্পর্কের কথা স্ত্রী জানতে পারায় প্রতিদিনই স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে বচসা হয়।অভিযোগ গত মঙ্গলবার রাতে আবার দুই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বচসা শুরু হলে আচমকা ঘরে থেকে কেরোসিন তেল বের করে শিখার গায়ে ঢেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায় তাপস। গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজন এমন ঘটনার খবর পেয়েই শিখা কে গুরুতর দগ্ধ অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন।রবিবার রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালেই মৃত্যু হয় শিখার।মৃতার বাপের বাড়ির লোকজন ক্যানিং থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন।অভিযোগের ভিত্তিতে গৃহবধূর মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

ভাড়া নিয়ে বচসা, যাত্রীর মারে জখম টোটো চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভাড়া নিয়ে বচসার জেরে যাত্রীর বেধড়ক মারধরে গুরতর জখম হলেন এক টোটো চালক সহ দুজন। গুরুতর জখম অবস্থায় টোটো চালক রাজু শাহ ও রাকিব শাহ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের বয়ারসিং এলাকায়।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে তালদি ষ্টেশন থেকে রয়ারসিং পর্যন্ত টোটো চালকদের জন্য ১০ টাকা যাত্রীতে ভাড়া ধার্য রয়েছে। এদিন বিকালে তালদি ষ্টেশন থেকে যাত্রী নিয়ে বয়ারসিং এলাকায় যাচ্ছিলেন রাজু শাহ। সেই সময় টোটোর এক যাত্রী নাসির উদ্দিন গাজীর সাথে ভাড়া নিয়ে বচসা শুরু হয়।অভিযোগ নাসির উদ্দিন ৫ টাকার বেশি ভাড়া দেবে না বলে জোর করতে থাকে। নাসিরের বাড়ির কাছে টোটো দাঁড়ালে নেমে যায় নাসির। মুহূর্তে বাড়ি থেকে এক কেজি বাটখারা নিয়ে এসে টোটোর উপর মেরে কাঁচ ভেঙে দেয়। পাশাপাশি কোমরের বেল্ট খুলে টোটো চালক কে বেধড়ক মারধোর করে। মারধোরের হাত থেকে রাজুকে তার ভাই রাকিব উদ্ধার করতে গেলে তাকেও বেধড়ক মারধোর করে জামা গেঞ্জি ছিঁড়ে দিয়ে দুজনকে নিয়ে বাড়ির মধ্যে আটকে রাখে।খবর পেয়ে টোটো চালকের বন্ধুবান্ধবরা নাসিরের বাড়ি থেকে গুরুতর জখম অবস্থায় তাদেরকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।টোটো চালক রাজু শাহ ক্যানিং থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জীবনতলায় অস্ত্রকারখানার হদিশ

আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই অস্ত্র ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার

সুভাষ চন্দ্র দাশ, জীবনতলা ঃ আগ্নেয়াস্ত্র সহ দুই অস্ত্র ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করলো দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশান গ্রুপ।

জীবনতলা থানার মৌখালি গ্রামে আকবর সরদারের বাড়িতে চার পাঁচ মাস ধরে একটি আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারখানায় অস্ত্র তৈরির কাজ চলছিল এবং সেখান থেকে বিভিন্ন সমাজ বিরোধীদের হাত বদল হয়ে ক্যানিং, বাসন্তী, জয়নগর, গোসাবা এলাকায় বিক্রি করতো দুষ্কৃতীরা। গোপন সূত্রে এমন খবর আসতে থাকে বারুইপুর জেলা পুলিশে।

রবিবার রাতে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশান গ্রুপ জীবনতলা থানার মৌখালি এলাকার আকবর সরদারের বাড়িতে হানা দিয়ে তল্লাশি অভিযান শুরু করে।

তল্লাশি অভিযানে সেখান থেকে ৩ টি সিঙ্গেল ব্যারেল, ১ টি এয়ারগান, ১ টি ৬ চেম্বার রিভালবার, ১টি সেভেন এমএম পিস্তল, ১০ টি তাজা কার্তুজ, ৩কেজি ৬০০ গ্রাম গান পাউডার, ৬ টি আনফিনিশড পিস্তল, ইলেক্ট্রিক ড্রিল মেশিন, গ্রেজ মেশিন সহ অন্যান্য অস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় বাড়ির মালিক আকবর সরদার ও আমির সাঁপুই নামে দুজন কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।ধৃতদের আলিপুর আদালতে তোলা হবে। ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হবে।তবে কোথা থেকে তারা এই অস্ত্র তৈরির প্রশিক্ষণ নিয়েছে তা গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

উল্লেখ্য, গত কয়েক মাস ধরেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার চলছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে এসে এই জেলায় বেআইনি অস্ত্র মজুত নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। এলাকা থেকে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারের জন্য পুলিশকে তিনি নির্দেশও দিয়েছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সেই নির্দেশের পর থেকেই জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অস্ত্র উদ্ধারের কাজ শুরু করে পুলিশ। বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সাফল্যের সাথে গত দশ মাসে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করেছে। উদ্ধার হয়েছে অস্ত্র তৈরির কারখানাও।

ডাক ব্যবস্থাকে বদলে দিয়ে দেশে দ্বিতীয় ক্যানিং পোষ্ট অফিস

নিজস্ব প্রতিনিধি: বর্তমানে অত্যাধুনিক পরিষেবা পেতে আগ্রহী সাধারণ মানুষজন। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে চিঠিপত্র দেওয়া নেওয়া প্রায় উঠেই গেছে। পোষ্ট অফিস গুলি প্রায় নির্জীব হয়ে পড়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিভিন্ন জন পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে ভারতীয় ডাক বিভাগ।

প্রবাদেই আছে প্রতিভা থাকলেই তার বিকাশ ঘটবেই,কোনও শক্তি আটকে রাখতে পারবে না। । এমন অমূল্য বাণীকে বাস্তবে রূপায়িত করে দেখিয়ে দিলেন ভারতীয় ডাক বিভাগের একজন অত্যন্ত সাধারণ কর্মী। গত ৫ জুলাই থেকে ১৪ আগষ্ট পর্যন্ত ভারতীয় ডাক বিভাগ একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। যার নাম ছিল আজ কা বাদশা'।প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতীয় ডাক বিভাগের উদ্যোগে এই আজ কা বাদশা' কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার মানুষজনের সাথেই নিবিড় জনসংযোগ স্থাপন করে ডাকঘরে আইপিপিবি(Indian post payment Bank)

এর আওতাধীন এনে একত্রিত করে ভারতীয় অর্থনীতির বদল আনতে।পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের ডাক বিভাগ ঘোষণা করেছিলেন দেশের মধ্যে সেরা ১০ জন ডাককর্মী হাতে আজ কা বাদশা' পুরষ্কার তুলে দেওয়া হবে। সেই ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে ২৭ হাজার সাবপোষ্ট অফিস,১২৯৬০০ ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসের প্রায় আড়াই লক্ষ ডাককর্মী প্রত্যন্ত গ্রাম এবং শহরতলি মানুষের সাথে জনসংযোগের মাধ্যমে প্রতিটি ডাকঘরে আইপিপিবি এর অর্ন্তভুক্তি প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ক্যানিং টাউন পোষ্ট অফিসের একজন সাধারণ কর্মী নন্দলাল নস্কর প্রত্যন্ত গ্রামের ৪১২৭ জন দরিদ্র মানুষের সাথে জনসংযোগের মাধ্যমে আইপিপিবি এর অর্ন্তভূক্তি করে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসেন।সেই সুবাদে গত ৯ সেপ্টেম্বর নতুন দিল্লির বিজ্ঞান মঞ্চে নন্দলাল নস্করের হাতে 'আজ কা বাদশা' পুরষ্কার তুলেদেন কেন্দ্রীয় আইন ও যোগাযোগমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ।নন্দলাল বাবু কৃতিত্বের সাথে এমন জাতীয়স্তরে পুরষ্কার পাওয়ায় খুশি সুন্দরবন সহ সমগ্র রাজ্যবাসী।

উল্লেখ্য, এই আইপিপিবি অ্যাকাউন্টে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা রয়েছে বলে জানাগেছে। জিরো ব্যালেন্স –এ এই অ্যাকাউন্টটি খোলা যায়,লেনদেন না করে ও অ্যাকাউন্টের তিন বছর পর্যন্ত বৈধতা থাকবে এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে নতুন অ্যাকাউন্ট নম্বরটি গ্রাহক সাথে সাথে পেয়েও যাবেন। । পাশাপাশি দেশের যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে যদি কোনও ব্যাক্তির অ্যাকাউন্ট থাকে এবং আইপিপিবি অ্যাকাউন্ট না থাকলেও তিনি পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত লেনদেন করতে পারবেন।একমাত্র আধার কার্ড, ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং একটি মোবাইল ফোন নম্বরে মিটবে সমস্যা। পোষ্ট অফিসে এমন অ্যাকাউন্ট খুলতে সময় লাগছে মাত্র পাঁচ মিনিট। আবার লেনদেনের জন্য সময় লাগছে মাত্র তিন মিনিট। এই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে গ্রাহক তার সমস্ত রকম সরকারী অনুদানও পেতে পারবে।অনেক সময় ধর্মঘট, বিদ্যু এবং লিঙ্ক না থাকায় গ্রাহকদের হয়রানির শিকার হতে হয়। বিভিন্ন রাষ্টায়াত্ত ব্যাঙ্কে,পোষ্ট অফিসের এই অ্যাকাউন্ট থেকে গ্রাহক সচ্ছতা ভাবে পরিষেবা পাবেন সকাল ১০ টা থেকে বিকাল তিনটে পর্যন্ত।এক্ষেত্রে কোন ধর্মঘট,বিদ্যুত কিংবা লিঙ্ক না থাকার কোনও সম্পর্ক নেই। ফলে একদিকে যেমন সময় বাঁচবে আবার খুব তাড়াতাড়ি লেনদেনের সমস্যাও মিটবে।

দেশের মধ্যে ক্যানিং টাউন পোষ্ট অফিস আজ কা বাদশা'য় দ্বিতীয় স্থান পাওয়া প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বারুইপুর প্রধান পোষ্ট অফিসের অধিকর্তা পি কে দাস বলেন, আইপিপিবি প্রতিযোগিতায় আজ কা বাদশায় বাংলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ক্যানিং টাউন পোষ্ট অফিসের নন্দলাল নস্কর দ্বিতীয় পুরষ্কার ছিনিয়ে নিয়ে আসায় আমরা তথা আজ বাঙালির কাছে এক গৌরব উজ্জল দিন।

অন্যদিকে, ক্যানিং টাউন পোষ্ট অফিসের অধিকর্তা বীরেন্দ্র নাথ দাস বলেন, নন্দলাল নস্কর আজ কা বাদশায় ক্যানিং টাউন পোষ্ট অফিসের মান মর্যাদা জাতীয়স্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা সকল কর্মীবৃন্দ আনন্দিত।

এ বিষয়ে পুরষ্কার প্রাপক নন্দলাল বাবু বলেন, ক্যানিং টাউন পোষ্ট অফিস জাতীয়স্তরে যে সম্মান অর্জন করেছে এটা এই ক্যানিং পোষ্ট অফিসের সকল কর্মীর একাগ্রতার জন্য সফল হয়েছে। আগামী দিনে যাতে করে দেশের মধ্যে এক নম্বর স্থান দখল করতে পারে সেই চেষ্টাই

মিড–ডে মিলে চুরি, বিক্ষোভ অভিভাবক

নিজস্ব প্রতিনিধি: মিডডে মিলের চাল,ডাল,তেল চুরির প্রতিবাদে স্কুলের দরজায় তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন স্কুল পড়ুয়া সহ শতাধিক গ্রামবাসীরা।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার জ্যোতিষপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাণীগড় জ্যোতিষপুর হাইস্কুল' এ। অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই মিডডে মিলের চাল, ডাল, তেল চুরি করা হচ্ছে। রাণীগড় জ্যোতিষপুর হাইস্কুলের মিডডে মিল রান্নার দায়িত্ব থাকা মাদার টেরিসা SGSY' দলের সুপর্ণা হালদার , মায়া হালদার , মেনকা হালদার,আরতি হালদার'রা মিডডে মিলের চাল,ডাল,তেল চুরি করে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় শুক্রবার স্থানীয় গ্রামবাসী ও অভিভাবকদের হাতে ধরা পড়ে যায়। গ্রামবাসী সহ অভিভাবকদের অভিযোগ বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের মদতে এমন ঘটনা দিনের পর দিন ঘটে চলেছে। আর এই চুরির ঘটনা কেন্দ্র করে গ্রামবাসীরা শনিবার বিদ্যালয়ের গেটে তালা লাগিয়ে প্রায় ঘন্টাতিনেক বিক্ষোভ অবস্থান করেন।ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন বাসন্তী থানার পুলিশ।

উল্লেখ্য এই রাণীগড় জ্যোতিষপুর হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ১২০০ ছাত্র ছাত্রী পড়াশোনা করে। এর মধ্যে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রায় ৭০০ ছাত্রছাত্রী মিডডে মিল খেয়ে থাকে।

স্থানীয় গ্রামবাসী সুমন সরদার বলেন, মিডডে মিলের সাথে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবব্রত মন্ডলও জড়িত রয়েছেন।বিক্ষোভের আগাম খবর পেয়েই তিনি আজ স্কুলে আসেননি।

মিডডে মিল দুর্নীতি নিয়ে জানার জন্য প্রধান শিক্ষক দেবব্রত মন্ডল কে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করা হয়। ফোন রিং হয়ে গেলেও তিনি ফোন না ধরায় তাঁর কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি তবে দীর্ঘক্ষণ পর অন্য একটি ফোন নম্বর থেকে দেবব্রত বাবু ফোন করে এই প্রতিনিধি কে স্কুলে কোনও দুর্নীতি নেই বলে ফোন কেটে দেন।

মিডডে মিল সংক্রান্ত দুর্নীতি নিয়ে স্থানীয় গ্রামবাসী এবং অভিভাবকরা এদিন রাণীগড় জ্যোতিষপুর হাইস্কুলের ইতিহাস শিক্ষক মৃণাল কান্তি মন্ডল এবং বাসন্তী বিডিও সৌগত সাহা'র কাছে একটি অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন।

বিডিও সৌগত সাহা বলেন, মিডডে মিল সংক্রান্ত দুর্নীতি নিয়ে একটি অভিযোগ পেয়েছি। খতিয়ে দেখে দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেব।

অন্যদিকে মিডে মিল সংক্রান্ত দুর্নীতি নিয়ে সরব হয়ে ক্যানিং ডেভিড সেশুন হাইস্কুলের বাংলা বিভাগের শিক্ষক যাদব চন্দ্র বৈদ্য বলেন, পশুখাদ্য চুরি করার জন্য বিহারের লালু প্রসাদ যাদবের জেল হয়েছিল। আর এই বাংলায় যারা শিশুখাদ্য চুরি করে নিজেদের আখেরে গুছিয়ে নিচ্ছে তাদের অবিলম্বে কঠোর শাস্তি হওয়া প্রয়োজন,না হলে নিত্যদিনই এমন শিশুখাদ্য চুরি হতে থাকবে।

উত্তরের আঙিনায়

১৫টি তক্ষক উদ্ধার, গ্রেফতার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি: জলপাইগুড়ি বনদপ্তর এর স্পেশাল টাস্কফোর্সের অভিযানে উদ্ধার ১৫টি তক্ষক, গ্রেফতার ৩ জন। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে রবিবার রাতে স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের প্রধান সঞ্জয় দত্ত এবং তার টিম দলসিং পাড়া তে অভিযান চালায়। তক্ষকগুলি ভুটান নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছিল দলসিং পাড়া এলাকাতে বিক্রির উদ্দেশ্যে। বনদপ্তর এর অভিযানে গ্রেপ্তার হয়েছে তিনজন তিনজনই দলসিং পাড়া এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদেরকে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হবে। উদ্ধার হওয়া পনেরো টি তক্ষক এর চোরা বাজারে দর কয়েক কোটি টাকা। বনদপ্তর এর স্পেশাল টাস্কফোর্সের আধিকারিক সঞ্জয় দত্ত জানিয়েছেন বন সুরক্ষার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে খবর পেয়ে ছিল বনদপ্তর। সাম্প্রতিককালে এত তক্ষক উদ্ধারের ঘটনা প্রথম।

অপহৃত শিশু উদ্ধার পাহাড়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি: অপহৃত শিশু উদ্ধার পাহাড়ে। মুক্তিপণ চেয়ে করা হয়েছিল ফোন! বিশেষ পুলিশের দল উদ্ধার করল শিশুকে! খুশির হাওয়া ব্যবসায়ীর পরিবারের মধ্যে! সাফল্যে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার আশিঘ। আউট পোস্ট পুলিশের! শনিবার দুপুরে হয় অপহরণ। শিশুটি ইস্টার্ন বাইপাস এর একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ছাত্র। শিশুটির মা–বাবার সেঠ শ্রীলাল মার্কেটে রয়েছে বেশ কিছু দোকান।

অপহরণকারী পরিবারের সদস্য বলে জানা গিয়েছে। কালিম্পং থেকে উদ্ধার শিশু এবং অভিযুক্ত। একটি স্কুটি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শিশুকে।

নকল মদ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি: শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া থানার অন্তর্গত বিধাননগর ইনভেস্টিগেশন সেন্টারের পুলিশ বিধাননগর পার্শ্ববর্তী কিছু এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে নকল মদ তৈরি করার সরঞ্জাম ও নকল মদ উদ্ধার করে। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে মদাতি শা লাইন এলাকার বাসিন্দা রাজেশ মন্ডল ও অশোক ছেত্রী কে গ্রেপ্তার করে বিধান নগর ইনভেস্টিকেশন সেন্টারের পুলিশ। উদ্ধার হওয়া নকল মদের বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা বলে জানা গিয়েছে।

কলেজ তুমি কার?

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলেজ তুমি কার, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ নাকি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের, এই নিয়ে মঙ্গলবার সারাদিন উত্তপ্ত তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় চত্বর। ঘটনায় শহর বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি প্রসেনজিৎ বসাক সহ তৃণমূলের কয়েকজন। বিজেপির প্রসেনজিৎ বসাক সহ তৃণমূলের একজন হাসপাতালে ভর্তি ।বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। বিজেপির মারে শহরের তৃণমূল নেতা মিজানুর রহমান সামান্য আহত হয়। এদিন বিজেপির যুব নেতাকে দেখতে হাসপাতালে যান বিজেপির কোচবিহার জেলা সভানেত্রী মালতি রাভা।

জানা যায়, তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই কলেজে কর্তৃত্ব স্থাপন করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। কিন্তু ২৩শে মের পর থেকে এই কলেজ দখল করে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের সদস্যরা। চলতি বছরের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছাত্রীদের নবীনবরণ উৎসব ১৯ সেপ্টেম্বর করবে

বলে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে জানা যায়। তাই কলেজের ক্ষমতা পুনরায় উদ্ধারের জন্য আজ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে মিছিল করে কলেজে যায়। আগে থেকেই কলেজে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের ছাত্র ছাত্রীরা সেখানে ছিল। বড় ধরনের গন্ডগোলের আশঙ্কা পেয়ে পুলিশ এই মিছিল আটকে দেয়।পরে টিএমসিপির পক্ষ থেকে জোর পূর্বক অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের পতাকা খুলতে গেলে পুলিশ পিছু ধাওয়া করে এবং কয়েকজন ছাত্র পড়ে গিয়ে আহত হয়। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে পুলিশ ছাত্রদের উপর লাঠি চার্জ করেছে। কিন্তু পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রচুর পুলিশ ও র‍্যাফ মোতায়ন করা হয়েছে। গোটা এলাকা থমথমে রয়েছে।

সৌন্দর্যায়নে কোচবিহার পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে কোচবিহার শহরকে হেরিটেজ ঘোষণার পর থেকেই এই শহরকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কোচবিহার পুরসভা থেকে প্রশাসন সকলেই। ইতিমধ্যেই পুরসভার প্রশাসনের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয় বিভিন্ন উদ্যোগ। কোচবিহারের প্রাণকেন্দ্র ভবানীগঞ্জ বাজার সংলগ্ন এলাকা জুড়ে দীর্ঘদিন ধরেই চলছিল যানজট আর তাই যানজটমুক্ত শহর গড়তে রবিবার থেকে কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজারের চারপাশের রাস্তাকে একমুখী করা হল।

সোনারপুরে দিদিকে বলো

অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা তৃণমূল জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি অনিরুদ্ধ হালদারের নেতৃত্বে দিদিকে বলো কর্মসূচি সোনারপুর উত্তর বিধানসভার গড়িয়া এলাকায়। আগামী কাল থেকে রাজপুর সোনারপুরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে দিদিকে বলো কর্মসূচি করবেন তৃণমূল যুব কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের দঃ চব্বিশ পরগনা জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সাত টি ধাপে এই কর্মসূচি পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এদিন দিদি কে বলো কর্মসূচির মধ্যে এনআরসি র বিরুদ্ধে বক্তব্য উঠে আসে। আগামী ১৭ থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর জেলার ৪ টি মহকুমা তে এনআরসি র বিরুদ্ধে বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে । আজকের সোনারপুরের এই দিদি

কে বলো কর্মসূচি তে উপস্থিত ছিলেন সোনারপুর উত্তর বিধানসভার যুব কংগ্রেসের সভাপতি অমিতাভ দত্ত , ৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তরুণ কুমার মন্ডল ,গড়িয়া টাউন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি।

আইনজীবীর খোঁজে হাসপাতাল চত্বরে গোরু

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতিদিনই রাত্রে এক আইনজীবীর খোঁজে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে হাজির হতে দেখা যায় একটি গোরুকে।এমন ঘটনা শুনেই আশ্চর্য হয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন আইনজীবীর খোঁজে হাসপাতালে গোরু?এসব আবার হয় না কি?হয়,স্বামী বিবেকানন্দের অমূল্য বাণীই তার প্রতিফলন।

শুক্রবার ঘড়িতে রাত তখন প্রায় আটটা। ক্যানিং হাসপাতাল চত্বরের রোগীর পরিবার পরিজনদের ভীড়। দফায় দফায় বৃষ্টিও হচ্ছে। এরই ফাঁকে একটি পূর্ণ বয়স্ক গোরু হাসপাতাল চত্বরে একটি চায়ের দোকানের সামনে ঘোরাঘুরি করছে। বেশ বড় বড় শিংওয়ালা গোরু দেখে অনেকেই ভয়ে পালিয়ে যেতে ব্যস্ত। এর ফাঁকেই এক ব্যক্তি গোরুকে তাড়াতে হন্তদন্ত হয়ে একটি লাঠি হাতে এগিয়ে এসে শান্তশিষ্ট গোরুটিকে তাড়াতে থাকেন। গোরুটিও ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল চত্বর ছেড়ে যেতে নারাজ।

এদিকে অন্যান্য দিনের মতো সঠিক সময়ের থেকে দশ মিনিট দেরিতে হাসপাতাল চত্বরে চা খেতে এসেছিলেন স্থানীয় এক আইনজীবী দীপক হালদার।এই আইনজীবীর জন্য অপেক্ষা করছিল গোরুটি! গোরু অপেক্ষা করছে আইনজীবীর জন্য?এমন হয় না কি?এমন ঘটনাও সম্ভব হয়।আইনজীবী চায়ের দোকানের সামনে আসতেই হাসপাতাল চত্বরে রোগীদের পরিবার পরিজনের ভীড় ঠেলে গোরুটি এগিয়ে যায় আইনজীবীর সামনে।

অন্যান্য দিন এই আইনজীবী চা খেতে এসে প্রতিদিনই এই গোরুটিকে ২০ টাকার বিস্কুট কিনে খেতে দেন এবং আদর করে থাকেন। খাওয়া হয়ে গেলেই হাসপাতাল চত্বর থেকেই চলে যায় অন্যত্র।আবার ঘটনা দেখতে অপেক্ষা করতে হয় আগামী দিনের রাত আটটা সময়ের জন্য।এমনই এক মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে গোরু এবং আইনজীবী। নির্দিষ্ট সময়ের এমন কর্মকান্ড প্রায় একবছরেরও বেশি সময় অতিক্রম করেছে বলে জানালেন স্থানীয় চা বিক্রেতা দেবপ্রসাদ বৈদ্য সহ কালীদাস দেবনাথ,দেবব্রত মুখার্জী,অলোক রায়'রা।তারা এও বলেন, যেদিন দীপকবাবু আসতে পারেন না,সেইদিন গোরুটি রাত নটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে আবার চলে যায়।

স্থানীয় আইনজীবী দীপকবাবুর এমন কর্মকান্ড দেখে রাজনৈতিক নেতানেত্রী থেকে শুরু করে বিশিষ্ট সমাজসেবীরা প্রশংসা করছেন।

রাস্তার গোরুর প্রতি এমন সেবামূলক কাজের জন্য দীপকবাবু কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন জীবে প্রেম করে যেই জন,সেই জন সেবিছে ঈশ্বর স্বামীজির এই অমূল্য বাণী পাথেয় করে জীব সেবায় সামান্য ভাবে নিজেকে নিয়োজিত করার চেষ্টা করেছি মাত্র।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৩ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ২১ সেপ্টেম্বর – ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

রেশন কার্ড বিড়ম্বনা চলছেই

বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই বাঙলার ঘরে ঘরে ডিজিটাল রেশন কার্ড পৌঁছে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছিল। অনেক আশা জেগেছিল মানুষের মনে। ক্রমশ রেশন কার্ডেও ধনী দরিদ্রের বিভাজন টেনে দেয় রাজ্য সরকার। বহু ভুয়ো রেশন কার্ড উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছিল। এরপর মহল্লায় মহল্লায় ডিজিটাল রেশন কার্ড করার হিড়িক পড়ে যায়। ফর্ম ফিলাপ, কোথাও বা ছবি দেওয়া, আধার কার্ডের জেরক্স ইত্যাদি নানা ঝক্কি পেরিয়ে সাধারণ মানুষ কাজ কর্ম স্থগিত রেখে লাইন দিয়ে ফর্ম জমা দিয়েছিল রেশন দোকানগুলিতে। এর অনেক দিন পর কিছু সংখ্যক ডিজিটাল রেশন কার্ড বিলি হতে শুরু করলো স্থানীয় শাসক দলের নেতাদের বাড়ি থেকে। ওয়ার্ড অফিস থেকেও কিছু কার্ড বিলি হলো। এরপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে। কিছু মানুষ রেশন পেয়েছে, কিছু ডিজিটাল কার্ডের অভাবে আর রেশন তুলতে পারেনি। রেশন দোকানের মালিক স্রেফ জানিয়ে দেয় আগে ডিজিটাল কার্ড করে নিয়ে আসতে হবে তারপর রেশন দেওয়া হবে। প্রান্তিক মানুষ দু টাকার চাল আর কেরোসিন তেল তোলবার জন্য অবশ্যই ওই কার্ডের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। যারা বি পি এল পর্যায়ে পরেন না তাদের মধ্যেও কার্ড তোলার জন্য ব্যাকুলতা দেখা গেছে। কারণ রেশন কার্ড শুধু রেশন কার্ড নয় ভোটার কার্ড এবং স্থায়ী ঠিকানার মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। মাস কয়েক আগে রেশন দোকান গুলিতে ডিজিটাল কার্ড প্রাপকদের তালিকা ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। আগে যারা ফর্ম ফিলাপ করেছিলেন তাদের অনেকেই ডিজিটাল কার্ড পেলেন না। এখন যখন তারা কর্পোরেশন অফিসগুলিতে ডিজিটাল কার্ডের আশায় যাচ্ছেন সেখানেও সদুত্তর মিলছে না। বহু প্রবীন নাগরিককে বিশাল লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। বলা হচ্ছে নতুন করে ফর্ম ফিলাপ করার জন্য। অথচ অন–লাইনে এই ব্যবস্থা করলে কাজ অনেক সহজ হয়ে যেত সরকারের, আসতো স্বচ্ছতাও। মেয়র সাহেব জানিয়েছিলেন মাত্র ৫ থেকে ১০ শতাংশ ব্যক্তি ডিজিটাল কার্ড পাননি। বাস্তবে চিত্রটা কিন্তু অন্যরকম। এক একটি কর্পোরেশনের বরো অফিসে ৮ থেকে ১২টি ওয়ার্ডের ডিজিটাল কার্ড না পাওয়া মানুষগুলি কাজকর্ম ফেলে রেখে লাইন দিয়েছেন সকাল থেকে। স্বাভাবিক ভাবেই বাদানুবাদ আর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে মাঝে মধ্যেই। অনেকটা সেই নোট বন্দির দিনগুলোর মতো।

ডিজিটাল কার্ড না পাওয়ার অস্বচ্ছতা দূর করতে এখনও পর্যন্ত তেমন উদ্যোগ চোখে পড়ছে না। পুরসভার মোট ১৪৪টি ওয়ার্ডে যদি ডিজিটাল কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হতো তাহলে মানুষের বিড়ম্বনা অনেক কমতো। এখন সর্বত্রই অন–লাইনের ছড়াছড়ি সরকারের প্রায় প্রতিটি কাজেই অন–লাইন ব্যবস্থাই শেষ কথা। অথচ খাদ্য দফতরের এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কেন অস্বচ্ছতা। এই নিয়ে ডিজিটাল কার্ড প্রত্যাশী ক্লান্ত শ্রান্ত মানুষগুলির একটাই জিজ্ঞাসা কবে তারা সেই রেশন কার্ড হাতে পাবেন এবং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবেন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কর্ম ও তাহার রহস্য

তবে আমরাও দানব, নতুবা কেন আমরা এ জগতে থাকিব? 'হায়! এ জগতে লোকগুলি এত স্বার্থপর!'–এ কথা সত্য, কিন্তু আমরা যদি তাহাদের চেয়ে ভাল হই, তবে তাহাদের সঙ্গে কেন আমরা বাস করিব? এই বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ।

যেটুকুর যোগ্যতা আমাদের আছে, সেইটুকুই আমরা পাইয়া থাকি। এ–কথা বলা মিথ্যা যে, জগৎ অসৎ আর আমরা কেবল সৎ। ইহা কখনই হইতে পারে না, এইরূপ আমরা বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু ইহা সত্যের প্রচন্ড অপলাপ।

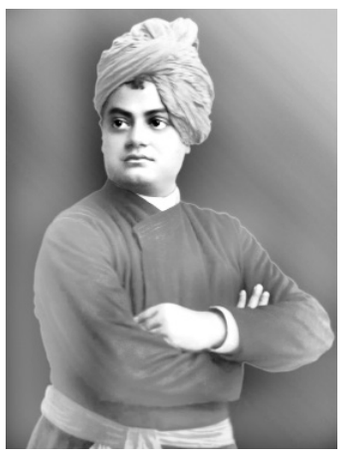

সর্বাগ্রে ইহাই শিক্ষণীয়ঃ বাহিরের কোন কিছুকে অভিসম্পাত না দিতে অথবা কাহারও উপর দোষারোপ না করিতে বদ্ধপরিকর হও। মানুষ হও, উঠিয়া দাঁড়াও, নিজের উপর দোষারোপ কর। দেখিবে ইহাই সর্বদা সত্য পথ। নিজেকে বশে আন।

ইহা কি লজ্জার বিষয় নয় যে, কখনো কখনো নিজেদের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে কত বড় বড় কথা বলি, বলিয়া থাকি আমরা দেবস্বরূপ, ঘোষণা করি আমরা সব কিছুই জানি, আমরা সব কিছুই করিতে পারি, আমরা নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক, জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিঃস্বার্থ, আবার পরমুহূর্তে একটি ক্ষুদ্র প্রস্তুতখণ্ড আমাদিগকে কষ্ট দেয়, কোন সাধারণ ব্যক্তির অল্প ক্রোধও আমাদিগকে পীড়া দেয়। পথের যে কোন নির্বোধ ব্যক্তিও 'এইসব দেবতাদের' জীবন দুঃখময় করিয়া তোলে। আমরা যদি সত্যই দেবস্বরূপ হই, তাহা হইলে কি আমাদের এইরূপ দুরবস্থা হওয়া উচিত? বাহ্য জগৎই আমাদের দুঃখ–দুর্দশার জন্য দায়ী —এইরূপ অভিযোগ কি সত্য? যে ঈশ্বর শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, তিনি কি আমাদের কোন ছল–চাতুরী দ্বারা দুঃখগ্রস্ত হইতে পারেন? তোমরা যদি যথার্থ নিঃস্বার্থ হও, তাহা হইলে বলিতে হইবে– তোমরা ঈশ্বরতুল্য। কোন বহির্জগৎ হও, তাহা হইলে বলিতে হইবে– তোমরা ঈশ্বরতুল্য। কোন বহির্জগৎ তোমাদিগের উপর আঘাত হানিতে

ফেসবুক বার্তা

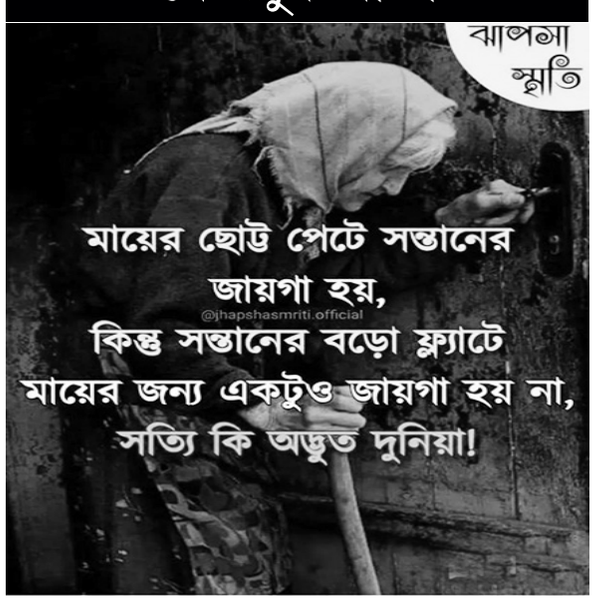

আধুনিক বাঙালির অভিভাবক বিদ্যাসাগর প্রকৃত অর্থনৈতিক ব্রাহ্মণ ছিলেন কি?

নির্মল গোস্বামী

পলাশির আম বাগানে লর্ড ক্লাইভের ভাগ্য ফিরেছিল প্রায় ৬৩ বছর আগে। তারপর থেকেই বাংলার কোম্পানির রাজত্ব কায়েম হয়েছিল। বেনামে–স্বনামে। কলকাতা কোম্পানির প্রধান বাণিজ্য স্থলে পরিণত হল ধীরে ধীরে। শহর পত্তনের পর থেকেই মানুষের স্রোত কলকাতা অভিমুখী। রুটি রুজির টানে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার বীর সিংহগ্রামের ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই ও কলকাতায় এসেছিলেন কোনও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে খাতা লেখার কাজ নিয়ে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ২৬ সেপ্টেম্বর এই ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহিনীর কোলে জন্ম নিল এক ক্ষণজন্মা পুত্র। জন্মের সময় ঠাকুরদাস বাড়িতে ছিলেন না হাটে গিয়েছিলেন। ঠাকুর দাসের পিতা রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামের রাস্তায় ঠাকুরদাসের সাক্ষাৎ পেয়ে মস্করা করে বলেন যে আমাদের ঘরে একটা এঁড়ে বাছুর হয়েছে। ঠাকুরদাস বাবার কথা সত্যি ভেবে বাড়িতে এসে প্রথমে গোয়ালে যান বাছুর দেখতে। উল্লেখ থাকে যে সে সময় ঈাবরের জন্ম হয়েছিল সেই সময় বাড়ির একটি গাভীও আসন্ন প্রসবাছিল। তাই ঠাকুরদাস বাবার মস্করাকে সত্যি ভেবেছিলেন।

তাতে ঈশ্বরচন্দ্রের ঠাকুরদা সদ্‌ব্রাহ্মণের কথা যে ব্যর্থ হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া গেল ওই শিশুর চরিত্রের মধ্যে। শিশু বয়স থেকে আমৃত্যু পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের চরিত্রের মূল গুণই ছিল অদম্য ভেদ। তিনি ছিলেন একগুঁয়ে যেটা করব বলে মনে করতেন তা করেই ছাড়তেন। আমাদের চলতি ভাষায় একেই বলে ষাঁড়ের গো।

বাংলার নবজাগরণে পুরোধা পুরুষের নাম করতে হলে দুটি নাম এক সাথে উচ্চারিত হয়। রামমোহন–বিদ্যাসাগর আবার মনে রাখা প্রয়োজন যে বিদ্যাসাগর তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের দেওয়া একটা উপাধি মাত্র। আমরা যে বিদ্যাসাগরকে নিয়ে চর্চা করছি সেই বিদ্যাসাগরের সময় কালে কলকাতায় আরো চারজন বিদ্যাসাগর উপাধি প্রাপ্ত মানুষ ছিলেন।তাদের ইতিহাস মনে রাখেনি। আমাদের বিদ্যাসাগরকে মানুষ মনে রেখেছে কারণ তিনি সাধারণ নন। তিনি অনন্য। আধুনিক বাঙালির অভিভাবক হিসাবে তাঁকে ভূষিত করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁ আন্দোলনকে তিনি একাই তাঁর বৃষস্কন্ধে বহন করে বেড়িয়েছে।

ছোট ক্ষীণকায় শরীর আর বৃহৎ মাথা এবং একগুঁয়ে গোঁ এইটুকু বিধাতা পুরুষ তাঁকে জন্মসূত্রে উপহার দিয়েছিলেন বাকিটা তাঁর স্বেপার্জিত।

হাতে পাঁজি মঙ্গলবার আর হাঁচি টিকটিকি বারবেলা কালচারের কূপমন্ডুকতা থেকে বাঙালি জাতিকে উদ্ধার করার জন্য তিনি প্রাণাতিপাত করেছেন। তিনি জন্মসূত্রে নৈষ্টিক ব্রাহ্মণ, মাথায় শিখা রাখেন সংস্কৃত কলেজের সেরা ছাত্র, সুপণ্ডিত তিনি সকলকে অবাক করে দিয়ে বললেন যে সাংখ্য, বেদান্ত ভ্রান্ত দর্শন পড়ে পড়ে বাঙালির মেরুদণ্ড ন্যুব্জ হয়ে গেছে। ওদের মেরুদণ্ড সোজা করার জন্য বেস্থামের দর্শন পড়াও। মিলের লজিক পড়াও। সময়ের স্রোতে দ্রুত যুগ পাল্টায়। সেই আগত যুগের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করার কাজ যিনি করেন তাঁকে যুগাচার্য বলা যায়।

আধুনিক বাঙালির যুক্তিবাদী মনন গড়ে তোলার জন্য বিদ্যাসাগর মশাই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জীবন পণ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন টোল–মক্তব থেকে শিক্ষাকে বের করে এনে আধুনিক স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থার বিস্তার করতে। তার জন্য অবশ্য ইংরেজ সরকারের সহায়তাও তিনি পেয়েছিলেন। স্কুল তো খোলা হবে। কিন্তু সেই স্কুলে বাঙালি ছাত্ররা পড়বে কি? সেই স্মৃতি, আর ন্যায় শাস্ত্র? পাশ্চাত্যে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্য কাব্যের পরিচয় পেতে হবে। তবেই

মনের প্রসারতা বাড়বে। ছাত্রদের যুক্তিবাদী মন গড়ে উঠবে। তিনি লেখনী তুলে নিলেন। সৃষ্টি হল কালজয়ী বর্ণ পরিচয় ১ম ভাগ, ২য় ভাগ, লেখা হলো বোধোদয়, বাংলা ভাষাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে হলে চাই বাংলা ব্যকরণ। তিনি দিন রাত পরিশ্রম করে রচনা করলেন বাংলা ব্যাকরণ 'ব্যাকরণ কৌমুদী'। দশম শতাব্দীতে চর্যাপদে যে সান্ধ্য বাংলার পরিচয় আমরা পাই তা চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কাশীরাম দাস কৃত্তিবাসের হাত ঘুরে প্রায় ৮০০ বছর পর বিদ্যাসাগরের হাতের স্পর্শে আধুনিক গদ্য বাংলার রূপ পেল। ফলে তিনি আধুনিক বাংলা গদ্যের জনক হলেন।

রামমোহন সতীদাহ প্রথা রদ করেছিলেন। তার পরবর্তী কাজের পূর্ণ দায়িত্ব বহন করতে হয় বিদ্যাসাগর মশাইকে। বাংলা কেন ভারতের তথা পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নারী দরদী পুরুষের দেখা পাওয়া যায় না। কচি কাঁচা বিধবা নারীদের জীবনে ,কটু আনন্দের পরশ লাগুক, এই মানসে যুদ্ধ শুরু করলেন সমাজের বিরুদ্ধে। সমাজপতি ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে শুরু হল লড়াই। অনেক সংগ্রামের পর বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ হল। কিন্তু আইনে লেখা হলেই কী সমাজ পালটে যায়? মানুষ কতটা গ্রহণ করলেন তার উপরই নির্ভর করে সমাজ পরিবর্তন। নিজের ছেলের বিয়ে দিলেন বিধবার সাথে। এবং কলকাতা শহর এবং আশেপাশের যত বিধবা বিবাহ হতো তার সিংহভাগ খরচ যেতো বিদ্যাসাগরের পকেট থেকে।

তৎকালীন যুগে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা তিনি বিধবা বিবাহের জন্য খরচ করেছিলেন। সমাজ চলে পাখির মতো দুটোয় ডানায় ভরে করে। তার একটা ডানা যদি দুর্বল হয় পাখি উড়তে পারবে না। তেমনি সমাজে নারী পুরুষ উভয়েই যদি যোগ্য সামর্থ্য হয় তবে দ্রুত সমাজ এগিয়ে যাবে। তাই তিনি নারী শিক্ষা বিস্তারে জোর দিলেন। দিন রাত পরিশ্রম করে তিনি বালিকাদের জন্য কয়েকটি স্কুল গড়ে তুলতে সমর্থ হলেন।

অদম্য মনের তেজ, বুকভরা সাহস আর অমানুষিক পরিশ্রম এই তিনের ফসল হল বিদ্যাসাগর। অনেকে বলে তিনি অসুর কুলে প্রহ্লাদ। নিজে ব্রাহ্মণ হয়েও সারাজীবন সমাজ রক্ষক ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। তিনি দেব দেবী মানেন না। জীবনে পূজা অর্চনা করেননি। কাশীতে বাবা মা থাকাকালীন তিনি বার বার গিয়েছেন। কিন্তু কোনওদিন বিশ্বনাথ বা অন্নপূর্ণা দর্শন করতে যাননি। তিনি বলতেন আমার বাবাই আমার বিশ্বনাথ, মা–ই আমার অন্নপূর্ণা। আমাদের দেশের বামপন্থীরা বিদ্যাসাগরের এই দিকটিকে নিয়ে খুব প্রচার করে। প্রচার করা হয় যে তিনি ছিলেন নাস্তিক।

আমি বলব তিনি ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ হলেন জ্ঞানী। তিনিই সমাজকে পথ দেখান। সাধারণ অজ্ঞানী মানুষেরা ভালমন্দ বিচার করতে পারে না। তাই ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ছিল বিদ্যাসাগরের উপর নির্ভরশীল। তিনিই তো আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। সদা সত্য কথা বলিবে। কদাচ মিথ্যা বলিবে না। যে মিথ্যা বলে তাহাকে কেহ ভাল বাসে না। কখন কাহাকে কুবাক্য বলিবে না। পিতামাতা গুরুজনদের শ্রদ্ধা করিবে। এইগুলি হল মানুষ্য সমাজের অভিমন্ত্র। পূর্বের বাক্যগুলি মেনে চললেই সমাজ সুস্থভাবে চলবে।

বিদ্যাসাগর মশাই জীবনে মিথ্যাচার করেনি– এটাও একজন সৎ ব্রাহ্মণের চরিত্রের প্রধান গুণ। এই সত্য পথে ছিলেন বলেই তার মনের জোর ছিল অদম্য। আমরা মৃত্যু ভয়ে ভীত। কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য যদি হয় সত্যপথে চলা। তাহলে সেই সত্য রক্ষার জন্য মৃত্যু হলেও ভীত হতে হয় না। একজন নৈষ্টিক ব্রাহ্মণ কোনও অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে না। বিদ্যাসাগর মশাই ইংরেজদের অন্যায় মানতে পারেন নি, তাই তখনকার দিনে ৫০০ টাকা মাহিনার চাকরি ছাড়তে তিল মাত্র দ্বিধা করেন নি। বলেছিলেন কলকাতার ফুটপাতে আলু পটল বেচব তবু ইংরেজদের চাকরি করব না। একজন সৎ ব্রাহ্মণের অর্থের প্রতি মোহ থাকে না। বিদ্যাসাগর মশাই নিজের মেধা দিয়ে পরিশ্রম দিয়ে দুহাতে অর্থ উপার্জন করেছেন আবার মানুষের কল্যাণে চারহাতে তা বিলিয়ে দিয়েছেন। রাজা জমিদার থেকে দীন দরিদ্র কোনও প্রার্থীই খালি হাতে ফেরেনি তার কাছ থেকে। বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর গ্রামে প্রতিদিন ৪০০ নিরন্ন মানুষের মুখে অন্ন তুলে দিয়েছিলেন প্রায় তিন মাস দরে।

কত বিধবাকে তিনি মাসোহারা পাঠাতেন। কত মানুষকে তিনি গোপনে সাহায্য করেছেন। যিনি সাহায্য পেয়েছেন তিনি জানতেই পারেন নি বিদ্যাসাগর সাহায্য করেছেন। মৃত্যুর পর তার উইলে ৪০০ জন বিধবাকে মাসোহারা দেবার বন্দোবস্ত করে গিয়েছিলেন। গীতায় বলেছেন 'মা ফলেষু কদাচন' বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রতি পদক্ষেপে এই গীতার সত্য প্রতিভাত হয়। তিনি সুনামের আশায় কোনও কাজ করেননি। সব কর্মই করেছেন মানবতার জন্য কর্তব্যের খাতিরে। তিনি আত্মশাক্তিতে এতোটাই বলিয়ান ছিলেন যে দৈব শক্তির কৃপার প্রয়োজন পড়েনি। তাই উপযাচক হয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর কাছে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে এলেও তিনি কোনওদিন দক্ষিণেশ্বরে যান নি। এটা দেবতার প্রতি বিদ্রোহ নয়, আত্ম সংকল্পে অবিচল থাকার প্রচেষ্টা। মা বাবার আশীর্বাদ ছেলেকে কি চাইতে হয়? ছেলের কর্তব্য পালন করলে আশীর্বাদ এমনিই ঝড়ে পড়বে। ধর্ম অর্থ কাল মোক্ষ তিনি পুরুষাকারে অর্জন করেছিলেন।

বারুইপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে মানব পাচার রোধে বিশেষ সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে একাধিক নারী ভিনরাজ্য সহ বিদেশে পাচার যায়।এমন ঘটনায় উদ্বিগ্ন প্রশাসন থেকে সকল বুদ্ধিজীবী মানুষজন,সমাজসেবী,স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মীরাও।

সেই মানব পাচার রোধে শুক্র ও শনিবার দুইদিনের এক বিশেষ জেলা পর্যায়ের সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন বারুইপুর জেলা পুলিশ।সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয় বারুইপুর পুলিশ অফিস কনফারেন্স হলে।

এই মানব পাচার রোধ কর্মসুচির বিশেষ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ৩০ জন পুলিশ কর্মকর্তা, ৪৩ টি এনজিও এবং ১৩ জন স্বত্বাধিকারী।

১৩ এবং ১৪ ই সেপ্টেম্বর বারুইপুর পুলিশ কনফারেন্স হলে মানব পাচার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য জেলা পর্যায়ের সম্মেলন বারুইপুর পুলিশ এবং অ্যান্টি ট্র্যাফিকিং নেটওয়ার্ক (এটিএন) আযোজিত হয়েছিল। এটিএন হ'ল ১৯ টি মতামতী একটি সংস্থা যা ২০১৪ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় গঠিত যা পাচার মোকাবিলায় একসাথে কাজ করার জন্য এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাকে পাচার মুক্ত জেলা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

এই দুই দিনের মানব পাচার রোধ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল,দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় এটিএন উদ্বোধন,দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় পাচার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জোরদার করার জন্য বিভিন্ন সুশীল সমাজ ও সরকারী প্রশাসনকে একত্রিত হয়ে সংঘবদ্ধ হওয়া,

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বিভিন্ন নাগরিক সমাজ এ পর্যন্ত যে কাজ করেছেন তা ভাগ করে নিতে, শিখতে এবং পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একসাথে কাজ করার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করা।

এই বিশেষ কর্মসূচি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বারুপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার রশিদ মুনির খান,প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের উপ–হাইকমিশনার বি এম জামাল হোসেন,এটিএন এর আহ্বায়ক সন্দীপ ভৌমিক,বন্ধন মুক্তি তথা সংলাপের সুপারভাইজার তপতী ভৌমিক সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

স্বাগত ভাষণ দেন বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার রশিদ মুনির খান। তিনি বলেন যে

তাঁরা পাচার ও নিখোঁজ হওয়ার অনেক মামলা পেয়ে থাকেন।এই সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি আশা করেন যে এটিএন, এনজিও এবং পুলিশ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সমাধান সন্ধান করতে পারেন।

বাংলাদেশের উপ–হাইকমিশনার বি এম জামাল হুসেন বলেন যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ সীমান্তে ভাগ করে নিয়েছে সেইহেতু বাংলাদেশ থেকে অনেক মেয়েই উন্নত জীবন বা চাকরির সুযোগের প্রতিশ্রুতি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে পাচার হয়। সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি আশাবাদী যে আগামী দিনে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ উভয়ই একত্রিত হয়ে মানব পাচার রোধে কাজ করতে পারলে মানব পাচার রোধ করা সম্ভব।

সম্মেলনে বিশিষ্টরা দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডিস্ট্রিক্ট সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসার (ডিএসডব্লিউও) তৃণমূলস্তরের এনজিওদের একসাথে কাজ করতে এবং একে অপরকে পাচার বন্ধে সহায়তা করার জন্য সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন।তিনি কীভাবে পাচারকারীরা জাল ডকুমেন্ট তৈরি করছে তা প্রমাণ করার জন্য যে মেয়েরা তাদের বয়স বাড়িয়েছে তাদের পাচারের বিষয়টিও তিনি তুলে ধরেছিলেন। তিনি বেসরকারী সংস্থাগুলি এবং সরকারকে পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসনের দিকে মনোনিবেশ করতে এবং তাদের সরকারী প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত করতে একত্রে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন।

শিশু কল্যাণ কমিটি (সিডব্লিউসি), জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড (জেজেবি), জেলা সমাজকল্যাণ অফিসার (ডিএসডাব্লুও), দক্ষিণ ২৪ পরগনার নোডেল পুলিশ অফিসার যাঁরা এটিএন গ্রুপকে উৎসাহিত দিয়েছিলেন এবং সুশীল সমাজের মধ্যে যে সু–সমন্বয়ের উপর জোর দিয়েছিলেন সেখানে বিভিন্ন সরকারী সংস্থার সংস্থানকারী ব্যক্তিরা ছিলেন। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় সরকারী সংস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য লড়াই করা দরকার।

সরল সম্পদ ব্যক্তিদের পাশাপাশি সংলাপ, বিচার ও কেয়ার, মাই চয়েস ফাউন্ডেশন, হামিংবার্ড ফাউন্ডেশন, চাইল্ডলাইন ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন, আইজেএম, ওয়ার্ল্ড ভিষণ ইন্ডিয়া, শক্তি বাহানী এবং অন্যান্য যাঁরা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বিভিন্ন কাজ নিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন এমন বিভিন্ন সিভিল সোসাইটির রিসোর্স ব্যক্তিরা ছিলেন। এটিএনএন এর মাধ্যমে কীভাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পাচার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সুশীল সমাজ ও সরকারী সংস্থাগুলির মধ্যে আরও সমন্বয় গড়ে উঠবে তা নিয়ে আলোচনা হয়।

বন্ধন মুক্তি বেঁচে থাকা সমষ্টিগতের ৪ জন বেঁচে থাকা নেতারাও এই কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং সমাজে ফিরে আসার পরে এবং তারা কীভাবে নিজের বেঁচে থাকা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মানব পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, তাদের অভিজ্ঞতা বাস্তব দিকটা তুলে ধরে শেয়ার করেছেন।

দুই দিনের কর্মসূচিতে মোট অংশগ্রহণকারী ছিলেন ৮৯ জন। এর মধ্যে ৩০ জন ছিলেন পুলিশ আধিকারীক, ৪৬ টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, ১৩ জন জন গণ্যমান্য ব্যক্তি।

কী ভাবে পাচারের শিকারদের প্রতি পুলিশকে সংবেদনশীল হতে হবে সে বিষয়ের উপর সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্তিত থেকে জোর দিয়েছিলেন বারুইপুর জেলাপুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিত বসু।

দাঁইহাটে নতুন থানার সূচনা

পরিকাঠামোর জন্য জমির খোঁজ চলছে

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: রাজ্যের শস্যজেলা পূর্ব বর্ধমানে শীঘ্রই আরও একটি থানার সূচনা হতে চলেছে। নতুন এই থানাটি গড়ে উঠবে জেলার সীমান্তবর্তী প্রাচীন শহর দাঁইহাটে। ইতিমধ্যেই থানার ভবন সহ অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি খোঁজার কাজও শুরু করে দিয়েছে পুলিশ–প্রশাসন। কাটোয়া মহকুমা পুলিশ সূত্রে এমনটাই জানা গেছে। ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী দাঁইহাট দেড়শো বছরের পুরনো পুরশহর। পাশেই মহকুমা শহর কাটোয়া। দাঁইহাট ও কাটোয়া শহর সহ বিস্তীর্ণ এলাকা এবং কাটোয়া ১ ও ২ নং ব্লক নিয়ে কাটোয়া থানা গঠিত হয়েছে। কাটোয়া থানার এলাকা সুবিশাল। ভৌগোলিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথা এত বড়ো এলাকার শান্তি–শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য দাঁইহাট, অগ্রদ্বীপ গ্রাম, অগ্রদ্বীপ আর এস, চন্দ্রপুর প্রভৃতি এলাকায় পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে। নির্দ্বিধায় বলা যায়, সুবিশাল এই এলাকার শান্তি–শৃঙ্খলা বজায় রাখাটাই পুলিশের কাছে কার্যত চ্যালেঞ্জ। তাই তো প্রায় এক দশক আগে থেকেই এখানে আরও একটি থানা তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে জেলা পুলিশ–প্রশাসন। সেইমতো রাজ্যের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রস্তাব পাঠানোর পর তা গৃহীত হয়। দাঁইহাট শহরকে কেন্দ্র করে কাটোয়া ১ নং ব্লকের একাংশ ও ২ নং ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে এই নতুন থানা গড়ে উঠবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। থানার প্রশাসনিক ভবন সহ যাবতীয় পরিকাঠামো নির্মাণ করা হবে দাঁইহাটে।

জানা গেছে, একসময় দাঁইহাটে পুলিশ ফাঁড়ির জায়গাতেই থানার কাজ শুরু করা যায় কিনা তা নিয়েও একপ্রস্ত আলোচনা হয়েছিল। কিন্তু, সেখানে পর্যাপ্ত জায়গার অভাব সহ নানা কারণে পরবর্তীতে সেখান থেকে পিছিয়ে আসে পুলিশ–প্রশাসন। এভাবেই বিভিন্ন কারণে নতুন থানা তৈরির কাজে বিলম্ব হতে থাকে। তবে, এবার পর্যাপ্ত জমি খোঁজার জন্য মহকুমা পুলিশ–প্রশাসন একপ্রকার উঠে পড়ে লেগেছে। ইতিমধ্যেই দাঁইহাট শহরে কয়েকটি প্লটের বিষয়ে খোঁজও নেওয়া হয়েছে। মহকুমা পুলিশ–প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, দাঁইহাট শহরকে কেন্দ্র করে প্রস্তাবিত নতুন থানা শীঘ্রই গড়ে উঠবে। প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেলেই বাকি কাজটা দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে।

তলিয়ে গেল যুবক

অভীক মিত্র: সোমবার বিকালে তিন বন্ধু মিলে গোবরা ক্যানেলে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল অভিষেক ভট্টাচার্য নামে সিউড়ি ডাঙালপাড়ার এক যুবক। তারাপীঠ যুগপুকুরে ডুবে মৃত্যু হল ঝুন্নু সিং নামে এক পুণ্যার্থীর। বাড়ি বিহারের মধুবনি। আটজনের একটি দল তারাপীঠে পুজো দিতে এসেছিল। দেনার দায়ে রামপুরহাট নিশ্চিন্তপুরে ভাড়াবাড়িতে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করল বাবা এবং প্রাথমিক শিক্ষিকা মেয়ে। মৃতদের নাম কিশোর মণ্ডল এবং স্মৃতি মণ্ডল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ। এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

গ্রেফতার দুই বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: নলহাটি থেকে গ্রেফতার বিজেপি রাজ্য সহসভাপতি ধ্রুব সাহা। ১৫ সেপ্টেম্বর রামপুরহাট আদালত আটদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেয়। জেলা সম্পাদক অতনু চ্যাটার্জীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার মল্লারপুর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। সিউড়ি বিজেপি কার্যালয় থেকে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করে বিজেপি। রামকৃষ্ণপুর গ্রামের বিজেপিকর্মী স্বরূপ গড়াই খুনের ঘটনায় আলো চৌধুরী এবং তুফান দাস নামে দুই তৃণমূলকমীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে আটদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। রামকৃষ্ণপুর গ্রামের বাসিন্দা তৃণমূল বুথ কমিটির সদস্য বাবুসোনা বাগ্দীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ১২ সেপ্টেম্বর বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

সদাইপুরে ভারতী, নানুরে মুকুল

নিজস্ব প্রতিনিধি: দলীয় পতাকা লাগাতে গিয়ে তৃণমূল দুষ্কৃতীদের গুলিতে ৮ সেপ্টেম্বর কলকাতা হাসপাতালে মারা যায় রামকৃষ্ণপুর গ্রামের বিজেপিকর্মী স্বরূপ গড়াই। দেহ নিয়ে দীর্ঘ টানাপোড়নের পর ১১ সেপ্টেম্বর বিশাল পুলিশ নিরাপত্তায় কাটোয়া শ্মশানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় স্বরূপ গড়াইয়ের। তৃণমূল নেতা জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ কেরিম খানকে গ্রেফতারের দাবিতে ৯ সেপ্টেম্বর থেকে সিউড়ি এসপি অফিসের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও ধরনায় বসে বিজেপি। ১৪ সেপ্টেম্বর অতিরিক্ত পুলিশসুপার সুবিমল পালের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী বিজেপির ধরনা তুলে দেয়। জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল, সাধারণ সম্পাদক কালোসোনা মণ্ডল সহ বিজেপি কর্মী সমর্থকদের গ্রেফতার করে পুলিশ। রাত্রেই তাদের ছেড়ে দেয় পুলিশ। সদাইপুর এসে সংবাদমাধ্যমের কাছে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন বিজেপি রাজ্য সহসভাপতি ভারতী ঘোষ। ১৫ সেপ্টেম্বর দুপুরে নিহত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে গিয়ে নিহত স্বরূপ গড়াইয়ের স্ত্রীর হাতে পাঁচলক্ষ টাকার চেক তুলে দেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অনুপম হাজরা, রাজ্য সহসভাপতি বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী, জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল।

মোদীর জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্মদিবস পালিত হয়ে থাকে বিশাল আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে। সেই পরিস্থিতি তে দাঁড়িয়ে বিশ্বের মহান ব্যক্তিত্ব তথা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী'র ৬৮ তম জন্মদিনে এক ভিন্ন বার্তা দিয়ে ভিন্ন ভাবে পালন করল ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মূখার্জী হেলথ্ মিশন।মঙ্গলবার দুপুরে ক্যানিং ষ্টেশন সহ আশেপাশের বিভিন্ন এলাকার শতাধিক দরিদ্র অসহায়, ফুটপাথবাসীদের হাতে দুপুরের আহার এবং পানীয় জল তুলে দেন। এই কর্মযজ্ঞের পাশাপাশি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী হেলথ্ মিশনের এক প্রতিনিধি দল ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে গিয়ে প্রায় ৩৫০ জন রোগীর হাতে ফল তুলে দেন। এমন অভিনব কর্মযঞ্জে উপস্থিত ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী হেলথ্ মিশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় কুমার নায়েকে, সম্পাদক ধনপতি নস্কর, দঃ ২৪ পরগনা জেলা সভাপতি অজয় বায়েন, বিশিষ্ট সমাজসেবী অসিত মন্ডল, রমেন মন্ডল সহ অনান্য বিশিষ্টরা।

বাসন্তীতে প্রতিবন্ধী শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত বাসন্তী ব্লকের যে সমস্ত প্রতিবন্ধীদের এখনও পর্যন্ত সার্টিফিকেট হয়নি তাদের নানাবিধ সমস্যার কথা ভেবেই মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে বিভিন্ন ব্লকে বক্ল শুরু হয়েছে প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ শিবির। মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর সেই নির্দেশকে পাথেয় করে সোমবার সকালে বাসন্তী সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের উদ্যোগে একটি প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ শিবিরের আয়োজন করেন। এদিন বাসন্তী ব্লকের ৬ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত ৫৮৫ জন ছেলে মেয়েদের বাসন্তী ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উপস্থিত হয়েছিল। এই শিবিরে বাসন্তী বিডিও অফিসের সাথে সাহায্যের জন্য সমানভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্ডিয়া।সুন্দরবনের প্রত্যন্ত দূরদূরান্ত গ্রাম থেকে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা প্রতিবন্ধী কার্ড করার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন,তাদের জন্য সমস্ত রকম সুযোগ–সুবিধা ব্যবস্থা করা হয়। সেইসাথে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। এবং আগামী দিনে পড়াশোনা থেকে শুরু করে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন সেই বিষয় টি ও গুরুত্ব দিয়েছেন বাসন্তী সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌগত সাহা ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্ডিয়া।

বিপাকে বন্দর

প্রথম পাতার পর

এর জন্য প্রয়োজনীয় হল বার্জ যা এখন অনেক কম সংখ্যক রয়েছে আরও কিনতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন ব্যাঙ্কের সাহায্য যা করতে চাইছে না ব্যাঙ্ক। উদাহরণ স্বরূপ বলতে গেলে নেপালে এখন কয়লা রপ্তানি হচ্ছে তার জন্য পর্যাপ্ত বার্জ নেই কাজেই বেগ পেতে হচ্ছে অনেকটাই। এখন ৬০–৬৪টি বার্জকে কাজে লাগানো হচ্ছে আরও ১০০টি হলে কিছুটা হলেও ঘাঁটতি মিটবে। ব্যাঙ্ক কেন ঋণ দিতে চাইছে না তা প্রশ্ন করলে উত্তরে ভিনীত কুমার বলেন, গোয়ায় কিছু আমদানি রপ্তানি বন্ধ হওয়ায় ওখানে অনেক সংখ্যক বার্জ পড়ে রয়েছে যা আর কাজে লাগানো যাচ্ছে না। সেকারণেই ব্যাঙ্ক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কারণ ব্যাঙ্কের প্রচুর লোকসান হয়েছে। ব্যাঙ্ক আগে ঋণ দিত এই বার্জগুলির ওপর ভিত্তি করে। কিন্তু এখন তাদের বক্তব্য তারা বার্জের ওপর ভিত্তি করে ঋণ দেবে না। তারা অন্যকিছুর ওপর ভিত্তি করে দিতে রাজি আছে কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না। যদিও এবিষয়ে এখনও কথা চালিয়ে যাচ্ছে দু'পক্ষই। আশা করা যায় এই অসুবিধা থেকে বেরিয়ে আসবে এবং ভবিষ্যতে জলপথ আরও মসৃণ হবে।

বণিকসভার সভাপতি বিশাল ঝাঁঝারিয়া তাঁর স্বাগত ভাষণে বন্দর নিয়ে বলতে গিয়ে বলেন, ড্রেজিংয়ের জন্য বন্দরে জাহাজ আসা যাওয়ার অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। এছাড়াও বন্দর সংলগ্ন এলাকা আরও উন্নত করার প্রয়োজন যদিও এবিষয়ে সদুত্তর পাওয়া গিয়েছে। তিনি আরও বলেন, কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টে ১৫০ বছর অর্থাৎ তাদের বণিকসভা হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করতে প্রস্তুত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বণিকসভার পরিবহন স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান লাভেস পোদ্দার।

বুড়ুল হাইস্কুলের শতবর্ষ সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ সেপ্টেম্বর ১৯১৯ অবিভক্ত ২৪ পরগনার হুগলি নদীর তীর সংলগ্ন এক অখ্যাত অজ গাঁ ছিল বুড়ুল। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে গেলে ২–৩ কিমি পথ পেরিয়ে যেতে হয় নলদাঁড়ি ঘাট। সেখানে হোলমিরার কোম্পানির স্টিমার এসে থামে। সেই স্টিমার যায় উত্তরে বজবজ আর দক্ষিণে ফলতা। বজবজ থেকে রেলে যোগাযোগ আছে আবার ফলতায় মার্টিন রেলের শেষ স্টেশন। ওদিকে হুগলি নদীর পশ্চিম তীরে দুটো গঞ্জ শহর এক মেদনীপুরের গেঁওখালি আর হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া। হোর মিলারের স্টিমারে করে ওই গঞ্জের হাটে বেচাকেনা বা যাতায়াত চলত। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বিবেকানন্দের জীব সেবার জয় ধ্বনিত হল সারা ভারতবর্ষে। বাংলার গ্রামেগঞ্জে তার ঢেউ আছড়ে পড়ল। অবয়বে মানুষ নয় মানুষ হতে শিক্ষা হতে হবে মননে চিন্তনে। আর তার জন্য চাই শিক্ষা, চাই গ্রামের ছেলে মেয়েদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বুড়ুলের রায় পরিবার সেই অর্থে বৃহৎ জমিদার না হলেও গ্রামের উন্নয়নে তারা কার্পণ্য করেন নি। রায় পরিবারের মানুষেরা প্রথমে গ্রামের অন্ধকার ঘুচিয়ে আলোক শিক্ষা প্রজ্জ্বলন করে বুড়ুল রায় ইনস্টিটিউশন নামে স্কুল করে। কালের সাথে পা মিলিয়ে বহু শিক্ষাবিদ বহু শিক্ষানুরাগী মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল আজকের 'বুড়ুল হাই স্কুল'। তার শতবর্ষ উদযাপন উৎসবের সূচনা লগ্ন যে জমজমাট হবে সেটাই স্বাভাবিক। সকাল ৭–৩০ মিনিটে বাওয়ালি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয় ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষানুরাগী মানুষ। বাওয়ালী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শান্তনু পাড়ুই, বিশিষ্ট বিদ্যুৎসাহী ব্যক্তি স্বপন রায়, বুড়ুল স্কুলের শতবর্ষ উৎসবের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন। সমগ্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা করেন বুড়ুল স্কুলের বর্ষীয়ান শিক্ষক ও উৎসব কমিটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক সুপ্রিয় রায়। বাওয়ালি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ড্রিল সহযোগে বুড়ুল স্কুলের ফেস্টুন নিয়ে এলাকা পরিভ্রমণ করার পর বাইক মিছিল শুরু হয়। ছাত্রীরা ফুল ছড়িয়ে প্রত্যেকে গোলাপ দিয়ে সম্বর্ধনা জানায়। তরুণ রায় ও সুপ্রিয় রায় বাওয়ালি ও বুড়ুল স্কুলের শতবর্ষ উৎসবের ফ্ল্যাগ বিনিময় করেন।

বিকাল ৩টায় শুরু হল মূল অনুষ্ঠান। উদ্বোধন করলেন শ্রীমৎ স্বামী বিভাত্মানন্দজী মহারাজ। কর্মাধ্যক্ষ, অদ্বৈত আশ্রম, এন্টালি, কলকাতা। প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় শামিমা সেখ। সভাপতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ। বিশেষ অতিথি অনিন্দ্য কুমার চট্টোপাধ্যায়, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ও অধ্যাপক প্রিয়ংকর আচার্য্য। ছাত্রছাত্রীরা 'বাল্মিকীর প্রতিভা' গীতিনাট্য, নাটক সত্যি ভূতের গপ্পো এবং প্রথম আলো মঞ্চস্থ করে। সবশেষে ছিল ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবৃতি। গত ১২ সেপ্টেম্বর শতবর্ষ অনুষ্ঠানের সূচনা হল। মূল অনুষ্ঠান হবে ২০২০–এর ৪, ৫, ৬ জানুয়ারি।

উৎসবে আতঙ্ক

প্রথম পাতার পর

প্রায় মাসখানেক আগে বসিরহাট থানার কৈনুড়ি সীমান্ত থেকে সাতজন বাংলাদেশিকে পাকড়াও করে বিএসএফ। ধৃতরা এই সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে গরু পাচারের চেষ্টা করছিল বলে বিএসএফ সূত্র থেকে জানা গিয়েছে। উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বনগাঁ সীমান্ত এলাকা এক সময় গরু পাচার ও অনুপ্রবেশ রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের। প্রতিদিন প্রায় গড়ে ১০০ জন বাংলাদেশির যাতায়াত ছিল এখানে। যার মধ্যে অন্যতম ছিল পেট্রাপোল সীমান্ত। সেসময় প্রতিদিন প্রায় শ'য়ে শ'য়ে গরু পাচার যেমন হতো, তেমনই স্থানীয় কিছু দালাল ও দুষ্কৃতীদের সাহায্যে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা এপারে সীমান্ত সংলগ্ন বিভিন্ন বাড়িতে চুরি, ডাকাতি, বোমাবাজি, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদির পাশাপাশি, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের টাকা লুঠ ছিনতাইও করত অবলীলায়। কারণ এই সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশগামী পণ্যবাহী ট্রাকের যাতায়াত। এজন্যে বছর তিনেক আগে বর্তমান রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পেট্রাপোল থানা গঠন করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পেট্রাপোল থানার সীমান্ত এলাকা প্রায় ১৬ বর্গ কিমি। এই থানার অন্তর্গত বিওপি রয়েছে তিনটি। সেগুলি হল, হরিদাসপুর জয়ন্তীপুর ও কালিয়ানি। সীমান্ত এলাকার মধ্যে ফেন্সিং আছে ৯ কিমি, সেমি ফেন্সিং প্রায় ৫ কিমি। বাকি প্রায় ২ কিমি এলাকা নাওভাঙা নদীর উপরে। যা নন ফেন্সিং অর্থাৎ ফাঁকা বা ওপেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, গত প্রায় দু বছরে এখানকার পরিস্থিতি একপ্রকার নিয়ন্ত্রণে। কারণ হিসেবে বিএসএফ ও পুলিশের যৌথ প্রচেষ্টায় ব্যাপক ধরপাকড়ের কথা উল্লেখ করেন বাসিন্দারা। এ সত্ত্বেও পুজোর আকর্ষণ প্রধানত বনগাঁয়। গত উৎসবের সময় সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা ঢুকে যাতে কোনও নাশকতামূলক কর্মকান্ড না ঘটায়, এজন্যে গোটা সীমান্ত এলাকায় যেমন বিএসএফের কড়া নজরদারি ও প্রহরা রয়েছে, তেমনই পুলিশি নজরদারিও কঠোর করা হয়েছে বলে জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়।

ডেপুটেশন আশাকর্মীদের

প্রথম পাতার পর

এছাড়াও আশা কর্মীদের দেওয়া হয় না কোন উসব অনুদান, অবিলম্বে এই অনুদান দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে সরকারকে বলে দিন দাবি তোলেন আন্দোলনকারীরা।

সরকারি স্বাস্থ্য পরীক্ষা থাম বিশেষ করে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলোর সার্বিক পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি রয়ে গেছে আর এর ফলে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে চরম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে কোচবিহার জেলার কিছু কিছু উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উপভোক্তাগনের শারীরিক পরীক্ষা করবার কোন ব্যবস্থাই নেই। এমনকি আশ্চর্যজনকভাবে কিছু কিছু উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের নিজস্ব বাড়ি পর্যন্ত নেই। দ্রুততার সাথে এইসব উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নতি সাধন করতে প্রযোজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের এদিন দাবি জানান আইসিডিএস ও আশা কর্মীরা।

এদিনের এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইসিডিএস কর্মী সমিতির নেত্রী মনিকা দাস, কাজল দে, শেলী ব্রক্ষ্ম, পশ্চিমবঙ্গ আশা স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের নেত্রী শিপ্রা চৌধুরী, গায়েত্রী সিংহ প্রমূখ। এদিন দুপুরের পর থেকেই কোচবিহার শহরের সুনীতি রোডের ঘাস বাজার এলাকায় সমবেত হতে শুরু করেন আইসিডিএস ও আশা কর্মীরা। এখানে বক্তব্য রাখেন সি আই টি ইউ কোচবিহার জেলা সভাপতি তারিণী রায়। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা সম্পাদক জগজ্যোতি দত্ত, সিআই টি ইউ নেত্রী শিপ্রা গুপ্ত চৌধুরী প্রমূখ। এখান থেকে আইসিডিএস ও আশা কর্মীদের এক বিশাল মিছিল কোচবিহার সাগরদিঘির প্রদক্ষিণ করে কোচবিহার জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভে সামিল হয়। এরপর ২১দফা দাবিকে সামনে রেখে জেলাশাসককে যৌথ ডেপুটেশন দেন এই দুই সংগঠনের নেত্রীরা।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইসিডিএস কর্মী সমিতির নেত্রী কাজল দে বলেন, জেলার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গুলিতে প্রায়ই নিম্নমানের চাল, ডাল ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়ে থাকে, তাও অনিয়মিতভাবে। জেলাশাসক কে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে গর্ভবতী মা, প্রসূতি মা ও শিশুদের জন্য উকৃষ্ট মানের প্রযোজনীয় খাদ্যসামগ্রী নিয়মিতভাবে সরবরাহ করতে হবে। বাজার দর অনুযায়ী ডিম সবজির জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হবে, এছা।াও লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধির ফলে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে ব্যবহার্য জ্বালানির খরচ বেড়ে চলেছে, এক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে জ্বালানী বাবদ প্রদেয় অর্থ বৃদ্ধি করার দাবি জানানো হয়েছে এদিন বলে জানান তিনি।

সাধের কর্মতীর্থে মদের আসর

প্রথম পাতার পর

এ ব্যাপারে ডি–রায়পুর অঞ্চলের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রাজকুমার পরামানিক বলেন, জেলা পরিষদ আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করেই ওই স্থানে ভবন নির্মাণ করেছে। এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। ওই এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য তথা পূর্বতন প্রদান তপন রায় এই প্রসঙ্গে বলেন, ওই ভবন নির্মান করতে ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। কিছু কাজ বাকি আছে, তাই উদ্বোধন হয়নি। জেলা পরিষদ বিষয়টি দেখছে, তাই আমি কিছু বলতে পারব না। বর্তমান প্রধান অনিল মণ্ডল এই প্রসঙ্গে বলেন, আমি এখনও জায়গাটা দেখিনি, তবে ওখানে পার্কের মধ্যে মদের আসর বসে শুনেছি। ওখানকার সদস্য আমাকে কিছু জানায়নি। তবে আমি খোঁজ নিয়ে দেখব। বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র ও সহসভাপতি বুচান ব্যানার্জী এই প্রসঙ্গে বলেন, ওটা আগের বোর্ডের আমলে হয়েছে, তাই বিস্তারিত কিছু জানি না, তবে এ ব্যাপারে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর সঙ্গে কথা বলব।

বজবজ–২ নম্বর ব্লকের বিডিও নবকুমার দাস এই প্রসঙ্গে বলেন, গত সপ্তাহে এ ব্যাপারে একটি চিঠি পেয়েছি। কিছু কাজ অসম্পূর্ণ আছে, ওটা শেষ হলেই, জেলা পরিষদ আমাদের ব্লকের হাতে হস্তান্তর করবে। তারপর ওই কর্মতীর্থের ঘর স্ব–নির্ভর দলগুলোকে দেওয়া হবে। জঙ্গলাকীর্ণ পার্ক ও সন্ধের পর মদের আসর প্রসঙ্গে বিডিও সাহেব বলেন, ওটা গ্রাম পঞ্চায়েত তৈরি করেছে, ওই ব্যাপারটা ওদেরই দেখতে হবে।

রাজ্য জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য

প্রথম পাতার পর

এই সুযোগে পয়সা কামাচ্ছে কম্পিউটার সেন্টারগুলি। দলিলের পুরনো নামের সঙ্গে বর্তমান নামের কিছু হেরফের হলে কি হবে? আচ্ছা, ভোটার কার্ডের সঙ্গে আধার কার্ডের সংযুক্তি কি বাধ্যতামূলক? সশোধনের জন্য কি বার্থ সার্টিফিকেট জমা দিতেই হবে? এমন নানা প্রশ্ন নিয়ে অশিক্ষিত থেকে শিক্ষিত মানুষ হাজির হচ্ছেন বিএলএলআরও অফিস, পুরসভা, পঞ্চায়েতথেকে রেশন দোকানে। চাই পর্চা, চাই জন্মের প্রমাণপত্র, চাই রেশন কার্ড। এমন কি স্কুলগুলিতেও বার্থ সার্টিফিকেটের জন্য ভিড় করছেন ক্লাস টেনের আগে স্কুল ছেড়ে দেওয়া পড়ুয়ারা। গত শুক্রবার দক্ষিণদিনাজপুরে রেশন কার্ডের লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হয়ে মারা যান এক ব্যক্তি। দোষ গিয়ে পড়ে এনআরসি আতঙ্কে। যদিও মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন এ রাজ্যে এনআরসি হবে না। একই সঙ্গে নতুন কার্ড সহ রেশন কার্ড সংশোধনের কাজ শুরু করেছে রাজ্য সরকার। এ নিয়েও গুজব চরমে পৌঁছেছে। যারা এতদিন রেশন কার্ড নিয়ে আগ্রহী ছিলেন না তারাও ঝাঁপিয়ে পড়ছেন রেশন দোকানসহ অস্থায়ী শিবিরগুলিতে। এদের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের সংখ্যা সর্বাধিক। সরকার থেকে প্রচার করে গুজব প্রতিহত করার চেষ্টা চলছে। নেতা মন্ত্রীরা এনআরসি নিয়ে অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার কথা বললেও তেমন কোন কাজ হচ্ছে না। সকলেই ভাবছেন মোদী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ়তায় এই কাজ করেই ছাড়বেন।

এনআরসি প্রশ্নে বিজেপি ও বিজেপি বিরোধীরা যেমন দ্বিধাবিভক্ত তেমনই দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গবাসীও। রাজ্যবাসীর একাংশ চায় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও কাজের সুযোগে ভাগ বসানো প্রতিবেশি ভিন দেশের অনুপ্রবেশকারীদের এনআরসি করে রাজ্য থেকে তাড়ানো হোক। আর অন্য আর দলের দাবি এতোদিন পর হঠাৎ করে নাগরিকত্বের প্রশ্ন তোলা অর্থহীন। তাদের দাবি সত্যি যাদের নাগরিক পঞ্জী থেকে বাদ দেওয়া হবে তাদের সকলকেই শরণার্থী হিসাবে গ্রহণ করা হোক। দেশহীন এত মানুষকে যদি কেউ গ্রহণ না করে তাহলে তাদের কি হবে? এ প্রশ্নও দানা বাঁধছে আশঙ্কিত মানুষের মনে।

স্বাধীনতার পর ১৯৪৭ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ৩০ বছরে বেশিরভাগ সময়টাই রাজ্য শাসন করেছে কংগ্রেস। এই সময়কালেই দেশভাগ, দাঙ্গা, চিনের আগ্রাসন, পাকিস্তান যুদ্ধের হাত ধরে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে বহু মানুষ যাদের মধ্যে বেশিরভাগটাই শরনার্থী ভিটে–মাটি ত্যাগ করে যারা স্থায়ীভাবে চলে এসেছেন এপারে। কিন্তু এরপর দীর্ঘ বাম আমলে অবাধে চলেছে সীমান্ত পেরিয়ে অনুপ্রবেশ। পাকিস্তান, বাংলাদেশের বহু নাগরিকের আস্তানা রয়েছে এপারে যারা দ্বৈত নাগরিকত্বের সুবিধা ভোগ করেন এখনও। আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অতীতে এ নিয়ে বহুবার সোচ্চার হয়েছেন বাম সরকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু বাংলার মানুষের দুর্ভাগ্য সেই অনুপ্রবেশকারী বিরোধী মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় এলেও সীমান্তের ছবিটা মোটেই পাল্টায়নি। এখনও চলছে অবৈধ অনুপ্রবেশ, পাচার ও সন্ত্রাস। বাংলার বেশিরভাগ মানুষ মনে করে এই নিঃশব্দ সর্বনাশ রোখার একমাত্র উপায় হল এনআরসি। তবে তা স্বচ্ছতার সঙ্গে করতে হবে। রাজ্যের স্বার্থে ভোটের হিসাব ছেড়ে এগিয়ে আসতে হবে সব রাজনৈতিক দলকে। পশ্চিমবঙ্গে এনআরসির ভবিষ্যত আগামী দিন বলবে। কিন্তু আগামী মাস থেকে যে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু হবে তা যে এবার অন্যমাত্রা পাবে তা বলাই বাহুল্য। আসছে জানুয়ারিতে প্রকাশিত হতে পারে নতুন ভোটার তালিকা। সেখানে নাম তুলতে ও সংশোধন করতে চাপ অন্যবারের চেয়ে বহুগুণ বাড়বে ধরে নিয়ে তৈরি হচ্ছে প্রশাসনও।

মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

সঞ্জয় চক্রবর্তী : বিশ্বকর্মা পুজোর দিন হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থানার অন্তর্গত মাজুতে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। সেদিন সকালে সকলে যখন বিশ্বকর্মা পুজোয় ব্যস্ত তখন ছুটে আসা একটি মারুতি গাড়ি আচমকা পুজোমন্ডপে ঢুকে পড়লে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহত ৭–৮ জনকে সঙ্গে সঙ্গে আমতা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত প্রাণহানির ঘটনা না জানা গেলেও দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।

নাম বদলে তাই 'রেফার হাসপাতাল'

প্রথম পাতার পর

এখানে অপারেশন থিয়েটার থাকলেও আধুনিক যন্ত্রপাতি না থাকায় প্রসবকালীন অস্ত্রোপচার করা যায় না। গর্ভবতী মহিলার অবস্থা কিছুটা খারাপ হলেই সঙ্গে সঙ্গে সদর শহর চুঁচুড়া ইমামবড়া হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এতে গরিব মানুষ চরম সমস্যায় পড়েন। তাছাড়া মাত্র ৩০টি বেড থাকায় প্রয়োজনে অনেকেই ভর্তি হতে পারেন না। এখানে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়া রোগীর চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু বেড কম থাকায় ভর্তি হতে পারেন না। ডাক্তার জয়ন্ত সরকার বলেন, এখানে সাপে কাটা রোগীর প্রতিষেধক ১০টি অ্যান্টিভেনাম সিরাম দেওয়া হয়। এই গ্রামীণ এলাকার বহুদূর থেকে সাপে কামড়ানো চিকিৎসার জন্য আসেন। এই হাসপাতালে প্রতি মঙ্গলবার 'স্পেশাল' ক্লিনিক চিকিৎসা হয়। এমনকি বয়স্কদের প্রেসার, সুগার ক্ষেত্রে একমাসের ঔষধ দেওয়া হয়। এদিন প্রচুর রোগীরা বিভিন্ন জায়গা থেকে আসেন। এমন কি মুর্শিদাবাদ থেকে এখানে পৌঁছে যান। স্থানীয় বাসিন্দা রবি সামন্ত বলেন, আমাদের এই এলাকায় কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উপরই আমাদের নির্ভর করতে হয়। কেননা এখান থেকে রোগীকে অ্যাম্বুলেন্সে করে চুঁচুড়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যেতে খরচ হয়। অনেকের পক্ষেই এই টাকা খরচ করা কঠিন হয়ে যায়। তাই এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটির উন্নতি হলে ভাল হয়। এই এলাকার দু'লক্ষাধিক মানুষ এই হাসপাতালের উপর নির্ভর করতে হয়। এটি এখনও উন্নতি হল না, এটির দ্রুত উন্নতি প্রয়োজন।

শারদীয়া আগমনের আগেই অকাল বিসর্জন হল বাড়ির দুর্গার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভয়াবহ রোমহর্ষক ঘটনায় শারদীয়া আগমনের আগেই অকাল বিসর্জন হল পা।ারই এক বছর কু।রি জীবন্ত দুর্গার। ঘটনাস্থল দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিং থানার মাতলা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরাতন চাঁদনি এলাকায়। সেখানেই দুই ছেলে এবং এক মেয়ে কে নিয়ে বসবাস করতেন জনৈক এক ব্যাক্তি।কলকাতায় কাজ করে কোন রকমে পাঁচ জনের সংসার চালাতে গিয়ে হিমশিম খেতে হতো।পরিবারে অভাব অনটন এবং ছেলেমেয়েরা লেখা প।ার খরচ যোগানের জন্য অধিকাংশ দিনই বা।তি রোজগারের আশায় কলকাতায় থেকেই যেতেন।কখনও সাতদিন,আবার কখনও বা পনেরো দিন পর বা।ীতে ফিরতেন।পরিবারের একমাত্র কন্যা দুর্গা এবছর উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেই স্থানীয় ট্যাংরাখালি কলেজে স্নাতকস্তরে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছিল।অত্যন্ত মেধাবী এবং পরিবার সহ প্রতিবেশীদের কাছে খুব আদরের ছিল।ইদানিং বেশ কিছুদিন ধরেই দুর্গা একটু মনমরা হয়ে যায়। প্রতিবেশী সহ পরিবারের লোকজন ভুতে ধরেছে ভেবে স্থানীয় ক্যানিংয়ের বিদ্যাধরী কলোনীর এক ওঝাগুণীন রবীন মিশ্রের দ্বারস্থ হয়।গুণীনের কথা মতো দুর্গার পরিবারের লোকজন ভূত ছাড়ানোর কথায় রাজী হয়। গুণীন নির্দিষ্ট তারিখ এবং নগদ দশ হাজার টাকা দাবি করেন। নুন আনতে যাদের পান্তা ফুরায় তাদের কাছে দশ হাজার টাকা মানে স্বর্গের চাঁদের মতো। অগত্যা কোনও উপায় না পেয়েই পাড়া প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ধার এবং সুদে করে দশ হাজার টাকা জোগাড় করে গুণীনের বাড়িতে যায়। গুণীন ও রাজী হয়ে গিয়ে ২ সেপ্টেম্বর রাতে ভূত ছাড়ানোর জন্য দিন স্থির করে।

গুণীনের কথা মতো দুর্গার পরিবারের লোকজন ভূত ছাড়ানোর যাবতীয় সামগ্রী কিনে টাকা হাতে রেখে গুণীনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। ওঝা গুণীন রবীন মিশ্র যথারীতি রাত সাতটার সময় দুর্গার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে সবাইকে সাবধান করে বলে ঘরের মধ্যে যখন ভূত ছাড়ানো র কাজ চলবে,তখন আশে পাশে কেউ যেন না থাকে। কারণ দুর্গার দেহ থেকে ভূত ছেড়ে গিয়ে অন্য কাউকে আবার ধরতে পারে।পাশাপাশি আরো সাবধান করে বলে দেয় ঘরের মধ্যে একটু আধটু চেঁচামেচি হলে হতে পারে কিন্তু কেউ সাহস করে যেন দরজা না খোলে। দরজা খুললে যে কেউ

প্রাণে মারা যেতে পারে।

এতসব কথা বলে দুর্গার পরিবার এবং পাড়া প্রতিবেশীদের ভয় দেখিয়ে আতঙ্কিত করে নগদ সাত হাজার টাকা নিয়ে দুর্গার ভূত ছাড়ানোর জন্য দুর্গাকে নিয়ে গুণীন ঘরের মধ্যে ঢুকে ভিতর থেকে দরজায় খিল লাগিয়ে দেয় গুণীন।

এরপর গামছা দিয়ে দুর্গার মুখ বেঁধে শুরু হয় পশুর মতো দৈহিক অত্যাচার।চিৎকার করার ইচ্ছা থাকলেও মুখ বাঁধা থাকা দু–একবার চিৎকার করে ওঠে। প্রতিবেশীরা দরজা খুলতে গিয়েও আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে ফিরে আসেন।দুর্গার শরীরের উপর হিংস্রের মতো সারারাত ধরেই দৈহিক এবং পাশবিক অত্যাচার চালাতে থাকে গুণীন। অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে একসময় অচৈতন্য হয়ে পড়ে দুর্গা। এদিকে ভোরের আলোও ফুটতে শুরু করেছে।জানোয়ার গুণীন ঘর থেকে বের হতেই পাড়া প্রতিবেশীরা দুর্গার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন।গুণীন কোনও সদুত্তর দিতে না পেরে বলে এখন ও একটু ঘুমাচ্ছে কেউ বিরক্ত করলে মারা যেতে পারে। ঘন্টা খানেক পর ঠিক হয়ে যাবে। পাড়াপ্রতিবেশীরা সন্দেহ করেই গুণীনের উপর চাপ সৃষ্টি করে বলেন যতক্ষণ না দুর্গা সুস্থ হবে ততক্ষণ এখান থেকে যেতে পারবে না।

পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ওঝা গুণীন রবীন মিশ্র সাত হাজার টাকা ফেরত দিয়ে কোন প্রকারে দুর্গার বাড়ি থেকে চম্পট দেয়। দীর্ঘক্ষণ গুণীন আসছে না দেখে দুর্গাকে ঘরের মধ্যে ডাকতে গেলে কোনও রকম সাড়া শব্দ না পেয়ে,ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখেন রক্তাক্ত অবস্থায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে দুর্গা। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় পরিবারের লোকজন। সেখানে দুর্গার অবস্থা আশাঙ্কাজনক হওয়ায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিসকরা কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসার জন্য। সেখানে কয়েকদিন চিকিৎসা চলার পর দুর্গার মৃত্যু হয় ১৪ সেপ্টেম্বর শনিবার সকালে।দুর্গার অকাল বিসর্জনের খবর গ্রামে চাউর হলে নেমে আসে শোকের ছায়া।পরিবার এবং পাড়া প্রতিবেশীরা শনিবার থেকে চোখের জল ফেলতে ফেলতে অধীর অপেক্ষার প্রহর গুনছেন কখন আসবে দুর্গার মৃতদেহ।

ময়না তদন্ত শেষ হওয়ার পর অবশেষে যখন রবিবার রাতে দুর্গাকে নিয়ে একটি গাড়ি ক্যানিং পুরাতন চাঁদনি তে তার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো তখন পাড়ার বৃদ্ধ–বৃদ্ধা থেকে শুরু করে সকলেই কান্নায় ভেঙে পড়েন।

দুর্গার দেহ মিনিট পাঁচেক তার বাড়িতে রাখার পর ইচ্ছা না থাকলে ও চোখের জলে সকলেই দুর্গাকে বিদায় জানাতে বাধ্য হয়।

আধুনিক উন্নত সমাজে কুসংস্কারের বশীভূত হয়ে দুর্গার এমন মর্মান্তিক

মহানগরে

শহরের জিমন্যাসিয়ামে এবার বিনোদন কর

বরুণ মণ্ডল : দেরিতে হলেও ধীরে ধীরে দেশবাসী বা রাজ্যবাসীর ধারণার বদল ঘটছে। কেন্দ্র আর রাজ্য যে আলাদা দু'টি সরকার নয়, তা দেশবাসীর কাছে পরিষ্কার হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশ্যে দেশবাসীকে সজাগ–সচেতন করে ঢাকঢোল পিটিয়ে বিভিন্ন 'ফাইন' বা 'পেন্যালটি' বাড়িয়েই চলেছে আর রাজ্য সরকার চুপি চুপি লুকাছাপা করে রাজ্য বা কলকাতাবাসীকে একরকম না জানিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন কর আরোপ করেই চলেছে। আজ এটাতে তো কাল ওটাতে কর বসছে।

আর এবার শরীর চর্চাতেও প্রমোদ কর বা বিনোদন কর বসছে। কলকাতা মহানগরের সর্বত্র যত্রতত্র যেভাবে ছোটোবড়ো ব্যাঙের ছাতার মতো সাধারণ থেকে আধুনিক বা অত্যাধুনিক লেডিস বা জেন্স 'জিমন্যাজিয়মে' (সংক্ষেপে 'জিম') গড়ে উঠেছে। কোনওটা নিজেদের অর্থে, কোনওটা বা রাজ্য সরকারের প্রদত্ত অর্থে। আর তা দেখেই কলকাতা পুরসংস্থার সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা 'মেয়র পারিষদের বৈঠকে' গত ২৮ আগস্টের সভা থেকে পুর বাজেটের 'রেটস ও ট্যাক্স শিডিউলে' এই করটিও অন্তর্ভুক্ত হল।

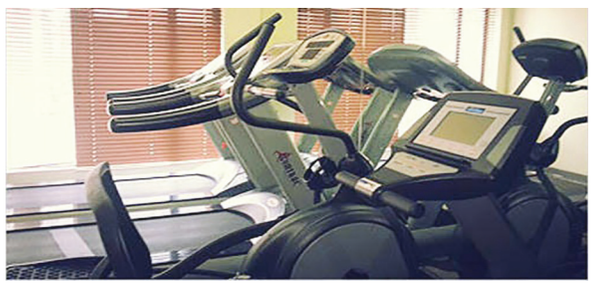

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, এবার থেকে কলকাতাস্থিত সমস্ত রকম 'জিমন্যাসিয়ামে'র ওপর 'প্রমোদ' বা 'বিনোদন' 'অনুপূর্বক কর' বসানো হবে। আর গত ২৯ সেপ্টেম্বরের পুর অধিবেশনে সেই আইটেমেও শাসকদলের পুরপ্রতিনিধিরাও দু'হাত তুলে সমর্থন জানালো। ফলে এবার এছাড়াও মিউজিক্যাল সিস্টেম ও সিনেমা চললে 'রেট' আরও বৃদ্ধি পাবে। প্রসঙ্গত, আগামী দিনে 'যোগাসন ক্যারাটে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র'গুলির ওপর 'বিনোদন কর' আরোপ হতে পারে।

ক্যাটেগরি–এ স্পেস : ২,০০০ বর্গ ফুটের অধিক নন–এসি : ৫,০০০ টাকা এসি– ১০,০০০ টাকা	ক্যাটেগরি 'বি' স্পেস : ১,০০১–২০০০ বর্গফুট নন–এসি : ৪,০০০ টাকা এসি– ৮,০০০ টাকা
ক্যাটেগরি–'সি' স্পেস : ৫০১–১০০০ বর্গ ফুট নন–এসি : ৩,০০০ টাকা এসি– ৬,০০০ টাকা	ক্যাটেগরি–'ডি' স্পেস : ০–৫০০ বর্গ ফুট নন–এসি : ২,০০০ টাকা এসি– ৪,০০০ টাকা

ভোডাফোন ইন্ডিয়ান ফাউন্ডেশন, লার্নিং লিঙ্ক ফাউন্ডেশন এবং নেহেরু যুবকেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতার উদ্যোগে গত একবছর ধরে জাদুগিন্নিকা শীর্ষক এক অনুষ্ঠান চলে যেখানে চাষি, গৃহবধূ এবং মহিলারা কীভাবে তাদের সঞ্চয় করবে এবং কীভাবে টাকা খরচা করবে তা নিয়ে তাদেরকে পাঠ দেওয়া হয় যাতে অযাচিত খরচা থেকে দূরে থাকে তারা এবং সঠিক জায়গায় খরচা করতে পারে। সঞ্চয় যেন হয় ভালভাবে। ১২ সেপ্টেম্বর আস্থা কমিউনিটি হলে রাজ্যের মন্ত্রী সাধন পান্ডে লার্নিং লিঙ্ক ফাউন্ডেশনের ভিনয় নেহেরা পিআইবি কলকাতা ডিরেক্টর এ কে লাকড়া, নেহেরু যুবকেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গর ডিরেক্টর নবীন কুমার নায়েক এবং নেহেরু যুবকেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা মুখ্য আধিকারিক রঘুমনি চ্যাটার্জির উপস্থিতিতে পুরস্কার বিতরণীর অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। জাদুগিন্নিকা অনুষ্ঠান১৫টি রাজ্যের। গত দুবছরে প্রায় ৫৪৫৫৮২০ মানুষের জীবনধারা বদলে দিয়েছে।

রাষ্ট্রবাদী সংখ্যালঘু মঞ্চের শপথ গ্রহণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সংগঠন গড়ে চলো– সুপন্থ পর বড়ে চলো– এই মন্ত্র নিয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আত্ম বলিদান দিবস ২৩ জুন কালীঘাট যোগেশ মাইমে রাষ্ট্রবাদী সংখ্যালঘু মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত দিলীপ ঘোষ, রাহুল সিনহা প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে কনভেনর বাদশা আলম ঘোষণা করেছিলেন আগামী ৯০ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে গত ১৪ সেপ্টেম্বর শনিবার ত্রিশতাধিক কর্মী এবং মঞ্চ সৈনিক সার্কাস অ্যাভেনিউ–এর একটি হলে সম্মিলিত হন। এই অনুষ্ঠানে মঞ্চের সর্বসম্মত প্রদান হিসাবে সভাপতি বাদশা আলম বলেন : সবকা সাথ, সবকা বিকাশ এর সঙ্গে সবকা বিশ্বাস অর্জন করা মাননীয় মোদীজির লক্ষ্য। জাতপাত–ধর্ম–ভাষার নামে কোনও বিভেদ নয়। ভারতমাতার ১৩৫ কোটি সন্তানকে একই সূত্রে বাঁধাই হচ্ছে বিশ্বনেতা তথা প্রধানমন্ত্রীর ধ্যেয় নিষ্ঠা। মঞ্চের সর্বগ্রাহ্য উপদেষ্টা এবং হাই কোর্টের প্রথিতযশা অ্যাডভোকেট চান্দ্রেয়ী আলম বলেন, প্রকৃত নারী মুক্তি পবিত্র পয়গম্বর এর নির্দেশ। কোরানের কোথাও তিন তালাকের বিধি নেই। বরঞ্চ ছোটে খাটো মনোমালিন্য দূর করে পরিবার ও সমাজকে সংহত করার স্থায়ী উপদেশ আছে। অ্যাডভোকেট অমিতাত সেন Art 370 এবং Art 35A প্রসঙ্গে বলেন মোট আঠারো মিনিট আলোচনা হয়েছিল

নেহরুর নির্দেশে মবলংকর (স্পিকার) মহীরুহসম কোনো পার্লিয়ামেন্টরিয়নকে বলতে দেয়নি। Art 35A লোকসভায় উত্থাপন করা হয়নি। নেহরু বলেছিল এ ঘিসতে ঘিসতে ঘিসট যায়েগা। এই দুই ধারা ভারতে সন্ত্রাসবাদ ও লুটপাট এর রাজত্ব কায়েম করেছে। অন্যতম কার্যকর্তা আসফাক আলম বলেন, তোষণবাদ ভারতীয় সমাজের সমধিক ক্ষতি করেছে প্রতিটি যুবক যাতে জীবন ও জীবিকার সকল সুযোগ পায় রাষ্ট্রবাদী সংখ্যালঘু মঞ্চ ক্রিয়াশীল থাকবে। বৌদ্ধিক আলোচনার শেষে কার্যকরী সমিতি মাননীয় সদস্য বৃন্দের নাম ঘোষণা করা হয়। বসির আহমেদ, দীলিপ মিত্র, মিজানুর রহমন, ফ্রানসিস, মহম্মদ ইসলাম প্রভৃতি বরেণ্য জন নেতৃবৃন্দ এক সঙ্গে কাজ করার শপথ নেন। বিশেষ সংযোজন লালু আলমের নাম। অন্যায় অপবাদের বিরুদ্ধে ত্রিশ বছর অসম লড়াই করে রাহু মুক্তির পর লালু আলম ভাই সমাজকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করেন। সভাশেষে সকলকে মিষ্টিমুখ করান এম রহমান সরকার এবং আহ্বান জানান শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান। সভার সূচনায় 'বন্দেমাতরম' এবং অন্তে জনগণমন অধিনায়ক গান গাওয়া হয়।

বেলেঘাটায় সুকান্ত হল অতিথি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থায় বামফ্রন্ট নেত্রী ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বরিষ্ঠ পুরপ্রতিনিধি রত্না রায় মজুমদার পুর অধিবেশনে প্রস্তাব তোলেন, ২০১৫–র ৬ মার্চ রাজ্যসভার তৎকালীন সদস্য প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সাংসদ তহবিলের অর্থে নির্মিত ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত বেলোঘাটার ১২৫ হেমচন্দ্র নস্কর রোডে 'সুকান্ত কমিউনিটি সেন্টার'টির উদ্বোধন হয়। আর চলতি মাসের ৭ সেপ্টেম্বর উক্ত কমিউনিটি সেন্টারটি 'অতিথি' নাম দিয়ে নব কলেবরে নির্মাণ করে বর্তমান মহানাগরিক আবার উদ্বোধন করেন। এদিকে লক্ষ্য করা যায়, সংস্কার করার সময়। যেহেতু প্রথমে উক্ত ভবনটি শ্রী চট্টোপাধ্যায়ে সাংসদ তহবিলের অর্থেই নির্মিত হয়েছিল, তাহলে বর্তমান ফলকটির পাশে পুরনো ফলকটিও কেন ফিরিয়ে আনা হবে না? প্রস্তাবের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, আর্থিক অনুদান দিয়েছিলেন। কিন্তু উনি যে অর্থটি দিয়েছিলেন, তা দিয়েই সম্পূর্ণ নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি। নির্মাণ কাজের সময় ওই ফলকটি ভিতরে রাখা হয়েছিল। বর্তমানে সেটি যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। আপনারা যে কেউ গিয়ে দেখে আসতে পারেন। রত্নাদির হয়তো সঠিক তথ্যটি জানা নেই। এবং যার নামে কমিউনিটি সেন্টারটি ছিল তার নামটিও রয়েছে।

মুখার্জি কমিশন গ্রহণ করা হোক

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার প্রেস ক্লাবে ১৯ সেপ্টেম্বর নেতাজি সম্পর্কিত আলোচনা চক্র ও নেতাজি গবেষক ড. জয়ন্ত চৌধুরীর সম্পাদিত গ্রন্থ 'অনির্বাণ নেতাজি' বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন প্রাক্তন বিচারপতি ও রাজ্যপাল শ্যামল কুমার সেন মহাশয়।

মুখার্জী কমিশনের রিপোর্টকে সরকারের কি এখন গ্রহণ করা উচিত? এই সম্পর্কে আলোচনায় বাংলাদেশের নেতাজি গবেষক আশরাফুল ইসলাম জানান এই উপমহাদেশে নেতাজির আজাদ হিদ আদোলন গভীর ছাপ রেখে গেছে। যশোরের ঝিকরগাছায় আজাদি সেনা হত্যার স্মৃতি রয়েছে। বঙ্গবন্ধু উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন নেতাজির আদর্শে। তাই তাঁর বিষয়ে সত্য জানার অধিকার সারা বিশ্বের আছে।

নেতাজি বিশেষজ্ঞ এবং মুখার্জী কমিশনের ডেপোনেট ড. জয়ন্ত চৌধুরী জানান, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার প্রকাশিত ফাইল থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে নতুন করে মুখার্জী কমিশন–এর কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। উল্লেখ্য মনমোহন সরকারের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলের অ্যাকশান টেকেন রিপোর্টে জানান মুখার্জী কমিশন রিপোর্ট অসম্পূর্ণ তাই সরকার গ্রহণ করেনি। জয়ন্তবাবু জানান 'অসম্পূর্ণ' রিপোর্ট সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব কেন্দ্রের। এই মর্মে কয়েকবছর আগে তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়ে ছিলেন যাতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিচারকের দ্বারা গঠিত কমিশন গঠন করা হোক। যাতে নতুন তথ্যের আলোকে নেতাজি অন্তর্ধান রহস্য সঠিক ভাবে উন্মোচিত হয়। সোভিয়েট রাশিয়া, চীন, ভিয়েতনামে নেতাজির অবস্থান সম্পর্কে নানা তথ্য পরবর্তীকালে উঠে এসেছে।

ড. চৌধুরী এও জানান মাধ্যমিক স্তরে ও গ্র্যাজুয়েট স্তরে সুভাষচন্দ্র বসুর সংগ্রামী জীবন ফিরিয়ে আনা হোক। তিনি এ বিষয়ে এক চিঠি দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে। তার উত্তরে একটি চিঠিও পাঠানো হয় রাজ্য সরকারকে এবং তার প্রতিলিপি পাঠানো হয় জয়ন্তবাবুকে। যদিও রাজ্য সরকার পরবর্তী পদক্ষেপ এখনও নেয়নি।

বিচারপতি শ্যামল কুমার সেন নেতাজির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখার্জী কমিশন গঠন প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণ করেন। উল্লেখ্য, এই কমিশন গঠন হয় শ্যামলবাবুরই আদেশে। নেতাজির আদর্শই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে বলে তিনি মনে করেন। তাই নেতাজির ওপর চর্চা এবং সত্য জানার অধিকার সকলের রয়েছে। তিনি গবেষকদের কাছে আবেদন করেন যাতে এবিষয়ে গবেষণা শেষ না হয় প্রতিনিয়ত নতুন নতুন তথ্য যাতে উপহার দেওয়া যায় সকলকে। বসু পরিবারের সদস্য আর্য বসু বলেন, নেতাজি বিষয়ে সকলের জানার অধিকার রয়েছে এবং ভগবানজি যে নেতাজি স্বয়ং সে বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন। দক্ষিণেশ্বরের প্রধান কুশল চৌধুরী বলেন, নেতাজি সাধুবেসে আমাদের ভারতবর্ষে অনেকদিনই ছিলেন বলে মনে হয়। এবং আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ ১৫০–২০০ বছর অবধি বেঁচে থাকতে পারেন এমন নজির ভারতবর্ষে প্রচুর রয়েছে। তবে সত্য প্রকাশের জন্য মুখার্জি কমিশনকে নয় এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে বা গ্রহণ করতে হবে। প্রাক্তন সাংসদ ড. বরুণ মুখোপাধ্যায় সংসদে এবিষয়ে যে লড়াই তাঁরা লড়েছিলেন সেবিষয়ে স্মৃতিচারণ করেন।

হিসিকন–এর পক্ষ থেকে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কলকাতায় এক অভিনব আলোচনা হয়। বিষয় ছিল হাসপাতাল বা অন্যান্য জায়গায় সংক্রমণ কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সার্জেন সন্দীপ গৌলোড়িয়া, নিউ দিল্লির এইমসের মাইক্রো বায়োলজি বিভাগের প্রফেসর আরতি কাপিল, হিসিকন–এর সভাপতি ডাঃ অনুরাধা আগরওয়াল, সংগঠনের সম্পাদক ডাঃ ভাস্করনারায়ণ চৌধুরি, ন্যাশনাল বোর্ড অফ এক্সজামিনেশনের সভাপতি অভিজাত শেঠ, সিএমআরআই–এর ক্রিটিকাল কেয়ার বিশেষজ্ঞ ডাঃ অরিন্দম কর। **ছবি: উৎপল কুমার রায়**

বাংলাদেশের পুজো এখন বনগাঁয়

মলয় সুর, বনগাঁ : জমিদারি প্রথা বিলোপ হওয়ার ফলে বহু পারিবারিক প্রাচীন দুর্গোপুজো নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যেই এখনও বেশ কিছু পারিবারিক পুজো জাঁকজমক সহকারে নিয়মনিষ্ঠা মেনে আজও হয়ে যাচ্ছে। একসময় এই পুজো বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ মহকুমায় বংশের আদি পুরুষ স্বর্গীয় বসন্ত মজুমদার ও তাঁর স্ত্রী সৌদামণি এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। তাঁর পূর্ব পুরুষরা জমিদার ছিলেন। এই বাড়িকে জমিদার বাড়ি বলে চিনতেন সবাই। প্রায় ৭৫ বছর আগে এখানে দুর্গোপুজো শুরু হয়। বসন্তবাবুর দুই পুত্র দেবদাস ও শিবদাস। বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁ পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডে মজুমদার বাড়িতে এই বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ দেবদাস ও শিবদাস মজুমদাররা এই পুজো পরিচালনা করেন। দেবদাসের এক ছেলে সৌরভ ও বিবাহিত মেয়ে মীনাক্ষি শিকদার রয়েছেন। বাংলাদেশে বসন্ত বাবু স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে জেল খাটেন। দেবদাসবাবু জানালেন, প্রতিবছর রথের পরেরদিন প্রতিমার কাঠামো পুজো হয়। একচালা প্রতিমা তৈরি হয় বাড়ির দুর্গা দালানে। বংশের সকলেই এই পুজোর ব্যয় বহন করেন। শক্তিমতেই বৈষ্ণব

মন্ত্রে এই পুজো হয়। বৈষ্ণব মতে পুজো তাই জীব বলি নিষিদ্ধ। এই বাড়ির সদস্যরা কর্মসূত্রে অনেকে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে থাকলেও পুজোর সময় কিন্তু এক জায়গায় মিলিত হয়ে পুজোর আনন্দে উল্লাসে মেতে উঠেন। আর ফিরে যান লক্ষ্মীপুজোর পর এই পুজোর সব কিছুই প্রাচীন রীতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী চলছে। এখানে পুজোর ফলমূল কাটা ও যাবতীয় যোগাড় করেন বাড়ির গৃহকর্ত্রী স্নিগ্ধা মজুমদার।

পরিবার ও পাড়া প্রতিবেশীদের সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে নিরামিষ খাওয়ানো হয়। কিন্তু দশমীতে আমিষ হয়। দশমীর অন্যতম আকর্ষণ সকল পুরুষ ও মহিলারা কাটামাটি খেলেন। ওইদিন বেলা ১২টায় প্রতিমা পার্শ্ববর্তী পুকুরে বিসর্জন হয়। আর মহিলারা সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন। তখন মায়ের মন্দির বলতে ছাউনি দেওয়া একটি চালাঘর। সেখানেই পুজো শুরু হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ে পাকামন্দির তৈরি হয়। উল্লেখ্য, দুর্গাপুজোর অষ্টমীর সন্ধ্যায় কালীপুজো হয়। এই চারদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। পুজোর কটা দিন প্রতিবেশীরা কোথাও যান না। এই বাড়িতেই থাকেন।

দুর্গাপ্রতিমার মুখ কালো

নিজস্ব প্রতিনিধি: এসেছে শরৎ হিমের পরশ, লেগেছে হাওয়ার পরে, সকালবেলায় ঘাসের আগায় শিশিরের রেখা ধরে। আমলকী বন কাঁপে যেন তার বুক করে দুরু দুরু পেয়েছে খবর, পাতা খসানোর সময় হয়েছে শুরু।

শরৎকাল পড়তেই আপামর বাঙালি মেতে ওঠে শারদ উৎসবে। শারদ উৎসবে যখন আপামর রাজ্য তথা দেশবাসী মেতে উঠবে মাতৃ আরাধনায় ঠিক তখনই অন্যদের মতো দেবী পুজোয় মাতোয়ারা হবেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের সিংহ দূয়ার নামে খ্যাত ব্রিটিশ আমলের ঐতিহ্যবাহী ক্যানিং মহকুমা শহরের দীঘিরপাড় গ্রামপঞ্চায়েতের ১ নম্বর দীঘিরপাড় গ্রামের ভট্টাচার্য্য পরিবারের সদস্যরা। তবে তাঁদের দেবী প্রতিমা রাজ্য তথা দেশের মধ্যে এক ভিন্ন এবং ব্যতিক্রমী বলেই পরিচিত। অন্যান্য দুর্গা প্রতিমার মূর্তি যেখানে মানবীয় রঙ দিয়ে গড়া হয়ে থাকে, সেখানে এই ভট্টাচার্য্য বাড়ির শতাব্দী প্রাচীন দুর্গামূর্তির মুখের রঙ কালো। স্বাভাবিক ভাবেই এই কালো মুখের দুর্গা প্রতিমাকেই বংশ পরম্পরায় পুজো করে আসছেন এই ভট্টাচার্য্য পরিবারের বংশধররা। কেন ভট্টাচার্য্য পরিবারের দেবী দুর্গার মুখ কালো হয়? তা জানতে পিছিয়ে যেতে হয় প্রায় ২০০ বছর আগে। এই ভট্টাচার্য্যরা এক সময় বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের পাইনখাড়া গ্রামে বসবাস করতেন। সেই বংশের কালীপ্রসন্ন, কাশীকান্ত, রামকান্ত, রামরাজা ভট্টাচার্য্যরা মিলিত ভাবেই সর্বপ্রথম বাংলাদেশের ঢাকা বিক্রমপুরের পাইনখাড়া গ্রামেই দুর্গা পুজো শুরু করেন। তা আজ থেকে প্রায় ৪৩৪ বছর আগে অর্থাৎ ১৫৮৫ সালে। তৎকালীন সময়ে জাঁকজমক ভাবে সেই পুজো করা হত। আবার দেশভাগের পর এই ক্যানিং শহরে ভট্টাচার্য্য পরিবার চলে আসেন ১৯৩৮ সালে। ক্যানিংয়ে চলে আসলেও পুজোর সময় ক্যানিং থেকে স্বপরিবারে বাংলাদেশের বিক্রমপুরের পাইনখাড়া গ্রামে গিয়ে পুজো করে আসতেন ভট্টাচার্য্য পরিবারের সদস্যরা। এখানে অবশ্য ৭২ তম বর্ষে পড়ল এই পুজো। আবার এই ক্যানিংয়ে সর্বপ্রথম দুর্গা পুজো শুরু করেন ভট্টাচার্য্য পরিবারের সদস্য ইন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য।

প্রতিমার রঙ কালো হয় কেন সেই প্রসঙ্গে বর্তমান পরিবারের সদস্য পীযুষ কান্তি ভট্টাচার্য্য বলেন, প্রায় ২০০ বছর আগে বাংলাদেশেই দুর্গা পুজোর সপ্তমীর দিন পাশের মনসা মন্দিরের জলন্ত প্রদীপের শিখা থেকে কোন প্রকারে একটি কাক জলন্ত সলতে নিয়ে মন্ডপের উপর বসে। সেই সলতের আগুনে আগুন লেগে যায় সোন দিয়ে তৈরি দুর্গা মণ্ডপে চালা ঘরে। আর মুহূর্তের মধ্যেই সেই বিধ্বংসী অগ্নি শিখার লেলিহান আগুন গ্রাস করে নেয় সমগ্র পুজো মণ্ডপকে। আগুনের লেলিহান শিখা থেকে রক্ষা পায়নি স্বয়ং দেবী দুর্গাপ্রতিমার মুর্তিও। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় দারুণ ভাবে ভেঙে পড়ে সমগ্র ভট্টাচার্য্য পরিবারের সকলে সদস্য। অনেক সাধারণ মানুষজন সেই সময় তাঁদের ওপর দেবী মা রুষ্ট হওয়ার কথাও জানায়। পাশাপাশি প্রতিবেশী পড়শীরা বলেন মা তোদের হাতে আর পুজো চাইছেন না। যার জন্য আগুনে মায়ের মূর্তি পুড়েছে।

এই কথা শোনার পর ভট্ট্যাচার্য্য পরিবারের এক সদস্য মায়ের পোড়া মূর্তির সামনে ধ্যানে বসে জানতে পারে পুজো হবে। তবে পুড়ে গিয়ে মুখ যেমন কালো শরীর, বাদামী রং হয়েছে ঠিক তেমন ভাবে মূর্তি গড়ে পুজো করা যাবে। সেই থেকেই প্রতিমার মুখ কালো এবং শরীর বাদামী রঙের হয়ে আসছে।

পুজোর শুরুতেই মহিষ বলির প্রচলন ছিল। কিন্তু মহিষ বলি দেওয়ার জন্য সেই সময় কেউ মায়ের প্রসাদ খেতেন না বলেই পরবর্তী কালে পাঁঠা বলি দেওয়া শুরু হয়। আবার পাঁঠা বলি দেওয়ার জন্য মা স্বপ্নাদেশ দিয়ে জানায় শান্তির জন্য পুজো করে বলি? এটা বন্ধ করতে হবে। বন্ধ না হলে ভট্টাচার্য্য পরিবারের বংশ একেবারেই ধ্বংস করে দেবো। এই স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর প্রায় ৬৩ বছর আগে পাঁঠা বলি দিতে গিয়ে,বলি দেওয়ার খড়গ্ আটকে যায়। ফলে সেই সময় বলি দেওয়া একপ্রকার ব্যাঘাত ঘটে। তারপর সেই থেকেই বলি দেওয়া প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য মায়ের আদেশ অনুযায়ী সপ্তমী, অষ্টমী ও সন্ধী পুজোয় চালকুমড়ো বলি এবং নবমীতে চালকুমড়ো, শশা, ও শত্রু বলি দেওয়ার প্রচলন শুরু হয় সেই থেকেই।

এই শত্রু বলি হল আতপ চালের মানুষের মূর্তি গড়ে মানকচু পাতার উপরে বলি দেওয়াকে শত্রু বলি বলা হয়। আরও জানা গিয়েছে ৪৩৪ বছর একই পরিবার বংশ পরম্পরায় ঠাকুরের মূর্তি গড়ে চলেছেন। বর্তমানে সেই পাল বংশের বাংলাদেশ থেকে আসা সুন্দরবনের বাসন্তী থানা এলাকার পশ্চিম বাসন্তী গ্রামের বাসিন্দা গৌতম পাল মূর্তি গড়ার কাজ করেন। আশ্চর্যের বিষয় ৪৩৩ বছর বয়সে একবারের জন্য কোনদিন ঠাকুরের কাঠামো পরিবর্তন করা হয়নি বলে জানান ভট্টাচার্য্য পরিবারের সদস্যরা। যথারীতি নিয়ম নিষ্ঠা মেনেই দশমীতে প্রতিমা বিসর্জন করে থাকেন।বিসর্জনের পর প্রতিমা জলের তলায় তিনদিন পুঁতে রাখা হয়, যাতে প্রতিমা গভীর জল থেকে উপর ভেসে না ওঠে। এরপর সেই কাঠামো তোলা হয় লক্ষ্মী পুজোর পরের দিন। আবার আগামী বছরের জন্য প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয় জন্মাষ্টমী থেকেই।

অষ্টমীর দিন সকল দর্শনার্থীদের পুজোর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পুজো করেন পরিবারের সদস্য প্রণব ব্যানার্জী। বর্তমান ভট্টাচার্য্য পরিবারে বর্তমানে আর্থিক অবস্থা সংকট হওয়ার ছড়িয়ে–ছিটিয়ে থাকা পরিবারের সকলকে নিয়ে একটি ভট্টাচার্য্য পরিবারের ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করতে চলেছেন। এই বোর্ডই আগামীদিনে পুজো পরিচালনা করবে।

পুজো কটাদিন একান্নবর্তী ভট্টাচার্য্য পরিবারের অসীম, সঞ্জীব, মানস, রাজীব, চিরঞ্জীব, রুম্পা মৌসুমী, সুস্মিতা, সূপর্ণা ভট্টাচার্য্যরা পুজো কটাদিন এক সাথেই মেতে ওঠেন আনন্দে।

ক্যানিংয়ের গুজরাটের সোমনাথ মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি: ক্যানিং মহকুমার বৃহত্তম বাজেটের পুজো ক্যানিং মিঠাখালি গ্রামবাসী সার্ব্বজনীন দুর্গাপুজো। বৃহত্তম বাজেট ৩০ লক্ষ টাকা হলেও পুজোটাও বৃহৎ। ৩০ তম বর্ষের এই পুজোর প্রতিবছরই এক একটি নতুন বিশেষত্ব থাকে যা রাজ্যের বহু দুরদূরান্ত থেকে প্রচুর মানুষজন এই পুজো দেখতে ভীড় করেন।

৩০তম বর্ষের ক্যানিংয়ের মিঠাখালি গ্রামবাসী সার্ব্বজনীন দুর্গাপুজোর জন্য গুজরাটের সোমনাথ এর মন্দিরের আদলে মন্ডপসজ্জা তৈরি করেছেন মেদিনীপুর জেলার খড়গপুরের শিল্পী অপু রায়।আর এই মন্ডপ সজ্জার সমস্ত কারুকার্য তৈরি হচ্ছে ইঞ্জেকশন এর সিরিঞ্জ এবং হোমিওপ্যাথি ঔষধের শিশি দিয়ে। গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের উজ্জল প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে প্রতিদিনই ২২ জন কর্মচারী দিনরাত কাজ করে চলেছেন।

অপুর হাত ধরে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দীর্ঘপ্রায় তিন মাস ধরে গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরে দেবী দশভূজার রণংদেহী মূর্তির উজ্জ্বল রূপদান করেছেন মেদিনীপুরের কাঁথি ব্লকের শিল্পী সজল রায়। দেবী মূর্তি তৈরিতে ব্যবহার

করা হয়েছে ছোট ছোট ভিন্ন ধরনের নানান রঙের পাথর।যা দেবী দশভূজার উজ্জল রূপ সৌন্দর্য করে তুলতে বদ্ধপরিকর।

দেবী দশভূজার নিবেদনে ১০৮ টি পদ্ম দেওয়ার রীতিও বদল করা হয়েছে। দুর্গাপুজোর ১০৮ টি পদ্মফুল দানের বদল আনতে চান ওঁরা। কেমনই বা সে নিয়ম? আমরা চাই সেই ১০৮ পদ্মফুলই হয়ে উঠুক জীবন উৎসারির এক নিবেদন। ১০৮ জন দুঃস্থ, অনাথ, মূকবধীর শিশুদেরকে নতুন বস্ত্র পরিয়ে বরণ করে তৃপ্তি করে ভোজন করিয়ে প্রতিমা দর্শন করিয়ে তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলা। আর সেই হাসির মুক্তোদানই দেবীর পায়ে দত্ত পদ্মের জীবন্ত তাঁদের প্রতীক হয়ে উঠবে ওঁদের বিশ্বাস।

অন্যদিকে এই মিঠাখালির সার্বজনীন দুর্গাপূজার বৈশিষ্ট্য হল পাড়ার মহিলারা তৃতীয়া থেকে দশমী পর্যন্ত দশভূজার আহ্বানে সমস্ত আয়োজন নিয়ম নিষ্ঠা ভাবেই করে থাকেন। স্বপ্না দাস, সুস্মিতা বিশ্বাস,রত্না ঘরামী, জয়ন্তী পুই, সেখ মমতাজ,নিসা সিং, সবিতা হালদার, মঞ্জু ঘোষরা পূজার কটাদিন দশভূজার আরাধনায় ব্যস্ত থাকেন।

পূজা কমিটির সদস্য সঞ্জয় বিশ্বাস, শংকর হালদার, সন্তু দাসরা জানান, পুজার পাশাপাশি উৎসবের দিনগুলিতে দুস্থদের বস্ত্র বিতরণ, প্রতিদিন নরনারায়ণ সেবা এবং নানান ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রয়েছে।

মাঙ্গলিকী

‘বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল’ – এর নেপথ্য কাহিনী

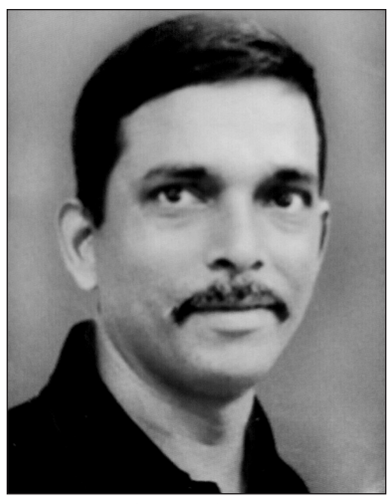

সিদ্ধার্থ সিংহ

সাত

স্বর্ণ বারবার দরজা ধাক্কাচ্ছে––– দাদা ওঠেন। আপনারে কারা যেন ডাকতাছে...

চোখ মেলে দেখি তখনও ঠিক মতো আলো ফোটেনি। দেয়ালঘড়িতে তখন সবে সাড়ে পাঁচটা। আমি ধড়মড় করে উঠলাম।

আমাকে ডাকছে! কারা! তা হলে কি কাল সন্ধ্যাবেলায় আমি যখন আন্টির সঙ্গে লাল কেঁচো কিনতে রাসবিহারীর দিকে গিয়েছিলাম, ওদের কোনও লোক তখন কি আমাকে দেখেছিল! বাড়ির আশপাশে লুকিয়ে লুকিয়ে ফলো করেছিল, আমি রাত্রে অন্য কোথাও থাকতে যাই কি না! আমাকে বেরোতে না দেখে নিশ্চিত হয়েছিল, আমি বাড়িতেই আছি। তাই লোকজন ওঠার আগেই ওরা এসে হাজির হয়েছে! তা হলে আর রক্ষে নেই। সে দিন তো শুধু মেরেছিল। আজ একেবারে শেষ করে দেবে। বাড়ির কাউকে ডাকব! ঝামেলা যা হচ্ছে, সেটা আমার লেখার জন্য। আমি কেন বাড়ির লোককে এর মধ্যে জড়াব! মরলে না হয় আমিই মরব। তা হলে কি স্যামু, একলেন, স্যামসুন, ম্যায়লাকে ডাকব! এরা তো আমার খুব ভাল বন্ধু।

এদের কেউ নেপালি, তো কেউ খ্রিস্টান। কেউ মুসলিম, তো কেউ ওড়িয়া।

খুব ছোটবেলায় স্কুল থেকে ফিরে খেয়েদেয়েই আমরা দল বেঁধে হাঁটতে হাঁটতে টুক করে চলে যেতাম আমাদের বাড়ির খুব কাছেই ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। নীচতলাটা ছিল ছোটদের জন্য। সেখানে হাজার হাজার ঢালাও বই। যার যেটা পছন্দ সেই মতো তাক থেকে যে কোনও বই নিয়ে পড়তাম। উল্টোপাল্টে দেখতাম। কিছুটা পড়ে ভাল না লাগলে সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে নিতাম।

দারুণ কাটছিল। কিন্তু সমস্যা হল, আমাদের মধ্যে একজনের বয়স যখন হঠাৎ করে চোদ্দো বছর ক্রশ করল। কারণ, ছোটদের ওই রিডিংরুমে একমাত্র চোদ্দো বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েরাই ঢুকতে পারত। তার চেয়ে বেশি বয়সিরা নয়।

বুঝতে পারলাম, দারোয়ানরা ওকে আর ঢুকতে দেবে না। আমাদের দলের বাকিদের কারও বয়স তখনও চোদ্দো না হলেও, আমরা ঠিক করলাম, ওকে ঢুকতে না দিলে আমরাও ঢুকব না। তা হলে দুপুরটা কাটাব কোথায়! ওপরের বড়দেরটায় ঢুকতে গেলে তো অন্তত আঠারো বছর বয়স হতে হবে। তা হলে চোদ্দো থেকে আঠারো এই চারটে বছর আমরা কী করব!

স্যামসুন বলল, কাল গোর্কি সদন যাবি? সকাল দশটা নাগাদ।

––– কোনও অসুবিধে নেই। কাল রোববার। স্কুল ছুটি। যাওয়াই যায়। কিন্তু কী আছে সেখানে? আমি জিজ্ঞেস করতেই ও বলল, চলই না, গিয়ে দেখবি।

গোর্কি সদনে ঢুকেই আমরা চমকে উঠলাম। দেখলাম, প্রত্যেকটা সিটেই গাদাগুচ্ছের করে রংচঙে বই। স্যামসুনই বলল, যে যে–সিটে বসবি, সেই সিটের বইগুলো তার। এত সুন্দর ঝকঝকে বই পেয়ে আমরা সবাই খুশি। খানিক বাদেই শুরু হল অনুষ্ঠান। ম্যাজিক। হরবোলা। নাচ।

বেরোবার সময় গেটের মুখেই আমাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল খাবারের বড় একটা প্যাকেট। আমাদের সবার মুখেই তখন এক কথা, বাঃ, দারুণ তো! আগে বলিসনি কেন? আমরা রোজ আসব।

আমরা আসতে চাইলে হবে কী! ওখানে তো আর রোজ রোজ অনুষ্ঠান হয় না।

তাই আমরা ঠিক করলাম, যত দিন না আমাদের সবার বয়স আঠারো বছর হচ্ছে, মানে ন্যাশনাল লাইব্রেরির বড়দের জায়গাটায় ঢোকার অনুমতি পাচ্ছি, তত দিন আমরা তা হলে কলকাতার রাস্তা চিনতে বেরোব।

সেই মতো আমরা কোনও দিন চলে যেতাম কালীঘাট রেল স্টেশনের কাছে সাইডিংয়ে। কোনও দিন লেকের লিলিপুলে। ইয়া বড় বড় মাছ দেখতাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মসজিদের সামনে চুপচাপ বসে থাকতাম। কোনও দিন হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতাম ভিক্টোরিয়া কিংবা গড়ের মাঠ অথবা মনুমেন্ট দেখতে।

একদিন আকাদেমি অব ফাইন আর্টসে ছবি দেখে সোজা যাচ্ছি, ধর্মতলার আগেই, লিন্ডসে স্ট্রিটের উল্টো দিকে যে জলাশয়টা আছে, সেই মনোহরদাস তরাগে দেখি, কতগুলো ছেলেমেয়ে পাড়ে নেমে কী যেন খুঁজছে। ওদের দেখাদেখি আমরাও নেমে পড়লাম সেখানে।

পর দিন হরলিক্সের বোতল জোগাড় করে আমরা আবার ওখানে গেলাম। ওদের শিখিয়ে দেওয়া কৌশলই প্রয়োগ করলাম। অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে নেমে পড়লাম বেশ কয়েক পা। তার পর আরও সাবধানে, যাতে কেউ টের না পায়, এমনকী জলও যাতে বুঝতে না পারে আমরা নেমেছি, এত সতর্ক ভাবে নিশ্বাস বন্ধ করে আস্তে আস্তে জল ভেদ করে ডুবিয়ে দিলাম হাত। তার পর হাতড়ে হাতড়ে সামনে যে ডাবটা পেলাম, সঙ্গে সঙ্গে হাতের তালু দিয়ে তার মুখটা চেপে ধরে উঠে এলাম পাড়ে। আরও সাবধানে। দেখে দেখে পা ফেলে। কারণ, এখানে ডাব খেয়ে শুধু লোকেরাই ডাব ফেলে না, ডাবওয়ালারাও যাবার সময় বস্তা উপুড় করে ফেলে দিয়ে যায় ডাবের খোলা। একবার বেকায়দায় পা পড়লে শুধু যে নীচেই পড়ব, তা নয়, হাত, পা, এমনকী কোমরও ভাঙতে পারে।

তো, সেই ভাবে পাড়ে এসে ডাবের মুখটার উপরে হরলিক্সের বোতলের খোলা মুখটা চেপে ধরে ঝট করে উল্টে দিলাম। ডাবের ভিতরে থাকা পুকুরের সব জল বগবগ করে বোতলে গিয়ে পড়ল। সেই জলের সঙ্গে পড়ল লাল, কালো, পাখনাওয়ালা, লম্বা লেজওয়ালা বেশ কয়েকটা ছোট্ট ছোট্ট মাছ। যে মাছ লোকেরা দোকান থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে অ্যাকোরিয়ামে পোষে।

তবে আমাদের কেউ কেউ টকটকে লাল আর কুচকুচে কালো মাছ পেলেও, বেশির ভাগ বন্ধুর কপালেই কিন্তু জুটল শুধু ফাইটার মাছ। ওখানে নাকি ফাইটার মাছই বেশি। এই মাছ ধরাটা আমাদের নেশায় দাঁড়িয়ে গেল।

মাছ তো পুষব, কিন্তু কেঁচো? সেটারও সন্ধান পেয়ে গেলাম একদিন। জেল গ্রাউন্ডের পিছনে একটা বহু পুরনো নালা আছে। সবাই ওটাকে নালা বলে ঠিকই, কিন্তু কোথা থেকে যে এত ঝকঝকে পরিষ্কার জল ওখান দিয়ে বারোমাস টালিনালায় গিয়ে পড়ে, কে জানে! সেখানেই দু'ধারে থিকথিক করে লালকেঁচো। যে কেঁচো মাছেরা খায়। আমরা ওখান থেকে প্রতি সপ্তাহে গিয়ে কেঁচো তুলে নিয়ে আসতাম।

সে সময় আমরা অদ্ভুত অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখতাম। ভাবতাম, সে দিন আর বেশি দূরে নেই, যে দিন হঠাৎ করে শুনব, আমাদের দূর সম্পর্কের কোনও এক অবিবাহিত আত্মীয় বিদেশে ব্যবসা–বাণিজ্য করে দেশে ফিরে, মরার আগে তার বিপুল সম্পত্তি আমাদের নামে লিখে দিয়ে গেছেন। কিংবা আমাদের মধ্যে থেকেই কেউ একজন এই ভাবেই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কুড়িয়ে পাব সেই পরশ পাথরটা। তবে হ্যাঁ, যে–ই পাই না কেন, এবং যাই পাই না কেন, তা কিন্তু আমরা সবাই মিলে সমান ভাবে ভাগ করে নেব।

ক'দিন ঘুরে, একদিন নিজেরাই ঠিক করলাম, এই ভাবে শুধু কলকাতার মধ্যে না ঘুরে আমরা তো মাঝে মাঝে আরও দূরে কোথাও ঘুরতে যেতে পারি।

সে দিন কে যে কথাটা বলেছিল, এখন আর তার নাম মনে নেই। সে বলেছিল, দূরেই যদি যেতে হয়, তা হলে আমেরিকায় চল।

ওর কথা শুনে আমরা অবাক। আমেরিকা! ভাড়া কে দেবে! তোর বাবা?

সে বলেছিল, আমেরিকাটা কোথায় জানিস তো? যা, পৃথিবীর গ্লোবটা একবার দেখে আয়। দেখবি, ইন্ডিয়ার ঠিক উল্টো দিকে। আমরা যদি এখানে একটা গর্ত করা শুরু করি, লাগুক না যত দিন লাগবে। খুঁড়তে খুঁড়তে আমরা ঠিক একদিন আমেরিকায় পৌঁছে যাব। তখন দেখবি, কেউ আর প্লেনে করে নয়, সেই গর্ত দিয়েই, হয় দড়ি বেয়ে নয়তো হামাগুড়ি দিয়ে বিনে পয়সায় শর্টকাটে আমেরিকায় যাচ্ছে।

স্যামসুন বলেছিল, না, তা হলে করব না।

আমি বলেছিলাম, কেন?

ও বলেছিল, ও, আমরা খেটেখুটে বুদ্ধি খাটিয়ে একটা রাস্তা বানাব আর অন্যরা ফোকটে সেটা দিয়ে আমেরিকায় চলে যাবে, তা হবে না। আমি কিছুতেই এটা হতে দেব না।

বিশ্বাস করুন, সে দিন স্যামসুন বলেছিল বলেই শেষ পর্যন্ত আমরা মাটি খুঁড়ে আমেরিকা যাওয়ার সহজ রাস্তাটা আর বানাইনি। না হলে এত দিনে সবাই সেই সুড়ঙ্গ দিয়েই আমেরিকায় যাতায়াত করত। এই বিশ্বাসটা আমার অনেক বড় বয়স পর্যন্ত ছিল।

আরও কত কী যে ভাবতাম! কত দিন আমরা ভেবেছি, এ গলি ও গলি দিয়ে যেতে যেতে আমরা এমন এক–একটা রাস্তা খুঁজে পাব, যেটা দিয়ে কয়েক পা গেলেই চিনে পৌঁছে যাব কিংবা মালয়েশিয়ায়। ভাস্কো দ্য গামা যদি নতুন একটা দেশ আবিষ্কার করে থাকেন, আমরা সামান্য একটা অজানা রাস্তা আবিষ্কার করতে পারব না!

সে যাই হোক, আমরা স্কুল করছিলাম। পড়াশোনা করছিলাম। আবার তার পাশাপাশি এগুলোও করছিলাম।

আমার সেই বন্ধুরা অন্য ভাষাভাষির হলেও এখানে থাকার দরুণ যেমন ঝরঝরে বাংলা বলতে শিখে গিয়েছিল, ওদের সঙ্গে মিশে মিশে আমিও, অতটা না হলেও, কাজ চালাবার মতো রপ্ত করে ফেলেছিলাম নেপালি ভাষা। ওড়িয়া ভাষা। উর্দু ভাষা।

দেখতে দেখতে কখন যে চার বছর পার হয়ে গেল টেরই পেলাম না। যখন হুঁশ হল, তখন আমাদের অনেকেরই চোখ ফুটে গেছে। সিগারেটে টান মারতে শিখেছি। মেয়েদের দেখতে শিখেছি। এ–মার্কা সিনেমায় যাওয়া শুরু করেছি। ঝান্ডা–মুকুট খেলায় চোস্ত হয়ে উঠেছি। সবাই নতুন নতুন বন্ধু হয়েছে আরও। ফলে আমাদের সবার বয়স আঠারো পেরিয়ে গেলেও কেউ আর ন্যাশনাল লাইব্রেরির দিকে পা বাড়ালাম না। আমাদের বন্ধুত্বের সেই অটুট বন্ধনও কেমন যেন শিথিল হয়ে গেল।

যতই শিথিল হোক, আমরা যদি কেউ বিপদে পড়ি, একজন কি আর একজনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ব না! সবাই তো আশপাশেই থাকে! আমার যা গলার জোর, আমি যদি চিৎকার করি, ওরা যতই ঘুমিয়ে থাক, আমার গলা কি ওদের কানে গিয়ে পৌঁছবে না! যাই, গিয়ে দেখি, ওরা কত জন এসেছে। যদি দেখি, না; ওরা মারমুখী নয়, তা হলে তো ঠিকই আছে। কিন্তু যদি তেমন কোনও বেচাল দেখি, আর কিছু না পারি, অন্তত গলা ফাটিয়ে আমার সেই বন্ধুদের তো ডাকতে পারব! আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমি বিপদে পড়েছি বুঝতে পারলে একজন দু'জন নয়, আমার সব ক'টা বন্ধুই ছুটে আসবে।

আগে তো যাই, তার পর না হয় অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। যদি এমনি চড়–চাপড়, কিল–ঘুসি কিংবা রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারে, তা হলেও ঠিক আছে। কিন্তু আমি দরজা খুলে বেরোলেই যদি আমাকে ছুরি বা ভোজালি দিয়ে কোপাতে শুরু করে অথবা দুম করে একটা গুলি করে দেয়, তখন? সেটা তাও ভাল। যা হবার আমার ওপর দিয়ে হবে। কিন্তু দরজা খোলামাত্র ওরা যদি জোর করে বাড়িতে ঢুকে তাণ্ডব চালায়! বাড়ির লোককে মারধর করে, তখন কী হবে? আমি কি ওদের সঙ্গে পারব! নাকি দরজা খুলেই সটান ওদের পায়ে পড়ে যাব! বলব, যা করেছি ভুল করেছি। আর কখনও হবে না। আমাকে ক্ষমা করে দিন!

বাড়ির লোককে কিছু করবেন না। যা করার আমাকে করুন। মারতে হলে আমাকে মারুন। তাও বাড়ির লোককে কিছু করবেন না।––– এই সব সাত–পাঁচ ভাবতে ভাবতে আমি স্বর্ণকে বললাম, তুই কিন্তু বেরোস না। বলে, যাব কি যাব না, দোনোমোনো করতে করতে শেষ পর্যন্ত ভয়ে ভয়ে বাড়ির সদর দরজাটা খুলেই ফেললাম। আর খুলতেই, আমি একেবারে চমকে উঠলাম। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। দেখলাম, পেছনে দশ–বারো জন ছেলে থাকলেও, আমার সামনে, আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর বাবলা আইচ।

ক্রমশঃ

৩১ অক্টোবর ২০০৫, সোমবার, শিশির মঞ্চে
সন্ধে সাড়ে পাঁচটার পর
কোথাও আর ইভটিজিং নয়

একটি আন্দোলন, আপনি সামিল হন
কাহিনি : সিদ্ধার্থ সিংহ
নাট্যরূপ ও নির্দেশনা : সত্যজিৎ কোটাল

আসছে শরত
সনত ঘোষ

আসছে শরত কাশের বনে
সবুজ হিমেল হাওয়ায়
আসছে শরত শিশির স্নাত
ভোরের শিউলি তলায়।
আসছে শরত ধানের ক্ষেতে
সাদা মেঘের ডানায়
আসছে শরত আলপনাতে
মাটির আঙিনায়।
আসছে শরত ঢাকের বোলে
আগমনীর ছন্দে।
আসছে শরত ভরিয়ে দিতে
আপার আনন্দে।
আসছে শরত সবার প্রাণে
ভরিয়ে খুশীর ছোঁয়ায়।
আসছে শরত পরস্পরের
প্রীতি ভালোবাসা।
(খালোড়, বাগনান, হাওড়া)

পূজো যেন ভালোই কাটে
মানস চক্রবর্তী

পূজো এলো হাসছে সবাই মনের সুখে
পূজো এলো খুশীর আলো সবার মুখে।
পূজো এলো দুলছে সবাই সুখের দোলায়
পূজো যেন সকল দুঃখবিষাদ ভোলায়।

পূজো এলো নাচছে সবাই আনন্দেতে
পূজো এলো সোনালী রোদ ধানের ক্ষেতে।
পূজো এলো তাক–ডুমা–ডুম ঢাকের বোলে
পূজো যেন মনের ব্যথা সারিয়ে তোলে।

পূজো এলে সূর্য উঠুক আলো–আশার
পূজো এলো শিউলী ফুটুক ভালোবাসার।
পূজো এলো গঞ্জে–গ্রামে সবার ঘরে
পূজো যেন ভালোই কাটে আমোদ করে।
(বাওয়ালী, নোদাখালী, দঃ২৪ পরগণা)

আর তো পাওয়া যাবে না
কাকলি চৌধুরী

ছোট্টবেলার মাটির সে ঘর মাটির হাঁড়ি–কুড়ি
কুমীরডাঙা চু–কিত–কিত, দিদির লাফান দড়ি।
যাত্রাদলের বিষ্টু কাকু হয়তো গেছে মরে
সন্ধ্যেবেলায় পড়ার সে রোল, পড় না জেরে জোরে
মায়ের সরু উলের কাঁটায় আমার কারিগরী
কোঁচকানো সেই ঠামির হাতে পিঠেতে সুড়সুড়ি।
আর পাবো না ভাঙা উঠোন, গঙ্গা কলের জল
ফুটো ছাতের নীচে পাতা ছেঁড়া সে কম্বল।
নতুন জামা নাই বা হোলো, থাক না সেফটিপিন
দুগ্গাপূজোয় ভীষণ মজা, ছুটি চারটি দিন।
ছোট্ট কচি নরম সে মন হারিয়ে গেছে কবে
কোথায় কঙ্কন হারিয়েছি, কে যে আমায় ক'বে !
যা চলে যায়, যা কিছু হারায় আর যায় না পাওয়া
স্মৃতির বোঝা সঙ্গে নিয়ে শুধু কালোর তরী বাওয়া
(লেক টাউন, কলকাতা)

বৃক্ষের মতো
চন্দ্রাদিত্য চন্দ্র

এই স্কুলে এসে ছিলাম আমিও একটি শিশু
খেলাধূলা পড়াশোনা হাসত হাজার যীশু।
মানুষের সাথে বড় হত অনেক বৃক্ষ চারা
ধীরে ধীরে বড় হয়ে দিচ্ছে পাহারা।
সময় শেষে যেতে হয় এই বিদ্যালয় ছাড়ি
হাসি মুখে সবাই যায় কেউ করে না আড়ি।
আমার সময় শেষ হয়েছে এবার যাবার তাড়া
যাবার আগে বসিয়ে গেলাম একটি ছাতিম চারা।
এই গাছের শাখায় যদি পাখি বাঁধে বাসা
তার কাছে শুনে নিও আমার গানের ভাষা।
(সোনাতলা, হাওড়া–৭১১ ৪১২)

গাছপালা
সুনির্মল চক্রবর্তী

আমাদের গাছপালা যত
বেঁচে আছে আমাদেরই মতো।
মুখে নেই কোনো শব্দই
উড়ে যায় অক্ষর, বই
ঢাকে মুখ নিজের চাদরে
জোসনায় ডালপালা পোড়ে।
গাছপালা আর কারো নয়
কেটে যায় অযথা সময়।
গাছপালা আমাদের মতো
চুপিচুপি কথা বলে কত।
(সন্তোষপুর, কল–৭৫)

বসে আঁকো
মঙ্গল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা
চতুর্দিকে হয়
অংশ নেওয়া বড় কথা
তুচ্ছ মোটে নয়।

এছাড়া তো আঁকার স্কুলে
শেখা যেতে পারে
শিখলে পরে বলবে লোকে
কী এঁকেছে আরে !
শিল্পী তুমি নাইবা হলে
তাতেও ক্ষতি নেই
পড়ার বিষয় আঁকবে নিজে
মনের আনন্দেই।
(রিষড়া, হুগলী)

একটি স্নিগ্ধ সকাল
রাজেশ মণ্ডল

ঘুম থেকে উঠে জানালা দিয়ে দেখি
বালুর ওপর বৃষ্টির ফোঁটা একি !
একখানা ছিন্নভিন্ন ঘুড়ি
যা একসময় মনটাকে উড়িয়ে দিত
কোনো এক অপরকে
কার কোপে পড়ে আজ এই দশা
কোন ভোরে এসে চলে গেছে –
এখনও তার করুণাধারা ঝিরিঝিরি বয়ে চলেছে
করি তোমারই আশা।
ভরসা পেয়ে এসে কলম ধরেছি।
কলম তো চলছে না তাই বসে বসে
শুধুই ভাবছি। কচিপাতা ভিজে ঘাসে
তোমার মন ভেজানোর প্রচেষ্টা।
(বিদুপাড়া, সোমপাড়া, মুর্শিদাবাদ)

রক্ত ও মিছিল
আর্য বন্দ্যোপাধ্যায়

লালপাথরের রক্তের ছোপ
হয়তো বা গেছে মিলিয়ে
চারপাশে আজ শুধুই রুধির
হোলি যে শোনিত দিয়ে।
রক্তের দাগ কেউ মোছে না তো
পথে রক্তের ছোপ,
মৃত্যু এখানে যখন তখন
এতে নেই কারো ক্ষোভ
বুলেটে বুলেটে ঝাঁঝরা হচ্ছে
কতো যে নিরীহ প্রাণ
রাস্তার মোড়ে শুধু বেজে চলে
রবি ঠাকুরের গান।
রবির আত্মা লজ্জিত আজ
খুন ও রক্ত দেখে
বুদ্ধিজীবীদের দেখি প্রতিবাদ
রাস্তায় থেকে থেকে।
(কলকাতা–৬)

স্বস্তি
সন্ধ্যা ধাড়া

আজ –
আমরা অবসাদের মধ্যে অবতরণ করছি
শুধু হা হুতাশ আর দীর্ঘশ্বাস
মনের মাঝে বেঁধেছে বাস
বড় জিনিষের কল্পনা
বড় দান পাওয়ার প্রার্থনা
এ কেবল নিজের কাছে নিজের ছলনা

দুয়ারের পাশ থেকেই শুরু হোক পথ চলা
ছোট কাজ ছোট কাজ করে নয় অবহেলা
নয় বিদেশের মাটির আনন্দ আহরণ
কাজ, স্বদেশের কন্টক উতপাটন
হবে শক্তির চর্চা

শক্তি চর্চাই স্বাধীনতা
স্বাধীনতা মানেই আনন্দ।
(ইছাপুর, দেবীতলা,উঃ২৪ পরগণা)

কোথায় লিখি ইতি
সুকুমার বিশ্বাস

আমাকে শেষ করে দাও ;
এক চাঁদ তবু পথের সাথে মেশে।
কালির কলঙ্কে করেছি দেহ কালি – জন্ম জন্মান্তর ;
আমি জন্ম বাউলানি।
কার যেন ধূসর ঘর, ধুলো ;
অদূরে আখড়া – ধুনো এবং বিরহ তবু উন্মুখ।
মেঘের ভেতর মেঘ।
মাঠ ভর্তি ফুল আমার আঁচলে,
পায়ের নীচে গাঢ় অন্ধকার ; কোথায় পাব তাকে।
আমি সেই মেয়ে
লিখি যতবার – ভাষা নেই, ভঙ্গি নেই,
অন্ত্যমিল আবার।
বলে দাও মাধব ; কোথায় লিখি ইতি
আমার কোন কলমে।
(সোনারপুর, কলকাতা)

রম্য রচনা

দুধের দাম
ডাঃ বিজয় ভূষণ রায়

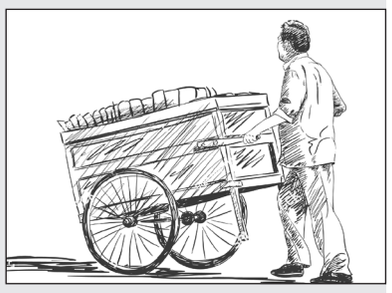

লক্ষণ ঘোষ বেশ কয়েক বছর ধরে আমাকে দুধ জোগান দিয়ে আসছে। বয়সে তরুণ – হাসিখুশী। পাঁচ বছর পর সে একদিন এসে বলল, ডাক্তারবাবু, এখন যেভাবে জিনিষের দাম বাড়ছে তাইতে দুধের ব্যবসা চলছেনা। জানতে চাইলাম, তা হলে কি করতে চাও।

– বাবু যদি পয়সাটা একটু বাড়িয়ে দেন।

– তাই বলো ..লজ্জা কিসের! ঠিক আছে, তুমি না হয় দুধে একটু জল মিশিয়ে এনো কিন্তু দাম আমি বাড়াতে পারব না।

বছর শেষে আবার সে আব্দার করে ঐ ভাবে। উত্তরে বলি, আরও একটু বেশী পরিমাণে না হয় জল মেশাও, আপত্তি নেই আমার, কিন্তু দুধের দাম বাড়িও না বাপু। তারপর দু–বছর পর সে আবার সেই একই আর্জি জানাল।

– বাবু, এই ব্যবসাটা আমি ছেড়েই দেবো।

একটু রুক্ষ স্বরে বলি, দ্যাখো লক্ষণ দাম আমি কখনও বাড়াবো না। তুমি যখন দেখবে দুধের চেয়ে জল বেশী দিতে হচ্ছে, সেদিন থেকে আমার জন্য দুধের যোগান বন্ধ করে দিও।

(পাহাড়ীপাড়া, জলপাইগুড়ি)

অণুগল্প

তাবিজ
জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

বৌমার নীল ম্যাক্সিটা পাওয়া যাচ্ছে না বলে শাশুড়ি খুব উদ্বিগ্ন। বৌমা অন্তঃস্বত্বা হওয়ার পর রমাদেবীই ঐ ম্যাক্সিটা তিতলিকে দিয়েছেন। বৌমা সুন্দরী বলে অনেকেই ঈর্ষাকাতর। নতুন বার্তাটি পেয়ে তারা আরও জ্বলছে। রমাদেবী নিশ্চিত, কেউ নিশ্চয়ই তিতলির অনিষ্ট করার অভিপ্রায়ে পোষাকটা হস্তগত করেছে। ছেলে অসীম অফিস বেরুচ্ছিল। রমাদেবী বললেন, বৌমার সর্বনাশ হতে চলেছে, সেদিকে তোর হুঁশ নেই ! যদি তুই তিতলি আর বাচ্চাটাকে বাঁচাতে চাস্, এখনই তুই আমাকে চারণবাবার কাছে নিয়ে চল্।

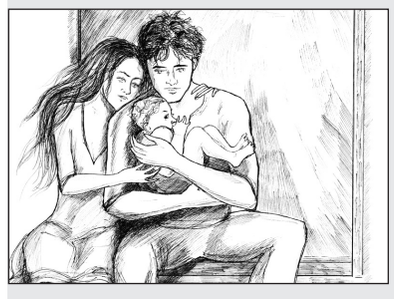

অফিস না গিয়ে অসীম চারণবাবার উদ্দেশ্যে ছুটল। চারণবাবা রমা দেবীকে দেখেই বললেন, ঠিক সময়ে এসে পড়েছিস্ মা, আর কোনও ভয় নেই। সব শুনে চারণবাবা বললেন, আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি, এই নে বৌমার তাবিজ। কাল সূর্য ওঠার আগে স্নান করে যেন তাবিজটা হাতে বাঁধে।

মাস দুই বাদে তিতলি বাপের বাড়িতে এসে ব্যাগ থেকে সেই ম্যাক্সিটা বের করে মাকে বলল, এটা লুকিয়ে রাখো। তাবিজ পরার পরদিনই খাটের তলায় ম্যাক্সিটা পেয়েছিলাম, তখন কাউকে কিছু না বলে লুকিয়ে রেখেছিলাম। তিতলির মা বলল, ভালোই করেছিস্। (কলকাতা–৪৮)

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

অলিম্পিক্সে বাজিমাত করতে মরিয়া ভারত

অরিঞ্জয় মিত্র

আর মাত্র বছরখানেকের অপেক্ষা। তারপর আরম্ভ হবে এই দুনিয়ার বৃহত্তম ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আসর অলিম্পিক্স। প্রাচীনকালে গ্রিস দেশে বিশ্বজনীন ক্রীড়া অলিম্পিক্সের শুরুয়াত হয়। তারপর প্রতি চার বছর অন্তর তা আয়োজিত হয়ে চলেছে। আসলে অলিম্পিকসের মাহাত্ম্যই বোধহয় এটা। যেখানে তাবড় ক্রীড়াবিদরা নিজেদের মেলে ধরতে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। তাও আবার ব্যক্তিগত নৈপুণ্যতা দেখিয়ে পদক জেতা আর দেশের হয়ে জাতীয় সঙ্গীতের তালে তালে সোনা–রূপা গলায় ঝোলানোর মজাটাই আলাদা। এমনিতে অলিম্পিকসের চিরকালীন রীতি হল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়াটাই বড় কথা। হার–জিত এসব পরের ব্যাপার। যদিও এখনকার এই যুগে দাঁড়িয়ে কেউ শুধু প্রতিযোগিতার আস্বাদন নিতে আসে তা নয় মোটেই। বরং বেশি করে নজর থাকে কিভাবে দেশকে গৌরবান্বিত করা যাবে গোটা খেলাধুলার দুনিয়ার সামনে।

অলিম্পিকসের আসরে মূলত দাপট দেখিয়ে আসছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন, জাপান, জার্মান, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশ। এইসব দেশের তুলনায় ভারতের অবস্থা নেহাতই খারাপ। এখন অলিম্পিস থেকে দেশে পদক জিতে আনাটাই ভারতের কাছে চ্যালেঞ্জ। তার মধ্যে এক–আধটা সোনা জুটে গেলেই অনেক। একটা সময় ছিল হকি থেকে ভারতের সোনা পাওয়া ছিল নিশ্চিত। বেশ কয়েকবছর হল সেই রাজত্বে হানা দিচ্ছে পাকিস্তান,দক্ষিণ কোরিয়ার মতো শক্তিশালী দেশ। ভারতের অলিম্পিক হকি জয়ের প্রধান পথের কাঁটা পাকিস্তানের থেকে এই মুহূর্তের ভারতীয় দল অনেকটাই এগিয়ে বলে মনে করা হচ্ছে। এখন দেখার ধ্যানচাঁদদের প্রকৃত উত্তরসূরী এই ভারতীয় হকি টিম হয়ে উঠতে পারে কিনা। একশো তিরিশ কোটির ভারতবাসী চাইছে হকি টিম যেন একটা সোনা এনে দেয় আগামী অলিম্পিক্স থেকে।

এমনিতে হকি ছাড়া আর যেসব দিকে নজর থাকবে অলিম্পিকসে তা হল টেনিস, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস, বক্সিং, এবং জিমন্যাসটিকস। বাংলার পক্ষে খুশির খবর রিও যাওয়ার বিমানে ভারতীয়দের মধ্যে কতিপয় বাঙালিও স্থান করে নিয়েছিল গতবার। ত্রিপুরার মেয়ে দীপা কর্মকারের নাম এর আগে আমরা প্রথম শুনেছিলাম গত কমনওয়েলথ গেমসের সময়ে। জিমন্যাস্টে দেশকে গর্বিত করে কয়েকটি মেডেল জিতেও নিয়েছে দীপা। দীপার পাশাপাশি টেবল টেনিসের মহিলা বিভাগে মৌমা দাস এবং পুরুষ বিভাগে সৌম্যজিত ঘোষ বাঙলার সবেধন নীলমণি। এদের সঙ্গে আরও একটি নাম অবশ্যই নিতে হবে। তিনি হলেন, ইতিমধ্যেই বক্সিং জগতে আলোড়ন ফেলে দেওয়া শিবা থাপা। এছাড়া শুটিং, তীরন্দাজ ইত্যাদির মতো ব্যক্তিগত ইভেন্টে ভারতের লড়াই এবার নজর রাখতে হবে। টেনিসে সানিয়া–লিয়েন্ডারদের দিকে চোখ থাকবে দেশবাসীর। পুরুষদের হকির পাশাপাশি মহিলা হকি থেকেও এবার পদক আশা করছে ভারতীয় ম্যানেজমেন্ট।

এই মুহূর্তে ভারতীয়দের কাছে সবথেকে বড় ইভেন্ট হল ব্যাডমিন্টন। বিশেষ করে আগামী বছরের অলিম্পিক্সে এই জায়গা থেকে সোনাকে পাখির চোখ করা যেতেই পারে। ব্যাডমিন্টনে ভারত এখন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। পিভি সিন্ধুর হাতে জাপানি প্রতিদ্বন্দ্বীর স্ট্রেট সেট পরাজয়ের পর থেকে এই বিরল সম্মান প্রথমবারের জন্য অর্জন করেছে ভারত। হায়দরাবাদের এই মেয়েটি একটা সময় একই শহরের টেনিস তারকা সানিয়া মির্জার থেকে সবদিক থেকে পিছিয়ে ছিল। পারফরমেন্স ও গ্ল্যামারের বিচারে সবাই তখন সানিয়া বলতে অজ্ঞান। অথচ কচ্ছপের খরগোশকে পিছনে ফেলার মতোই সিন্ধু আজ সানিয়া কেন সকলকেই টপকে গিয়েছেন। এই মুহূর্তে দেশের অন্যতম সেরা ক্রীড়াবিদও বটে তিনি। ব্যাডমিন্টনে ভারতকে একসময় গর্বিত করেছেন এখনকার বলিউড তারকা দীপিকা পাড়ুকনের বাবা প্রকাশ পাড়ুকন। আশির দশকে প্রকাশের অল ইংল্যান্ড টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হওয়াই ছিল ব্যাডমিন্টনে

ভারতের সেরা ঝলক। সেসব কিছুকেই আজ পিছনে ফেলে কিংবদন্তী হয়ে উঠলেন পিভি সিন্ধু। কয়েক মাসেও আগেও বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং ছিল ২ নম্বর। সেটাও অচিরে শীর্ষস্থান লাভ করবে বলেই ধারনা বিশেষজ্ঞদের। এখন শুধু অলিম্পিকস আর এশিয়ান গেমসে এই জায়গা ধরে রাখাটাই চ্যালেঞ্জ পিভির কাছে। ভারতকে বিশ্বের সেরার মঞ্চে স্থাপন করার সঙ্গে ধারাবাহিকতা বজায় রাখাটাই এই মুহূর্তের বড় লক্ষ্য।

দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তনের পর নমোর থেকেও ক্রীড়া দফতর অনেক কিছু আশা করছে। পর্যাপ্ত বরাদ্দ পায়নি বলে সবসময়ই একটা অভিযোগ থেকে গিয়েছে। এটা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে ক্রীড়া মহলে। বিশেষ করে ফুটবল, হকি সহ বহু এমন স্পোর্টস আছে যেসব ক্ষেত্রে সরকার যদি একটু দৃষ্টি দেয় তবে ভারত বিশ্বে একটা নাম হয়ে উঠতে পারে। অথচ এইসব ব্যাপারে অদ্ভুত অনীহা রয়েছে সরকারের। কংগ্রেস জমানা পেরিয়ে বিজেপি তথা এনডিএ আমলেও এর বিস্তার ঘটেনি। প্রতিরক্ষা খাতে সরকার ব্যয় বাড়াতেই পারে দেশকে মজবুত ভিত্তি প্রধান করতে। তার পাশাপাশি ক্রীড়া ক্ষেত্রকেও তুলে ধরার মনোভাব পোষণ করাটা জরুরি। কারণ যার আদর্শে বিশ্বাসী আজকের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই স্বামী বিবেকানন্দও দেশ গঠনে শরীর চর্চার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। যুব সমাজকে গীতা পাঠ না করে ফুটবল খেলতে পরামর্শ দিতেন এই আধ্যাত্মিক পুরুষ। মোদি সাহেব বিশ্ব যোগ দিবসে রাজপথে যোগাসন করেন খুব ভালো কথা।

কিন্তু জাতির মেরুদন্ডকে সবল করে তুলতে দেশের খেলাধুলার আগ্রগতিকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত ভারত সরকারের। হাতে গোনা কয়েকটা দেশ যে খেলাটি মেতে থাকে সেই ক্রিকেটের সাফল্য ভারতকে কখনই আন্তর্জাতিক শিরোপা দেবে না ক্রীড়া জগতে। এর থেকে হকি, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন, অ্যাথলেটিক্স, কুস্তি, বক্সিং, সাতার প্রভৃতি খেলার বিকাশে সরকারি ব্যায় অনেকাংশেই বাড়ানো উচিত। তবেই গিয়ে শুধু একটা সিন্ধু–দীপা বা সাক্ষীর দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না। অলিম্পিক্স এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক আসরে এরকম হাজারো প্রতিভার ঝলকানি ঘটবে।

এমনিতেই ভারতে একটা বদনাম আছে মাত্র কয়েকটি দেশের খেলা ক্রিকেটকে নিয়ে আদিখেলা দেখানোর জন্য। আইপিএলে এখানে যে পরিমাণ অর্থ লগ্নি করা হয় তার ছিটেফোটাও যদি অন্য কয়েকটি খেলায় আসে তবে দেশের খোলনলচেই পালটে যেতে পারে। অলিম্পিক্সস, এশিয়ান গেমসের মতো আন্তর্জাতিক আসরে পদকের ছড়াছড়ি হতে পারে। অথচ প্রচুর খেলা আছে যাতে ভারতের সম্ভাবনা অনেক। সেদিকগুলো এখন থেকে বেছে যদি সরকার তাতে জোর দেয় তবে পূর্ণাঙ্গ উন্নতির সুফল পাবে এদেশ। কারণ অন্য মাধ্যমের চেয়ে খেলাধুলার প্রভাব কোনও অংশে কম নয়। ধর্মের থেকেও যে ফুটবল খেলা যুবকদের কাছে বেশি প্রয়োজনীয় তা স্বয়ং স্বামীজি বলে গিয়েছেন।

অলিম্পিক্স যেহেতু এখনও এক বছর বাকি তাই ষোলোআনা সাফল্য পাওয়ার জন্য যেসব রসদ প্রয়োজন এবং যে ধরনের পরিকাঠামো দরকার তা এখন থেকেই ছকে নেওয়া উচিত। অন্ততপক্ষে যেসব ইভেন্টে ভারতের ভালো করার সম্ভাবনা রয়েছে তার জন্য আদাজল খেয়ে নামা উচিত। তাহলে হয়তো সত্যি একটা ভালো পারফরমেন্স তুলে ধরবে ভারত। ওই গেলাম আর শূন্য পেয়ে ফিরে এলাম, এই হতাশার জায়গাটা ঝেড়ে ফেলে যতটা সম্ভব তৈরি করতে হবে নিজেদের। সবথেকে বড় কথা প্রতিযোগিতার সময় এটা দেখতে হবে যেন ভারতীয় অংশগ্রহণকারীরা আত্মবিশ্বাসের শিখরে রয়েছে। গেমসে নিজেদের সেরাটা তুলে ধরার জন্য তাঁরা মরিয়া। মনে রাখতে হবে যে কোনও ধরনের আত্মতুষ্টি কাল হয়ে উঠতে পারে। এই যে ব্যাডমিন্টনে ভারত বিশ্বসেরা বলে এখন থেকেই যদি বেশি লম্ফঝম্প করা হয় তাহলে কিন্তু ভরাডুবি হতে সময় লাগবে না। এই জায়গাগুলোকে মেরামত করে তবেই আসরে নামা উচিত। অর্থাৎ মোদ্দা কথায় যাকে বলে ঝাড়া হাত–পা হয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হওয়া।

দক্ষিণ কোরিয়ায় যোগাসনে সোনার পদক পেল সৃজা

মলয় সুর : এই মুহূর্তে যোগাসনে বাংলার উজ্জ্বল নাম সৃজা সাহা। সদ্য দক্ষিণ কোরিয়ায় ইয়সুতে আন্তর্জাতিক নবম এশিয়ান যোগা চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ছোট্ট সৃজা চ্যাম্পিয়ন হয়ে সোনার পদক অর্জন করে ভারত ও রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছে। হুগলির চন্দননগর ২ নম্বর মহাডাঙা কলোনির বাসিন্দা দশ বছরের সৃজা কাশেশ্বরী পাঠশালার চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। তাঁর বাবা সুশান্ত সাহা ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। মা নবনীতা গৃহবধূ। তবে মায়ের অনুপ্রেরণা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল সৃজার এই জায়গায় উঠে আসা। ছোট সৃজা চন্দননগর লালবাগান ত্রিশক্তি সম্মিলনী ক্লাবে ৭ বছর বয়সে প্রথম যোগার পাঠ শুরু করে। যদিও চন্দননগর রবীন্দ্রভবনে এক অনুষ্ঠান দেখতে এসে যোগাকে তাঁর ভাল লাগে।

ত্রিশক্তি সম্মিলনী ক্লাবের কোচ অমিতকুমার দাসের কাছে সে অনুশীলন করে। প্রতিদিন নিয়মিত দুই তিনঘন্টা যোগা অনুশীলনের মধ্য দিয়ে নিজেকে বড় হওয়ার সোনালি স্বপ্ন দেখে। দক্ষিণ কোরিয়ায় ৪ থেকে ১১ বছর বিভাগে যোগাতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে স্বর্ণ পদক পায়। তবে বাংলা থেকে মাত্র ৪ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করতে যায়। এরমধ্যে সবচেয়ে কনিষ্ঠ প্রতিযোগী ছিল সৃজা। তাঁরা দুই বোন বড় সুদীপা। ভদ্রেশ্বর সুকান্ত কলেজে কলা বিভাগে প্রথমবর্ষের ছাত্রী। সৃজার এই দক্ষিণ কোরিয়ায় যাওয়ার বিরাট আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করেন সমাজসেবী সহৃদয় ব্যক্তি শৈলেন ভড়। যিনি মাস্টার মশাই নামে পরিচিত। ছোট্ট সৃজাকে অনেকগুলো হাডর্লস পেরোতে হয় যেমন ডিস্ট্রিক্ট পর্যায়ে প্রথম স্থান, এরপর বাংলাদলে দ্বিতীয়, ন্যাশনাল ষষ্ঠ স্থান লাভ করে তারপর রাঁচিতে ফেডারেশনে অংশ নিয়ে রুপো পদক পেয়ে সোজা দক্ষিণ কোরিয়ায় নির্বাচিত হয়।

২০১৭ সালে উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে যোগাতে দশম স্থান পায়। ওই বছরেই মহীশূর কর্ণাটকে অংশ নিয়ে রুপো। ২০১৮–এ পাঞ্জাবের পাতিয়ালাতে ষষ্ঠ স্থান লাভ করে। ওই বছরই ঝাড়খন্ডের রাঁচিতে ফেডারেশনে দ্বিতীয় স্থান হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় হাওড়া স্টেশনে নামার পর সৃজাকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান ক্রীড়া দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্লা। তিনি আগামী দিনে সৃজার মা নবনীতা ও বাবা সুশান্তকে সবরকম সাহায্য করার আশ্বাস দেন।

এদিকে পরিবারের জেঠিমা শোভনা সাহা ছোট্ট সৃজার প্রয়াসে আনন্দে মুখর হয়ে মেতে আছেন। এবছর ২৪ থেকে ২৯ ডিসেম্বর কানপুরে আয়োজিত ন্যাশানাল যোগা চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেবে সৃজা। বাড়িতে অবসর সময়ে সে টিভিতে কার্টুন দেখতে ভালবাসে । ছোট্ট এই মেয়ের মধ্যে দেখছেন বিপুল সম্ভবনা।

ক্রিকেট কার্নিভ্যাল চ্যাম্পিয়ন সুরুচি সংঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া দফতর আয়োজিত কলকাতার ১৬টি ছোট বড়ো দুর্গাপুজো কমিটিকে নিয়ে আয়োজিত দুদিন ব্যাপী ক্রিকেট কার্নিভ্যাল–এ চ্যাম্পিয়ন হলো নিউ আলিপুরের সুরুচি সংঘ। ফাইনাল খেলায় তারা চেতলা অগ্রণী ক্লাবকে ১৬ রানে হারিয়ে দেয়।

প্রথমে ব্যাট করে নিউ আলিপুরের সুরুচি সংঘ তোলে ৫১ রান।

জবাবে চেতলা অগ্রনী ক্লাব ৫ ওভারে সীমিত এই ম্যাচে ৩৫ রানের বেশি তুলতে পারেনি।

বেহালার বুড়ো শিবতলার NMDC TURF XL মাঠে আয়োজিত দিবা–রাত্রির এই ক্রিকেট কার্নিভ্যাল–এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার অধিনায়ক এবং বর্তমান ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী লক্ষ্মীরতন শুক্লা। বাংলার আর এক প্রাক্তন ক্রিকেটার অরূপ ভট্টাচার্য বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেন।

আসছে শারদীয় আলিপুর বার্তা ১৪২৬

বিশ্বেশ্বর রায় ও অশোকেশ মিত্রর দুটি উপান্যাস

প্রচ্ছদ অলঙ্করণে জ্যোতির্ময় দত্ত, প্রচ্ছদ পটচিত্র সৌজন্যে গুরুসদয় সংগ্রহশালা

গল্প লিখেছেন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ● বুদ্ধদেব গুহ ● সিদ্ধার্থ সিংহ ● অরিন্দম আচার্য ● সুকুমার মণ্ডল ● শচীন্দ্রনাথ বড়পণ্ডা ● জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ● নির্মল গোস্বামী ● প্রণব গুহ ● পার্থসারথি গুহ ও আরও অনেকে।

ভগবান কি বা কে? বলছেন ডাঃ সুবোধ চৌধুরী। কৃষ্ণের দশাবতারের পরিচয় দিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে।

সুরকার আর ডি বর্মনকে নিয়ে লিখছেন তাঁর বন্ধু দিগ্বিজয় চৌধুরি।

যেসব নাটক নিয়ে হয়েছে সিনেমা তার খোঁজ দিচ্ছেন অভিনেতা ডঃ শঙ্কর ঘোষ।

সুন্দরবনের মাটির কৃষ্টি নিয়ে উজ্জ্বল সরদার।

কবিতা লিখেছেন

রত্নেশ্বর হাজরা ● পি সি সরকার জুনিয়র ● দীপ মুখোপাধ্যায় ● শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তপন দেব চট্টোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

জাদুকর কেসির স্মৃতি রোমন্থন করেছেন তাঁর ছাত্র জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সবুজের দুনিয়ায় বিচরণ করে তাঁদের নিয়ে লিখছেন ডঃ জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়।

নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুকে খোলা চিঠি পাঠালেন ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী।

নাচ থেকে অভিনয় সমান পারদর্শী নৃত্য সম্রাজ্ঞী মিস শেফালী, তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ।

সাহিত্যিক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে লিখছেন তাঁর কন্যা তপতী দেবী।

জঙ্গলের মধ্যে এক টুকরো গ্রামের ছবি এঁকেছেন ডঃ দীপক কুমার বড়পণ্ডা।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ সবসময় প্রাসঙ্গিক তাঁদের ভাবধারা নিয়ে আলোচনায় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্যামল কুমার সেন।

বলে রাখুন নিকটবর্তী স্টলে বা ফোনে করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com